পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 191 Tuesday, 11 June, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ১৯১ সংখ্যা ✻ ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, মঙ্গলবার, ১১ জুন, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

চারজন তদন্তাধীন, নারদায় বাকি অভিযুক্তদের নিয়ে কোর্টে প্রশ্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ নারদ মামলায় মুকুল রায়-সহ অন্যান্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কী তদন্ত হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন এসএমএইচ মির্জার আইনজীবী শ্যামল ঘোষ। সোমবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে এই মামলার শুনানি ছিল। তিনি প্রশ্ন তোলেন, নারদ মামলায় শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিম, এসএমএইচ মির্জার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলা হচ্ছে। কিন্তু বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কি তদন্ত হচ্ছে? বিচারক এদিন ইডির কাছে জানতে চায়, বাকিদের ক্ষেত্রে তদন্তের কি হাল হকিকত। মির্জার আইনজীবী বলেন, ''মুকুল রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে আমার মক্কেল অভিযুক্ত। অথচ মুকুল রায় বা বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী তদন্ত হচ্ছে কেউ জানে না। এতে শুধু আমরা সাফার করছি।'' যদিও ইডির আইনজীবী বলেন, মামলাটি হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে। নারদ মামলায় এসএমএইচ মির্জা গ্রেফতারও হন এবং প্রায় ৫৬ দিন জেলে ছিলেন। তাঁর আইনজীবী প্রশ্ন করেন, ৫৬ দিন ধরে তাঁর মক্কেল জেল খাটলেন, অথচ মূল অভিযুক্ত কেন গ্রেফতার হল না? আগামী ২৮ তারিখ ফের এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করে আদালত। এই মামলায় রাজ্যের চারজন হেভিওয়েট নেতাকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। যদিও পরবর্তীতে তাঁরা জামিনও পেয়ে যান। কিন্তু শুনানির সময় তাঁদের প্রতিবারই সশরীরে হাজিরা দিতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয় আদালতের তরফে। এদিন সেইমতো মদন মিত্র, শোভন চট্টোপাধ্যায়রা হাজির হন আদালতে। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাংবাদিক ম্যাথু স্যামুয়েলের একটি স্টিং অপারেশন ঘিরে হইচই পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। একের পর এক নেতাকে সেই ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা যায়। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা দুরন্ত বার্তা যাচাই করেনি। সেই মামলায় কয়েকজনকে নিয়ে হইহই চললেও, একাধিক অভিযুক্তকে নিয়ে তদন্ত কোন পথে চলছে বা আদৌ তাঁরা তদন্তের মধ্যে পড়ছেন কি না তাও স্পষ্ট নয় বলে এদিন আদালতে এমনটাই দাবি করেন এক আইনজীবী।

জম্মু-কাশ্মীরে তীর্থযাত্রী বাসে হামলার দায় নিল পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন

জম্মু, ১০ জুনঃ পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) জম্মু-কাশ্মীরে তীর্থযাত্রীদের বাসে গুলি চালানোর দায় স্বীকার করল। গতকাল, রবিবার কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় পুণ্যার্থী বোঝাই একটি বাসে অতর্কিতে গুলি চালায় লস্কর-ই-তৈবার ঘনিষ্ঠ এই সংগঠনের জঙ্গিরা। তাতে বাসটি একটি খাদে পড়ে গেলে ১০ জনের মৃত্যু এবং ৩৩ জনের মতো জখম হন। ওই ঘটনার দায় স্বীকার করে টিআরএফ এক বার্তায় বলেছে, এই ধরনের পর্যটক বোঝাই এবং ভিনরাজ্যের মানুষকে হত্যালীলা চলতেই থাকবে। রিয়াসি হামলাকে নতুন করে জঙ্গি হামলার শুরু বলে হুমকি দিয়েছে জঙ্গিরা। এই ঘটনার পর থেকে আলপিন খোঁজার মতো খোঁজ শুরু হয়েছে হত্যাকারী জঙ্গিদের। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থাকে (এনআইএ) তদন্তে নিয়োগ করা হয়েছে। সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকজন মৃতকে শনাক্ত করা গিয়েছে। বাসযাত্রীদের অধিকাংশই উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের বাসিন্দা। তবে বাসের চালক ও কন্ডাক্টর রিয়াসির স্থানীয়। জখম পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, বাসটি উল্টে পড়ে যাওয়ার পরেও জঙ্গিরা গুলি চালাতে থাকে। খাদের ধারে নেমে এসে তারা গুলিবৃষ্টি করে, যাতে কেউ বেঁচে না থাকে। বেঁচে যাওয়াদের কেউ কেউ মরার ভান করে পড়ে থাকেন। জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা মৃতদের পরিবারবর্গকে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। চাষের খেত এবং জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের খোঁজে ড্রোন নামানো হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে জোরকদমে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথম স্বাক্ষর কিষাণ নিধির ফাইলে

ব্যাখ্যাও দিলেন মোদি

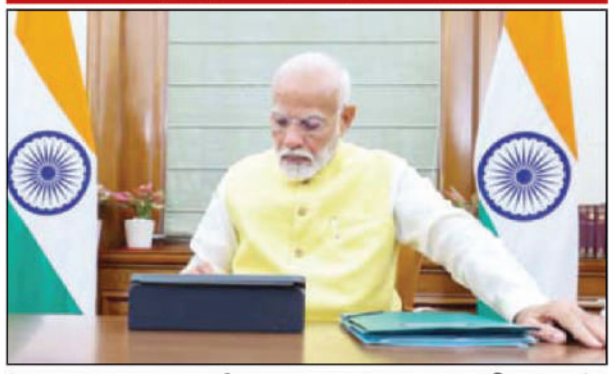

নয়াদিল্লি, ১০ জুনঃ রবিবার শপথ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী পদে টানা তৃতীয়বারের জন্য দায়িত্ব নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। সোমবার সকাল থেকে পুরোদমে কাজ শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কৌতূহল ছিল, তৃতীয়বারে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কোন বিষয়ে প্রথম সিদ্ধান্ত নেন নরেন্দ্র মোদি। জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে রাখা গুচ্ছ ফাইলের এক নম্বরটি ছিল কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প সম্পর্কিত। প্রধানমন্ত্রী ওই ফাইলে সই করায় দেশের নয় কোটি ৮০ লাখ কৃষকের অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের ১৭তম কিস্তির টাকা অল্পদিনের মধ্যেই ঢুকে যাবে। ফাইলে স্বাক্ষরের পর প্রধানমন্ত্রী এক বার্তায় বলেন, ''আমার সরকার কৃষকদের প্রতি দায়বদ্ধ। সেই দায়বদ্ধতার নজির হিসাবেই আমি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির ফাইলে সই করেছি। আগামী দিনে আমার সরকার কৃষক কল্যাণে আরও অনেক পদক্ষেপ করবে।'' বিজেপির একাংশের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী প্রথমে কিষাণ সম্মান নিধির ফাইলে সই এবং তার কারণ ব্যাখ্যার মধ্যে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটের সম্পর্ক রয়েছে। বিজেপি এবার শুধু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে তাই-ই নয়, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে অনেক আসন হারিয়েছে। দুই রাজ্যেই প্রাথমিক পর্যালোচনা রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, কৃষকদের একাংশ পদ্ম থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে। তিন বছর আগে হওয়া কৃষক আন্দোলনের রেশ এখনও বহাল আছে বটে। কিন্তু আন্দোলন তীব্রতর হওয়ার অব্যবহিত পড়ে অনুষ্ঠিত উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। এবার সেই সব জায়গায় বিজেপির আসন হাতছাড়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী সেই কারণেই কিষাণ নিধি প্রকল্পের ফাইলে প্রথম সই করে কৃষক সমাজকে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। আগামী মাসে সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে। তখন আরও স্পষ্ট হবে কৃষকদের জন্য মোদির তৃতীয় সরকারের ভাবনাচিন্তা কী।

ভ্যাপসা গরমে সেদ্ধ করে হঠাৎ করেই পাল্টি খাবে আকাশ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ দক্ষিণবঙ্গে কবে বর্ষা প্রবেশ করবে? এখনই স্পষ্টভাবে কোনও কিছু জানাতে পারছে না আলিপুর আবহাওয়া দফতর। হাওয়া অফিস থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ১৪ জুনের আগে দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমী বায়ুর প্রবেশ নিয়ে এখনই কোনও পূর্বাভাস দেওয়া যাচ্ছে না। এদিকে ভ্যাপসা গরমে অস্বস্তি বাড়ছে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। এরই মধ্যে আবার পশ্চিমের জেলাগুলিতে ফের তাপপ্রবাহের সতর্কতা। বুধবার পর্যন্ত পশ্চিমের চার জেলা অর্থাৎ, বীরভূম ,পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, বুধবার বিকেলের পর থেকে

আবহাওয়ায় কিছুটা বদল আসতে পারে। গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে জেলায় জেলায় তীব্র গরমে অস্বস্তি ছড়িয়েছে। আগামিকালও দক্ষিণবঙ্গে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বজায় থাকবে। পাশাপাশি একাধিক জেলায় তীব্র তাপপ্রবাহ ও কিছু জেলায় মৃদু তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। চরম গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। আগামিকাল দক্ষিণের কোনও জেলাতেই তেমনভাবে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে বুধবার বিকেল থেকেই আবহাওয়ায় কিছু বদল আসতে শুরু করে করবে। দক্ষিণের বেশ কিছু জেয়াল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে বুধবার। এরপর বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে বইতে পারে দমকা হাওয়া। শহর কলকাতার ক্ষেত্রেও আগামিকাল (মঙ্গলবার) আর্দ্রতাজনিত কারণে চরম অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে। বুধবার বিকেলের পর থেকে আবহাওয়ার কিছুটা বদল আসবে কলকাতার আকাশে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতায়। একদিকে যখন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, তখন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। একেবারে উত্তরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি সঙ্গে দমকা হাওয়াও বইতে পারে। তবে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের চার জেলা অর্থাৎ বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বীরভূমে তাপ প্রভাবের হলুদ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই কলকাতায় গরম ৪০ ছুঁইছুঁই করছে। ফলত বৃষ্টি কবে আসবে এখন সেই দিকে তাকিয়ে দক্ষিণবঙ্গবাসী।

দিল্লিতে পা রেখেই প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অভিনন্দন দেবের

নয়াদিল্লি, ১০ জুনঃ তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদির। গতকাল দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে ছিল চাঁদের হাট। কিন্তু তৃণমূলের তরফে প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর দলের কেউ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যাবেন না। গত সন্ধেয় রাষ্ট্রপতি ভবনের অনুষ্ঠানে তৃণমূলের কেউ ছিলেনও না। তবে আজ নিজের সৌজন্যের অবস্থান থেকে সরলেন না ঘাটালে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী দেব। দিল্লিতে পা রেখেই অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। পাশাপাশি মোদির মন্ত্রিসভায় জায়গা পাওয়া সুকান্ত মজুমদার ও শান্তনু ঠাকুরকেও অভিনন্দন জানালেন দেব। তৃণমূলের টিকিটে এই নিয়ে টানা তিনবার লোকসভা ভোটে জয়ী হয়েছেন দেব। তৃতীয়বারের জন্য ঘাটালের সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে চলেছেন তিনি। চলতি মাসেই সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে সাংসদদের শপথ গ্রহণের জন্য। ১৮ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত চলবে এই বিশেষ অধিবেশন। তার আগে আজ দিল্লিতে পা রেখেই প্রধানমন্ত্রী মোদি ও বাংলার থেকে দায়িত্ব পাওয়া দুই মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে সৌজন্যের বার্তা দিলেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ দেব। তবে বাংলা যাতে বকেয়া টাকা পেয়ে যায়, সেটাও দেখার জন্য আবেদন করেন দেব। দেবের এই সৌজন্যকে স্বাগত জানিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি তথা মোদির মন্ত্রিসভায় নতুন জায়গা পাওয়া সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, ''বাংলায় একটি কথা আছে, রাক্ষস কূলে ভক্ত প্রহ্লাদ। সেরকমই অবস্থা। গোটা দলটাই কোনও শিষ্টাচার, ভদ্রতা মানে না। সেই দলের থেকে একজন সাংসদ অন্তত প্রধানমন্ত্রী ও আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ভাল বিষয় এটা।''

লোকসভা ভোট মিটতেই উপনির্বাচনের প্রস্তুতি রাজ্যে

একসঙ্গে 4 জায়গায় ভোট

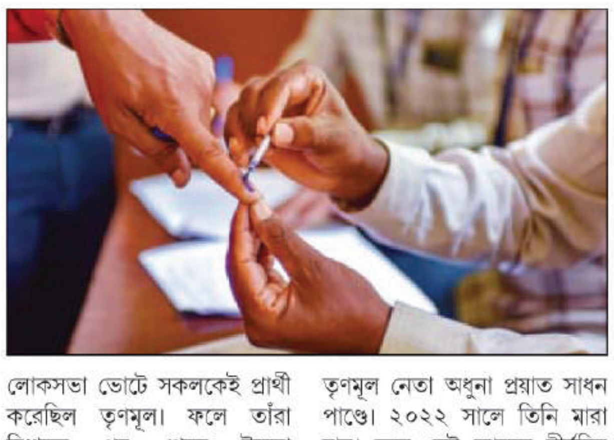

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ লোকসভা ভোট মিটে গেছে। তবে রাজ্যে আবার ভোট প্রস্তুতি শুরু। একসঙ্গে চার জায়গায় হবে ভোট! আগামী জুলাই মাসেই বাংলায় চার আসনে উপনির্বাচন হতে চলেছে। এই চারটি কেন্দ্র হল, নদিয়ার রানাঘাট দক্ষিণ, কলকাতার মানিকতলা, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা এবং উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ। আগামী ১০ জুলাই এই ভোট হতে চলেছে। যে কেন্দ্রগুলিতে উপনির্বাচন হতে চলেছে তাদের মধ্যে রায়গঞ্জ, বাগদা এবং রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন যথাক্রমে কৃষ্ণ কল্যাণী, বিশ্বজিৎ দাস এবং মুকুটমণি অধিকারী। পরে তাঁরা তিনজনেই তৃণমূলে যোগ দেন। এই লোকসভা ভোটে সকলকেই প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। ফলে তাঁরা বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। সেই কারণে এই তিন কেন্দ্রে উপনির্বাচন হতে চলেছে। অন্যদিকে মানিকতলা আসনে গত বিধানসভায় জয়ী হয়েছিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা অধুনা প্রয়াত সাধন পাণ্ডে। ২০২২ সালে তিনি মারা যান। তবে সেই আসনে দীর্ঘদিন ধরেই উপনির্বাচন ঘোষণা হচ্ছিল না। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন ওই কেন্দ্রের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে। কিন্তু গত ২ বছর ধরে সেই মামলার কোনও গতি হয়নি হাইকোর্টে। একাধিকবার মামলার শুনানি পিছিয়ে যায়। পরে আবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন কল্যাণ। কল্যাণ চৌবের অভিযোগ ছিল, মানিকতলা কেন্দ্রে ভোটারদের টাকা দিয়ে কেনার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকী বিদ্যুৎ, জলের লাইন কেটে দেওয়ার ভয়ও দেখানো হয়েছে। তবে দেশের শীর্ষ আদালত তাঁর অভিযোগের গুরুত্ব দেয়নি। এরপর কলকাতা হাইকোর্টে মামলা প্রত্যাহার করে নেন কল্যাণ। আইনি জটিলতা কেটে যাওয়ায় সেখানে উপনির্বাচন ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও দেশের আরও ৬টি রাজ্যের ৯টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে আগামী ১০ জুলাই।

কোলাঘাটে বেআইনি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, উড়ে গেল বাড়ি

পূর্ব মেদিনীপুর, ১০ জুনঃ প্রায় এক বছর আগে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার খাদিকুল গ্রামের বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তাতে মৃত্যু হয়েছিল অন্তত ৯ জনের। সেই ঘটনার পরেই শোরগোল পড়ে গিয়েছিল গোটা রাজ্যে। বেআইনি বাজি কারখানা রুখতে একের পর এক পদক্ষেপ করেছিল রাজ্য সরকার। তারপরেও ফের পূর্ব মেদিনীপুরে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। তবে এবার ঘটনাস্থল হল কোলাঘাট। কোলাঘাট থানার পয়াগ গ্রামে বাজি কারখানায় মজুত থাকা বাজিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। তারফলে আস্ত একটি বাড়ি উড়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও একটি বাড়ি। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন এক বৃদ্ধা। এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত্রি ১০টা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত পয়াগ গ্রামে প্রথমে একটি বেআইনি বাজি কারখানায় আগুন লাগে। তারপরেই রাত ১০ নাগাদ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। জানা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে পয়াগ গ্রামের বেশ কিছু পরিবার বেআইনি বাজির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। গতকাল আনন্দ মাইতি এক বাসিন্দার বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে। তারফলে একটি বাড়ি সম্পূর্ণ উড়ে গিয়েছে। পাশের আরও একটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কোলাঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও দমকলের দুটি ইঞ্জিন। তারা ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই বাজি কারখানার বিস্ফোরণে কত জন আহত হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে জানা যাচ্ছে, পার্শ্ববর্তী এক বাড়ির বৃদ্ধা জখম হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পরেই পুরো এলাকার ঘিরে রেখেছে পুলিশ। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতোটাই ছিল যে কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে শব্দ শোনা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই কার্যত জনশূন্য রয়েছে গ্রামটি। এ বিষয়ে

এসইউসিআইয়ের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, ''এই গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই বেআইনি বাজি তৈরি হয়ে থাকে। গ্রামের বহু মানুষ এই বেআইনি বাজি কারখানার সঙ্গে জড়িত। এর আগেও এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ যাতে ব্যবস্থা নেয় সেবিষয়ে আবেদন জানিয়েছি আমরা।'' তাঁর অভিযোগ, যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটে তখন পুলিশ সক্রিয় থাকে। তবে অন্যান্য সময় পুলিশের সঙ্গে চুক্তি করে বেআইনি বাজির কারখানা এখানে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এখানে আশেপাশের কম বেশি অনেকেই বেআইনি বাজি কারখানার সঙ্গে জড়িত। প্রত্যেকের বাড়িতে তল্লাশি করলেই কিছু না কিছু বেআইনি বাজি পাওয়া যেতে পারে। তাই ঘটনার পর থেকে তারা ঘরছাড়া রয়েছেন। গ্রামবাসীরা যাতে সবুজ বাজি তৈরিতে উদ্যোগী হয় সেবিষয়ে প্রশাসনের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন তিনি।

ভোটের পরও রয়েছে বাহিনী, খোলা যাচ্ছে না বহু স্কুল! হাইকোর্টে মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ লোকসভা নির্বাচন মিটে গেছে। গরমের ছুটির পর সোমবার থেকেই স্কুল খোলার কথা। কিন্তু রাজ্যের বহু স্কুল এখনও খোলা সম্ভব হচ্ছে না! তার কারণ, সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তারক্ষীরা রয়েছেন। এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন দুই আইনজীবী। ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতেই রাজ্যে নির্বাচনের পরও কয়েক সপ্তাহ কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার কথা। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, আগামী ১৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা থাকবেন। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন স্কুলেই তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সোমবার থেকে পুরোদমে স্কুল খোলার কথা থাকলেও অনেক জায়গায় তা সম্ভব হয়নি। গোটা পরিস্থিতির দিকে যাতে আদালত নজর দেয় তার জন্যই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরী ও অয়ন পোদ্দার। তাঁরা প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে এই বিষয়ে আদালতের হস্তাক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন। আগামী বুধবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হতে পারে। সরকারিভাবে সোমবার স্কুল খুললেও সঠিকভাবে পঠনপাঠন শুরু করতে যে আরও বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যাবে, তা আন্দাজ করেছে শিক্ষামহলের একাংশ। আর এই পরিস্থিতির জন্য প্রশাসনকেই দুষছেন তাঁরা। যদিও এখনও পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষা দফতর থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি এই ব্যাপারে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সূচি অনুযায়ী, ৯ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত গরমের ছুটি থাকে। এবারে তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে ২২ এপ্রিল থেকে ৩ জুন পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। ভোট মিটে যাওয়ার পর বাহিনী থাকার কারণে সেই ছুটি আরও সাতদিন বৃদ্ধি করা হয়। ১০ তারিখ থেকেই পুরোদমে পঠনপাঠন শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা করা সম্ভব হচ্ছে না।

এক যুগ ধরে পূর্ণমন্ত্রী নেই বাংলার! সুকান্তর কথায় এত কমে পুরস্কার মেলে না

নয়াদিল্লি, ১০ জুনঃ ১২ বছর পার। এক যুগ হয়ে গেল বাংলায় নেই কোনও কেন্দ্রীয় পূর্ণমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব নিয়েই দিন কাটছে সোনার বাংলার। নরেন্দ্র মোদির তৃতীয় মন্ত্রিসভাতেও বাংলার পেল না কোনও পূর্ণমন্ত্রী। রবিবার বনগাঁ ও বালুরঘাটের সাংসদ শান্তনু ঠাকুর এবং সুকান্ত মজুমদার শপথ নিলেন প্রতিমন্ত্রী হিসাবেই। এ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। তবে প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কথায়, 'যতটুকু পাওয়ার ততটুকুই দেবে।' খাতায় কলমে প্রতিমন্ত্রীদের কাজের কথা বলা থাকলেও তার বাস্তবায়ন অধরাই থাকে। অটল বিহারী বাজপেয়ী বা মনমোহন সিং জমানায় অনুযোগ ছিল, প্রতিমন্ত্রীদের বেশিরভাগ ফাইল পেতেন না। এ বিষয়ে মনমোহন সিংয়ের আমলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছিলেন অনেক প্রতিমন্ত্রীও। ২০১২ সালের ২৬ জুন অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। তারপর থেকে আর এ রাজ্য কোনও ক্যাবিনেট মন্ত্রী পায়নি। অথচ এই বঙ্গ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'বার রেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক সামলেছেন। বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় দু'বারের রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে চর্চা হয় আজও। অর্থ, বিদেশ, প্রতিরক্ষার মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিগ ফোর দফতর দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার করেছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। তথ্য ও সম্প্রচার, জল সম্পদ এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের দায়িত্ব ছিল এই

বঙ্গের রাজনীতিক প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির কাঁধে। কিন্তু মোদি জমানায় বাংলা ১২ বছর ধরে একজনও পূর্ণমন্ত্রী পেল না। বিরোধীরা বলছে, উত্তরবঙ্গের ভোটব্যাঙ্ক মাথায় রেখে একজন প্রতিমন্ত্রী দেওয়া হয়েছে। আর শান্তনু ঠাকুর মতুয়া সমাজের প্রতিনিধি। সেই ভোট এখনও বিজেপির পক্ষেই রয়েছে। সে কারণেই শান্তনুকে আবারও মন্ত্রী করা হয়েছে। তৃণমূল এ নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েনি। তৃণমূলের মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, ''বিজেপি বাংলাকে সবসময়ই বঞ্চনা করে। বাংলার কথা বিজেপি কোনওদিনই ভাবে না। ১৮টা সাংসদ পেয়েও হাফ প্যান্ট মন্ত্রী দিয়েছিল, এখনও হাফ প্যান্ট মন্ত্রী। যদিও সে হাফ প্যান্ট হোন বা ফুল প্যান্ট মন্ত্রী, বাংলার জন্য বিজেপির মন্ত্রীরা যে কিছুই করবেন না তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।'' যদিও দিল্লিতে বসে সুকান্ত মজুমদার বললেন, ''বিরোধীরা তো এসব বলবেই। নতুন কিছু নয়। বাংলায় সিট কমে গিয়েছে আমাদের। স্বাভাবিক, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তো আর পুরস্কার দেবে না। যতটুকু পাওয়ার ততটুকুই দেবে।''

হাসিনার ঢাকা ফেরার আগে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে হোটেলে এসে দেখা করে গেলেন পারিবারিক বন্ধু সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ১০ জুনঃ খাতায়-কলমে প্রতিবেশী দেশ বটে। কিন্তু নয়াদিল্লি সফর শেখ হাসিনার কাছে সরকারি কাজের চাইতেও যেন খানিক বেশি। শাসক-বিরোধী মিলিয়ে ভারতের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পারিবারিক সম্পর্ক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর। এবারেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শপথগ্রহণে এসে সেই নিয়মের ব্যত্যয় হল না। গতকাল রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার পর আজ নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস সভানেত্রী ও সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন হাসিনা। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা। গান্ধি পরিবারের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দীর্ঘকালের। এককালে হাসিনার পিতা, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রায় একা হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ইন্দিরা। উল্টোদিকে পাক বাহিনীর পাশে ছিল আমেরিকা। খোদ মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন ও তাঁর পররাষ্ট্রসচিব হেনরি কিসিঞ্জার নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছিলেন পাক সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানকে। উল্টোদিকে ভারতের পাশে ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। শেষ অবধি ঢাকায় পাক বাহিনীকে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করান ভারতীয় সেনানায়ক জগজিৎ সিংহ অরোরা। কৃতজ্ঞ হাসিনা কখনও ভারতের এই অবদানের কথা ভোলেননি। যখনই

দিল্লি এসেছেন, গান্ধি পরিবারের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন। পাশাপাশি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পরিবার বা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হাসিনার। প্রধানমন্ত্রী মোদির শপথগ্রহণ উপলক্ষ্যে দিল্লিতে এসেই একাধিক কূটনীতির অঙ্ক নিয়ে বসে পড়েছেন হাসিনার সফরসঙ্গী বাংলাদেশের শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রপ্রধানের আতিথ্যে যাতে কোনও খামতি না হয়, তার জন্য রাতারাতি দিল্লি উড়ে এসেছেন ঢাকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রণয় বর্মা। তাঁর সঙ্গে হাসিনাকে নয়াদিল্লিতে স্বাগত জানান বাংলাদেশের হাইকমিশনার মহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান। শপথের পর হাসিনার হোটেলে এসে বৈঠক করে গিয়েছেন সদ্য শপথ নেওয়া সম্ভাব্য বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। সাউথ ব্লক সূত্রের খবর, চিন যেভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রাখতে অত্যন্ত আগ্রহী ভারত। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বাড়াতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কথা হয়েছে দুই দেশের। তারপরেই গান্ধি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন হাসিনা। কংগ্রেসের তরফে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, হাসিনাকে আলিঙ্গন করছেন সোনিয়া-প্রিয়াঙ্কা। রাহুলকেও জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা জানান হাসিনা। কংগ্রেস হাইকমান্ড সূত্রে জানানো হয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীকে আরও মজবুত করতে দুই নেত্রীর অত্যন্ত সদর্থক আলোচনা হয়েছে। রাজনীতির অন্দরে অনেকেই জানেন, সোনিয়াকে নিজের 'বান্ধবী'-র মত দেখেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। নয়াদিল্লিতে আইটিসি মৌর্য শেরাটন হোটেলে রয়েছেন তিনি। সেখানেই সোমবার ছেলে-মেয়েকে নিয়ে দেখা করতে আসেন সোনিয়া। হাসিনার সঙ্গেও নয়াদিল্লিতে এসেছেন তাঁর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ। সোনিয়া-রাহুল-প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে অত্যন্ত হালকা, ঘরোয়া মেজাজে আড্ডার পরেই আজ বিকেলে ঢাকার বিমান ধরেন হাসিনা।

মোদীকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ হাসিনার

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃ সোমবার দুপুরে দিল্লি থেকে ঢাকা রওনা দেবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশে ফেরার আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বাংলাদেশ সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। রবিবার শপথ গ্রহণের পরই শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও একান্ত বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সাংবাদিকদের হাসিনার তরফে এই আমন্ত্রণের কথা জানান। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পরপর তিনবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষা করেন। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ দু'দেশের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

গরম থেকে আপাতত নিস্তার নেই, ১৩ জুন পর্যন্ত দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃতীব্র দাবদাহ থেকে আপাতত নিস্তার মিলবে না, আগামী ১৩ জুন পর্যন্ত তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি বজায় থাকবে দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ১৩ জুন পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডীগড় ও দিল্লিতে তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি বজায় থাকবে।আইএমডি আরও জানিয়েছে, জম্মু ডিভিশন, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের কিছু কিছু অংশেও দাবদাহ পরিস্থিতি বিরাজ করবে, অত্যধিক গরম থাকবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশা এবং ঝাড়খণ্ডেও।

ইন্দোরে বিজেপি কার্যালয়ে আগুন, দমকলের চেষ্টায় এল আয়ত্তে

ইন্দোর, ১০ জুন ঃ একটানা তৃতীয়বারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। গত রবিবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তৃতীবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন মোদী। মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে রবিবার সন্ধ্যায় আনন্দে মেতে ওঠে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। আনন্দ উদযাপন চলছিল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে বিজেপির কার্যালয়েও। ফাটানো হচ্ছিল আতশবাজি।আর সেই আতশবাজি প।ানোই হল কাল। আতশবাজি থেকে আগুন ধরে গেল বিজেপির কার্যালয়ে। রাতের অন্ধকারে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন।অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের বেশ কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। এসিপি তুষার সিং বলেছেন, আতশবাজি ফাটিয়ে আনন্দ উদযাপন করছিলেন বিজেপি কর্মীরা, সেই সময় বিজেপি অফিসের ওপরের তলায় আগুন লেগে যায়। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।

নয়া মন্ত্রিসভায় বিবিধের মাঝে মহান মিলন, দৌড়ে বহু এগিয়ে হিন্দিভাষীরাই

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃ ভারতের নয়া কেঃদ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রতিফলিত হয়েছে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান। মন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে বহু এগিয়ে হিন্দিভাষীরাই। ২০১৯-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় হিন্দিভাষী ছিলেন ৩১ জন। এবার তা বেড়ে হল ৩৬ জন।দক্ষিণ ভারতীয় ছিলেন ৫ জন। এবার তা বেড়ে হল ১৩ জন। উত্তর-পূর্বের প্রতিনিধি ছিলেন ২ জন। এবার তা বেড়ে হল ৩ জন।অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিনিধি ছিলেন ১৮ জন। এবার তা বেড়ে হল ২০ জন।২০১৯-এ রাজ্যসভার ১১ জন সদস্য মন্ত্রী হন। এবারেও সংখ্যাটি অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০১৯-এ লোকসভার ৪৫ জন সদস্য মন্ত্রী হন।এবার তা বেড়ে হয়েছে ৫৮ জন। ২০১৯-এ লোকসভার ৬ জন মহিলা মন্ত্রী হন। এবার তা বেড়েছে মাত্র একটি। ২০১৯-এ মন্ত্রীদের গড় বয়স ছিল ৫৯.৮। এবার তা কমে হয়েছে ৫৮.৮। আর সম্পত্তি? ২০১৯-এ মন্ত্রীদের গড় সম্পত্তি ছিল ১৪.৩ কোটি টাকা। এবার তা বেড়ে হয়েছে ১০৭.৯ কোটি টাকা।

ফের সময়সীমা বাড়ালো সুপ্রিম কোর্ট, ১০ আগস্টের মধ্যে খালি করতে হবে এএপি-র সদর কার্যালয়

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (এএপি)-র জন্য ফের বড়সড় ধাক্কা। আরও একবার সময়সীমা বাড়ালেও, দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউতে আম আদমি পার্টির সদর দফতর খালি করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ১০ আগস্টের মধ্যেই খালি করতে ওই সদর কার্যালয়।এর আগে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, ১৫ জুনের মধ্যে রাউস অ্যাভিনিউ এলাকায় অবস্থিত সদর কার্যালয় খালি করতে হবে আম আদমি পার্টিকে। আর সোমবার সেই সময়সীমা বাড়িয়ে ১০ আগস্ট করেছে সর্বোচ্চ আদালত, ওই সময়ের মধ্যেই এএপি-কে খালি করে দিতে হবে তাঁদের সদর কার্যালয়। প্রসঙ্গত, দিল্লি হাইকোর্টের পরিকাঠামো সম্প্রসারণের জন্য ওই জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

উকাপা স্বশাসিত পরিষদের বিভিন্ন পদে বিশেষ এক জনগোষ্ঠীকে নিযুক্তি দেওয়ার অভিযোগ

হাফলং (অসম), ১০ জুন ঃ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ-এর বিভিন্ন পদে ডিমা হাসাও জেলার একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে নিযুক্তি দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ তুলেছে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস্ ফোরাম সহ জেলার নয়টি জনজাতি ছাত্র সংগঠন। গত বৃহস্পতিবার ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস্ ফোরামের হাফলং সদর কার্যালয়ে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে এই গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন ছাত্র সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ। তাঁদের অভিযোগ, সম্প্রতি উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের বিভিন্ন পদে এই পাহাড়ি জেলার অনান্য জনজাতি জনগোষ্ঠীয় প্রার্থীদের বঞ্চিত করে এক বিশেষ জনজাতি জনগোষ্ঠীয় প্রার্থীদের বিনা বিজ্ঞাপন ও বিনা সাক্ষাকারে পিছনের দরজা দিয়ে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে।নয়টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, যদি এভাবে চলতে থাকে, তা-হলে পাহাড়ি জেলায় শান্তি আসবে না। বরং ছাত্র সংগঠনগুলি আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।এদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস্ ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের বিভিন্ন পদে বর্তমান বিজেপি শাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সমিতি পিছনের দরজা দিয়ে জেলার একটি বিশেষ জনজাতি জনগোষ্ঠীর প্রার্থীদের নিযুক্তি দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনও ধরনের বিজ্ঞাপন বা প্রার্থীদের সাক্ষাকারও গ্রহণ করা হয়নি। তিনি বলেন, যাদের নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও। ডেভিডের অভিযোগ, এ সব রাজনৈতিক নিযুক্তি। তাই এ নিয়ে এবার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি।তাঁর কথায়, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে জেলার বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।ডেভিড কেভমের আরও অভিযোগ, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে কংগ্রেস শাসনে থাকার সময় পরিষদের কার্যনির্বাহী সমিতিতে জেলার সংখ্যালঘু জনজাতি জনগোষ্ঠীর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের স্থান দেওয়া হতো। কিন্তু বিজেপি পরিষদের ক্ষমতায় আসার পর জেলার সংখ্যালঘু জনজাতি জনগোষ্ঠীর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের স্থান দেওয়া হয় না। এতে সব ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হচ্ছেন সংখ্যালঘু জনজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ, অভিযোগ কেভমেরতিনি বলেন, ২০১০ সালে পূর্বতন উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার নাম সরকারিভাবে বদল করে ডিমা হাসাও করা হলেও উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নাম বদল করা হয়নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পার্বত্য পরিষদের প্রধান সচিব (ট্রান্সফার) যদি কোনও সার্টিফিকেট বা চিঠি নির্দেশনা জারি করেন, এতে উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ লেখা থাকে।কিন্তু পরিষদের প্রধান সচিব (নর্মাল) যদি কোনও সার্টিফিকেট বা চিঠি নির্দেশনা জারি করেন, এতে লেখা থাকে ডিমা হাসাও উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ। তার মানে কি ডিমা হাসাও জেলায় দুটি স্বশাসিত পরিষদ রয়েছে? তাছা।। ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদ নামে যে সব সার্টিফিকেট ও নথিপত্র ইস্যু করা হয় তা কি কোনও সরকারি কাজে লাগবে?এমন প্রশ্ন উত্থাপন করে ডেভিড কেভম বলেন, পরিষদ কর্তৃপক্ষের এহেন কাজে ডিমা হাসাও জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। তাই এখনই যদি এ সব বন্ধ না হয় তা-হলে আগামী দিনে আমরা তীব্র আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হব, বলেন ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম।

মোদী যখন শপথ নিচ্ছেন,কলকাতায় নিজের ঘর অন্ধকার রেখে 'প্রতীকী প্রতিবাদ' মমতার

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ দু'দিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে ২৯জন জয়ী সাংসদ গিয়ে বৈঠক করেন। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদদের সাফ জানিয়ে দেন যে, নিজের নিজের লোকসভা কেন্দ্রে গিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। সে কাজ শুরু করেছেন দলীয় সাংসদরা। কিন্তু এবার এনডিএ সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। এমনকী নয়াদিল্লিতে গত রবিবার যখন নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সঙ্গীরা শপথ পাঠ করছেন তখন কলকাতায় কালীঘাটে নিজের ঘর অন্ধকার রেখে ' প্রতীকী প্রতিবাদ' জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে সূত্রের খবর। তাঁর মন্তব্য, ' চিটিং বাজি করে কেন্দ্রে এই সরকার হয়েছে! তার বিরুদ্ধে এটা আমার প্রতীকী প্রতিবাদ।''তৃণমূল নেত্রীর মতে, নানা রকম কারচুপি করে এবং ' অন্যায় পথে মোদী ফের সরকার গড়েছেন। বার বার বলা সত্ত্বেও ভোটের সময়ে অন্যায় রুখতে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি নির্বাচন কমিশন। এ সবের প্রেক্ষিতেই প্রধানমন্ত্রীর শপথ বয়কট করে অন্ধকারে প্রতিবাদের পথ বেছে নিয়েছিলেন মমতা। গত কালীঘাটে শনিবার দলের সাংসদ, নেতা ও জেলা সভাপতিদের নিয়ে বৈঠকেই তৃণমূল নেত্রী এই প্রশ্নে দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'অগনতান্ত্রিক ,অসাংবিধানিক সরকার তৈরি করছে।'' বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রীর আসন মোদীর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল বলেও মনে করেন মমতা। তাঁর যুক্তি, দেশে এ বারের রায় মোদীর ' স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধেই। মমতা কালীঘাটের বৈঠকের পরেই বলেছিলেন যে,' এত বড় হারের পরে মোদীবাবুর উচিত ছিল এটা (প্রধানমন্ত্রিত্ব) অন্য কাউকে ছেড়ে দেওয়া। তৃণমূলের লোকসভার নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ জোশী। কিন্তু তৃণমূল নেত্রীর ঠিক করে দেওয়া অবস্থান মেনেই সুদীপ বা দলের অন্য কোনও নেতাই ওই অনুষ্ঠানে ছিলেন না।

ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় আক্রান্ত বিজেপি ,নিরাপত্তার দাবিতে হাই কোর্টে শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গত ৪ জুন চবিবশের লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। আর তারপর থেকেই একাধিক জায়গায় শাসক-বিরোধী শিবিরের নেতা-কর্মীরা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা শিরোনামে উঠে এসেছে। রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় আক্রান্ত বিজেপি, এবার এই প্রেক্ষিতে নিরাপত্তার আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী বুধবার আদালতে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।ভ্এর আগেও ভোট

পরবর্তী হিংসা নিয়ে একটি মামলা হয়েছিল হাই কোর্টে। ' আইনজীবী' নামের একটি সংগঠন ওই মামলা করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, রাজ্যে লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে গত ১ জুন। তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ভোট পরবর্তী হিংসায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই অভিযোগে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলাটির শুনানি হয় বিচারপতি কৌশিক চন্দ এবং বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে।বিচারপতি জানিয়েছিলেন, ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে বাংলায়। পুলিশ কোনও ভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় বাহিনীও হস্তক্ষেপ করতে পারবে। আদালত আরও জানিয়েছিল, রাজ্য পুলিশের ডিজি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে ভোট পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত অভিযোগ ইমেলের মাধ্যমে জমা নিতে হবে। অভিযোগগুলির গুরুত্ব বুঝে সংশ্লিষ্ট থানায় তা পাঠাবেন ডিজি। থানাকে তার ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করতে হবে। প্রতি ঘটনায় আইন অনুযায়ী দ্রুত এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে বলেছে আদালত।রাজ্যে সাত দফায় লোকসভা ভোট হয়েছে। প্রতি দফাতেই বুথে বুথে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের পরে হিংসার ঘটনা নতুন নয়। সেই কারণে ভোটের পরেও বেশ কিছু দিন রাজ্যে বাহিনী থাকবে বলে জানিয়েছিল কমিশন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। তবে গত ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে একাধিক হিংসার খবর এসেছে। বিজেপির অভিযোগ, শাসকদলের সন্ত্রাসে তাদের অনেক কর্মী ঘরছাড়া। আক্রান্তদের নিরাপত্তা চেয়ে তাই হাই কোর্টে গেলেন শুভেন্দু।

কাশ্মীরে পুণ্যার্থীদের উপর জঙ্গি হামলার বাড়ল মৃতের সংখ্যা, শুরু গ্রুক তদন্ত,ড্রোন উড়িয়ে চলছে তল্লাশি

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ উপত্যকায় তীর্থযাত্রীদের বাসে জঙ্গি হামলার ঘটনায় বাড়ল মৃতের সংখ্যা। জানা গিয়েছে, বাসে থাকা অন্তত ১০ তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও ৩৩ জন। আপাতত পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনার তদন্ত করতে এএনআইকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে মল্লিকার্জুন খাড়গে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন।সূত্রের খবর, প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, পুণ্যার্থীদের বাসে হামলা চালানোর ঘটনায় পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার দু' থেকে তিন জন জঙ্গি জড়িত। এ-ও মনে করা হচ্ছে, গত মাসে রাজৌরি এবং পুঞ্চ এলাকায়

হামলার ঘটনাতেও যুক্ত ছিল এই জঙ্গিরা।সেই জঙ্গিদের খুঁজে বার করতে ঘটনাস্থলের আশপাশের এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হচ্ছে। কাছের জঙ্গলে জঙ্গি ডেরা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল)-র একটি দলও এই অভিযানে যোগ দিয়েছে। এলাকায় এলাকায় চলছে নাকা চেকিং।সদ্য শেষ হয়েছে লোকসভা নির্বাচন। আর ভোট মিটতেই জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি হানা হয় রবিবার। গত রবিবার সন্ধ্যায় রিয়াসি জেলায় একটি মন্দির থেকে ফেরা পুণ্যার্থীদের বাসে হামলা চালায় জঙ্গিরা। বাসটি যখন শিব খোরি মন্দির থেকে বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের বেস ক্যাম্পের দিকে ফিরছিল, তখন ঘটনাটি ঘটে। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা পুণ্যার্থীদের বাস লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। বাসচালক গুলিবিদ্ধ হওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে.বাসটি খাদে পড়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন ৩৩ জন। সেই হামলারই তদন্তে নেমেছে ভারতীয় সেনা এবং এনআইএ।

অনুরাগ থেকে নারায়ণ- ভোটে জিতেও এবার কূর্সি নেই প্রাক্তন কিছু মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃ দাপটে মন্ত্রীত্ব করেছেন। এবার লোকসভা ভোটে প্রার্থী হয়েছেন। কেউ কেউ জিতেছেনও। তা সত্ত্বেও নয়া মন্ত্রিসভায় জায়গা হয়নি বেশ কিছু প্রভাবশালী রাজনীতিকের।প্রথমেই বলতে হয় অনুরাগ ঠাকুরের কথা। নির্বাচনে জিতেও অনুরাগের ঠাঁই হল না মোদীর মন্ত্রিসভায়। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে হিমাচল প্রদেশের হামিরপুর থেকে জয়ী হয়েছেন অনুরাগ ঠাকুর। এর আগে কেন্দ্রে ক্রীড়া, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। তবে এবার তাঁর জায়গা হল না মোদীর মন্ত্রিসভায়।মোদী মন্ত্রিসভায় এবার জায়গা হয়নি নারায়ণ রানেরও। মোদী সরকারে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। এবার মহারাষ্ট্রের

কনভয়ে হামলাকে 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কাপুরুষোচিত' বলে তীব্র নিন্দা মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের, কড়া পদক্ষেপের ঘোষণা

ইমফল, ১০ জুন ঃ অ্যাডভান্স সিকিউরিটি কনভয়ে হামলার ঘটনাকে ' খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কাপুরুষোচিত' বলে তীব্র নিন্দা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। দিল্লি থেকে ফিরেই দৃঢ়তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে, হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না সরকার।মণিপুরের জিরিবাম জেলায. বিভিন্ন গ্রামে ক্রমবর্ধিত হিংসাজর্জর এলাকার পরিস্থিতির খোঁজখবর নিতে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিঙের সংশ্লিষ্ট জেলায় যাওয়ার সূচি নির্ধারিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনের আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিরাপত্তাজনিত বিষয় খতিয়ে দেখতে আজ সোমবার ইমফল থেকে রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর কনভয় যাচ্ছিল।কিন্তু জিরিবাম রোডের কোটলেনের কাছে টি লাইজাং-এর কাছে সন্দেহভাজন কুকি সশস্ত্র জঙ্গিরা অতর্কিত হামলা চালায. অ্যাডভান্স সিকিউরিটি কনভয়ের ওপর। এতে একজন নিরাপত্তা কর্মী জখম হয়েছেন। তাঁকে ইমফলে অবস্থিত ' হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এ এনে ভরতি করা হয়েছে।আজ দিল্লি থেকে ইমফল পৌঁছেই মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গি হামলায. আহত নিরাপত্তা কর্মীর খোঁজ নিতে শিজা হাসপাতালে যান। সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, ঘটনাটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কাপুরুষোচিত ও অত্যন্ত নিন্দনীয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' এ ঘটনার কঠোর নিন্দা করছি। রাজ্যবাসী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর যে সব হামলা হচ্ছে, সেগুলি কেবল আমার নেতৃত্বের ওপর নয়, বরং মণিপুরের জনগণের ওপর সরাসরি হামলার নামান্তর। তাই রাজ্য সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না, কিছু একটা করতে হবে।'তিনি বলেন, হিংসা ছড়ানোর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নিতে সংশ্লিষ্টদের ইতিমধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলেন, ' জরুরি ভিত্তিতে আমার সমস্ত সহকর্মীদের সাথে কথা বলব। একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটি কৌশলী প্রক্রিয়া তৈরি করতে তাঁর মন্ত্রিসভার সাথে বৈঠক করবেন।

প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নিলেন মোদী, শুরুতেই অন্নদাতাদের দিলেন বড় উপহার

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নরেন্দ্র মোদী। এই নিয়ে টানা তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসলেন মোদী। সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ঢোকার সময় সবাইকে নমস্কার করতে করতে নিজ দফতরে ঢোকেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নিয়েই দেশের অন্নদাতাদের বড় উপহার দিলেন তিনি। তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর, মোদী এদিন প্রধানমন্ত্রী কিষান নিধির ১৭-তম কিস্তি প্রকাশের অনুমোদন দিয়ে নিজস্ব প্রথম ফাইলে স্বাক্ষর করেছেন। এর ফলে ৯.৩ কোটি কৃষক উপকৃত হবে এবং প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে।ফাইলে স্বাক্ষর করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমাদের সরকার কিষাণ কল্যাণে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই দাযিত্ব নেওয়ার সময় স্বাক্ষরিত প্রথম ফাইলটি কৃষক কল্যাণ সম্পর্কিত। আমরা ভবিষ্যতে কৃষক এবং কৃষি ক্ষেত্রের জন্য আরও বেশি কাজ করে যেতে চাই। উল্লেখ্য, রবিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করেন মোদী, এরপর সোমবার পদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন তিনি।

দিল্লিতে মুইজ্জুর সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের, দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে বার্তালাপ উভয়ের

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃদিল্লিতে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ডঃ মহাম্মদ মুইজ্জুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিল্লিতে এসেছেন মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি, গত রবিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী পদে মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিতি ছিলেন। আর সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।এই সাক্ষাতে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। জয়শঙ্কর এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ডঃ মহাম্মদ মুইজ্জুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। ভারত ও মালদ্বীপ একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছে।

দিল্লিতে জলের সঙ্কট অব্যাহত, সমস্যা মেটাতে উপ-রাজ্যপালের কাছে আর্জি অতিশীর

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃ রাজধানী দিল্লিতে জলের সঙ্কট অব্যাহত, এবার জলের সমস্যা মেটাতে দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনার কাছে আর্জি জানালেন দিল্লির জলমন্ত্রী অতিশী। একইসঙ্গে অতিশী জানিয়েছেন, ওয়াজিরাবাদ ব্যারেজের জলের স্তর কমে যাওয়ায় মুনাক খালে জল কম আসছে। মুনাক খালে কম জল ছাড়ার বিষয়ে আমরা উপ-রাজ্যপালকে হরিয়ানা সরকারের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেছি।দিল্লির জলমন্ত্রী অতিশী সোমবার বলেছেন, দিল্লির ৭টি জল শোধনাগার জলের জন্য মুনাক খালের উপর নির্ভরশীল। উপ-রাজ্যপাল আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, তিনি হরিয়ানা সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন...উপ-রাজ্যপাল আশ্বাস দিয়েছেন দিল্লি জল বোর্ডে অফিসারের অভাব কমানো হবে.. আমাদের হিমাচল প্রদেশ থেকে হরিয়ানা থেকে জল পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখনও তা পাইনি... আমরা সুপ্রিম কোর্টের হলফনামা থেকে তথ্য পেয়েছি যে হিমাচল প্রদেশ এবং হরিয়ানা সরকারের মধ্যেও জলের বিরোধ চলছে।

রিয়েসিতে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করলেন রাষ্ট্রপতি, তীর্থযাত্রীদের মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়েসিতে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পাশাপাশি তীর্থযাত্রীদের মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন রাষ্ট্রপতি। রবিবার রিয়েসি জেলায় একটি মন্দির থেকে ফেরা পুণ্যার্থীদের বাসে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে। জঙ্গি হামলার ফলে বাসটি খাদে পড়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন অনেক পুণ্যার্থী।এই বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক্স বার্তায় জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়েসি জেলায.তীর্থযাত্রীদের বাসে সন্ত্রাসী হামলায় আমি মর্মাহত। এই জঘন্য কাজ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং এক অপরাধের কঠোর ভাষায় নিন্দা করা উচিত। দেশ নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

পাকিস্তান থেকে এল শুভেচ্ছা-বার্তা, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে শুভেচ্ছা শেহবাজ শরিফের

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ১০ জুন ঃএকটানা তৃতীয়বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন নরেন্দ্র মোদী।গত রবিবার সন্ধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। মোদী শপথ নেওয়ার পর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শুভেচ্ছা-বার্তা পেয়েছেন তিনি। এবার পাকিস্তান থেকেও এল শুভেচ্ছা-বার্তা। সোমবার পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।সোমবার দুপুর ১২.৫৫ মিনিট নাগাদ মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ একটি পোস্ট করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। সেই এক্স-বার্তায় মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন শরিফ। এক্স-বার্তায় তিনি লেখেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য নরেন্দ্রদ্র মোদীকে অভিনন্দন।

পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে বাস দুর্ঘটনা

গাজীপুর, ১০ জুন ঃ উত্তর প্রদেশে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বাসের সঙ্গে একটি ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত ৩। আহত বহু। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল সড়কের কাছে।জানা গেছে, অযোধ্যা থেকে বিহারের বালিয়ায় যাচ্ছিল যাত্রী বোঝাই বাসটি। পথে একটি ডাম্পারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বাসচালকের। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, এদিন ভোর ৫ টা নাগাদ পূর্বাঞ্চল জাতীয় স।কে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাসটি অযোধ্যা থেকে বিহার যাচ্ছিল। ভোরে রাস্তার ধারে ডাম্পারটি দাঁড়িয়েছিল। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাতে ধাক্কা মারে, ওই বাসটিতে ৩৬ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১১ জনের বেশি। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

মুম্বই থেকে বাজেয়াপ্ত সাড়ে ৪ হাজারের বেশি চোরাই ল্যাপটপ, দেড় হাজার সিপিইউ

মুম্বই, ১০ জুন ঃমুম্বই থেকে বাজেয়াপ্ত ৪৬০০টি পুরনো ল্যাপটপ এবং ১৫৪৬টি সিপিইউ। জওহরলাল নেহরু কাস্টম হাউসের বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ তল্লাশি চালিয়ে এই জিনিসগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে।জানা গেছে, এগুলির বাজার মূল্য আনুমানিক ৪.১১ কোটি টাকা। আরবে এই ল্যাপটপগুলি পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল বলে খবর। এই ঘটনায় হংকং-এর কিছু সরবরাহকারীর যোগ রয়েছে বলে খোঁজ পেয়েছেন গোয়েন্দারা। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১১জুন মার্ট ঃমঙ্গলবার, ২৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৮ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৮ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৮.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০৬ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৩শতকরা এবং ৫৭শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০২মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃজয় উদযাপন আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনি আনন্দ উপভোগের জন্য এই খুশি বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নিতে পারেন। । **বৃষভ রাশিঃ**প্রাণোচ্ছল হাসিপূর্ণ একটি দিন যেখানে বেশির ভাগ জিনিসই আপনার ইচ্ছা অনুসারে এগোবে। সংসারে শান্তি হতে পারে **মিথুন রাশিঃ**বিবাহের যোগ হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে **কর্কট রাশিঃ**আপনি প্রতিটি মানুষকে সাহায্য করার ইচ্ছুকতায় ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়বেন। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। । **সিংহ রাশিঃ**আজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হতে পারে যা আপনি অস্বস্তিকর এবং উত্যক্ত বোধ করাবে। **কন্যা রাশিঃ** আধ্যাত্মিকের পাশাপাশি শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা লাভজনক প্রমাণিত হবে। । **তুলারাশিঃ**জীবনকে উপভোগ করার চাহিদা আপনার কতটা দেখে নিন। যোগব্যায়ামের সাহায্য নিন- যা আপনাকে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ থাকতে শেখাবে যাতে আপনার মেজাজের উন্নতি হয়। সন্তান হতে পারে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** মেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত।। **ধনু রাশিঃ**আপনি খুব আবেগপ্রবণ হবেন- সুতরাং আপনি আঘাত পেতে পারেন এমন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকুন। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয.করতে পারেন। **মকর রাশিঃ**চাপ উপেক্ষা করা প্রয়োজন। এটি খুব দ্রুতগতিতে তামাক এবং মদের মত মারাত্মক মহামারীতে পরিণত হচ্ছে। শুভদিন **কুম্ভ রাশিঃ**যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। **মীন রাশিঃ**স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। কেবল বিচক্ষণ বিনিয়োগই পরিশোধ আনবে- সুতরাং আপনি আপনার কষ্টার্জিত পয়সা কোথায় লাগাচ্ছেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। আপনার সমস্যা গুরুতর হবে- কিন্তু আপনার চারপাশের মানুষেরা আপনার ব্যথা লক্ষ্য করবে না-

মৈত্রী এক্সপ্রেস ও বন্ধন এক্সপ্রেস সাময়িক বাতিল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বাংলাদেশে ঈদ-উল-আধহা উদযাপন উপলক্ষে নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি সাময়িকভাবে বাতিল থাকবে- ১৩১০৯।১৩১১০ কলকাতা-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট - কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস, ১৩১০৭।১৩১০৮ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট -কলকাতা-ঢাকা ক্যাঃ টনমেন্ট মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং ১৩১২৯।১৩১৩০ কলকাতা-খুলনা-কলকাতা বন্ধন এক্সপ্রেস। ১৩১০৭ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট - কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস(যাত্রাশুরু ১৪.০৬.২০২৪, ১৬.০৬.২০২৪, ১৮.০৬.২০২৪ এবং ২১.০৬.২০২৪) ১৩১১০ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস(যাত্রাশুরু ১৫.০৬.২০২৪, ১৯.০৬.২০২৪এবং ২২.০৬.২০২৪ তারিখে) ১৩১০৮ কলকাতা - ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মৈত্রী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু ১৫.০৬.২০২৪, ১৭.০৬.২০২৪, ১৯.০৬.২০২৪ এবং ২২.০৬.২০২৪ তারিখে) ১৩১০৯ কলকাতা-ক্যান্ট নমেন্ট মৈত্রী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু ১৪.০৬.২০২৪, ১৮.০৬.২০২৪ এবং ২১.০৬.২০২৪ তারিখে) ১৩১২৯ কলকাতা-খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু ১৬.০৬.২০২৪ এবং ২০.০৬.২০২৪ তারিখে) ১৩১৩০ খুলনা-কলকাতা বন্ধন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু ১৬.০৬.২০২৪ এবং ২০.০৬.২০২৪ তারিখে)।

রাজ্যে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ বর্ষার মরসুম শুরু হওয়ার আগেই রাজ্যে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে গত মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ১০৬৬ জন। ডেঙ্গুতে রাজ্যে মধ্যে শীর্ষে থাকা প্রথম ১০টি জেলার মধ্যে ৯টিই দক্ষিণবঙ্গের। এর মধ্যে কলকাতা, দু ২৪ পরগনা, নদীয়া ও হুগলি- এই পাঁচ জেলাও রয়েছে। মালদহ টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে শীর্ষস্থানে রয়েছে। সেখানে এখনও পর্যন্ত মশাবাহিত এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৩। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে উত্তর ২৪ পরগনা এবং মুর্শিদাবাদ।

কানৌরিতে সংসদীয় প্রতিনিধি দল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ দলের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের এক সংসদীয় প্রতিনিধি দল আজ দিল্লি হরিয়ানা সীমান্তের কানৌরিতে বিভিন্ন দাবিতে একাধিক স্থানে আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে দেখা করে। ডেরেক ও ব্রায়ান এর নেতৃত্বে দোলা সেন, নাদিমুল হক, সাগরিকা ঘোষ,সাকেত গোখেল এই পাঁচ সদস্যের এই প্রতিনিধি দল কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা শোনার পাশাপাশি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সহ তাদের অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর গভীর শোক প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ গতকাল জম্মুর রেয়াসিতে তীর্থ যাত্রীদের উপরে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ৯ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু ও অনেকের আহত হওয়ার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি নিহত ও আহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে এই ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

কলকাতায় অভ্যন্তরীণ সমীক্ষক দল আসছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ জঙ্গলমহল এলাকায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বরাদ্দের খরচ খতিয়ে দেখতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অভ্যন্তরীণ সমীক্ষক দল পাঠাচ্ছে। সমীক্ষক দল ওই খাতে কেন্দ্রের পাঠানো টাকার খরচের হিসেব সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখে মন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট জমা দেবে। চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ওই দল কলকাতায় আসছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যের কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এই দল ২৩ জুন কলকাতায় আসছে। ২৮ তারিখ পর্যন্ত তাঁরা জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করবেন।

ভোটের ফল, মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্ব নিয়ে হেলদোল নেই বন্দি পার্থর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৯টি আসন জিতেছে তৃণমূল। বিজেপি জিতেছে ১২টি আসনে। পাশাপাশি তৃতীয় বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। কেমন লাগছে তাঁর? প্রশ্ন শুনে নিরুত্তরই রইলেন নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবার সকালে পার্থকে আলিপুর নগর দায়রা আদালতে হাজির করানো হয়। আদালতে ঢোকার মুখে পার্থকে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ফলাফল এবং তৃতীয় বারের জন্য মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া নিয়ে মতামত জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু পার্থবাবুকে সেই প্রসঙ্গে কিছুই বলতে শোনা যায়নি। চুপচাপ আদালতের লকআপে চলে যান তিনি। নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ২০২২ সালের ২৩ জুলাই পার্থবাবুকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। এখন তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি। তিনি গ্রেফতার হওয়ার পরেই তাঁর মন্ত্রিত্ব যায়। উল্লেখ্য, জেলে থাকলেও রাজ্য এবং দেশের রাজনীতি নিয়ে প্রতিনিয়ত খোঁজখবর রাখেন তিনি। এর আগে তৃণমূল নিয়ে যে কোনও প্রশ্নের উত্তরে সব সময় ইতিবাচক ভঙ্গিতে জবাব দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। গত বছরের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তৃণমূলের জয় নিয়ে এক প্রকার নিশ্চিতই ছিলেন তিনি। তবে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ফলাফল নিয়ে কোনও মন্তব্য করলেন না প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। মন্তব্য করলেন না মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া প্রসঙ্গেও।

কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ হিঙ্গলগঞ্জে মোদি কুশ পুতুল দাহ

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ১০ জুন ঃ হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বরুনহাট এলাকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশ পুতুলে জুতার মালা পরিয়ে দীর্ঘক্ষণ চলে প্রতিবাদী বিক্ষোভ। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন হচ্ছে কেন্দ্রে এর আগে ১০০ দিনের কাজের টাকা দেইনি কেন্দ্র সরকার প্রশ্ন তুলেই চলে এই বিক্ষোভ। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয়বারের জন্য যখন নরেন্দ্র মোদী শপথ গ্রহণ করছেন ঠিক সেই সময়ে বসিরহাটের হাসনাবাদ বরুনহাট এলাকায় নরেন্দ্র মোদির কুশ পুতুল দাহ করে বিক্ষোভ দেখানো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুল ইসলাম গাজীর উপস্থিতিতে হাসনাবাদ লেবুখালী রোড এর উপর এই বিক্ষোভ এবং কুশপুতল দাহ করা হয়। অন্যদিকে সান্ডেলেবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধিক্কার মিছিল ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশ পুতল পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানায় বাকরা বাজার এলাকায়।

‘বন্ধু বলেই সব কিছু মানা যায় না’ স্পষ্ট বললেন দেব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ শোহমের পাশে নেই দেব। তিনি পরিস্কার বলে দিয়েছেন বন্ধু বলে সব কিছু মানা যায় না। এক রেস্তোরাঁর মালিককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের তারকা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। বিরোধীরা তো বটেই দলের অনেকেই পাশে নেই তাঁর। সোহমের সঙ্গে খুবই ভাল সম্পর্ক তারকা-সাংসদ দেবের। তবে এই ঘটনাকে তিনি কোনওভাবেই সমর্থন করেন না, তা বুঝিয়ে দিলেন। সোমবার দিল্লিতে পা রেখেই দেব বলেন, সোহম আমার খুব ভাল বন্ধু। কিন্তু বন্ধু বলে আমি সবকিছু সমর্থন করতে পারি না। সোহমের ক্ষমা চাওয়া উচিত। শনিবার রাতে নিউটাউনের এক রেস্তোরাঁয় শুটিং করতে গিয়েছিলেন সোহম চক্রবর্তী। সেখানেই গাড়ি পার্কিং নিয়ে রেস্তোরাঁ মালিকের সঙ্গে বচসা। তাতেই কথা কাটাকাটি এবং গায়ে হাত তোলা। সোহমের সেদিনের ঘটনার ভিডিয়ো সামনে আসতেই নিন্দার ঝড় ওঠে। সোহম নিজের ভুল স্বীকার করেন ঠিকই। তবে একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে যে অনেক বেশি সংবেদনশীল হতেই হতো। এদিন দেবও বলেন, সোহম একজন জনপ্রতিনিধি। আমি ওকে বুদ্ধিমান বলে ভাবতাম। ও যা করেছে, ঠিক করেনি। অন্যদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে এদিন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সোহম চ্যাপ্টার ক্লোজড। পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন, সেটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। থানায.আদৌ কোনও অভিযোগ হযেছিল কি না দেখতে হবে।

নরেন্দ্র মোদী সরকারকে ফেলার ব্যবস্থা করুন’, মমতাকে কটাক্ষ শমীকের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ ফের ভোটে রাজ্যে। ’উপনির্বাচনে আমরা জিতব’, বললেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ, ’অনাস্থা প্রস্তাব এনে একটু দেখান না, সরকারটাকে ফেলে দিয়ে’। লোকসভা ভোটে হেরেছেন রাজ্যের ৩ বিধায়ক। রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী, বাগদার বিশ্বজিৎ দাস ও রানাঘাট দক্ষিণের মুকুটমণি অধিকারী। একুশের বিধানসভা ভোটে বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন তাঁরা। পরে তৃণমূলে যোগ দিয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন লোকসভা ভোটে। ফলে বিধায়ক পদ থেকে আগেই ইস্তফা দিতে হয়েছিল ৩ জনকেই। ১০ জুলাই উপনির্বাচন হবে রায়গঞ্জ, বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ। সঙ্গে কলকাতার মানিকতলা কেন্দ্রেও। শমীক বলেন, ’যে ৪ উপনির্বাচন আগামী ১০ জুলাই হতে চলেছে, সেই চারটি উপনির্বাচনে বাগদা কেন্দ্রে ২১ হাজার ভোটে বিজেপির লিড আছে। রানাঘাট দক্ষিণে যিনি আমাদের দলে কিছুদিন বেড়াতে এসে আবার চলে গিয়েছেন, সেখানেও কিছু ১৯ হাজার ভোটে বিজেপি এগিয়ে আছে। রায়গঞ্জ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ৪৭ হাজার ভোটে লিড পেয়েছেন, ওখানকার যিনি প্রার্থী, আমাদের দল থেকে আবার বেড়তে চলে গিয়েছে, তিনি কিন্তু নির্বাচিত হননি। যেন তিন জন দল ছেড়ে তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং পরাজিত হয়েছেন’। এদিকে লোকসভা ভোটে এবার রাজ্যে ২৯ আসনে জিতেছে তৃণমূল। জয়ীরা তো বটেই, পরাজিত প্রার্থীদের সঙ্গে কালীঘাটে বৈঠক করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কবে? শনিবার। সূত্রে খবর, বৈঠকে মমতা বলেন, ’এনডিএ সরকার বেশিদিন চলবে না। খুব তাড়াতাড়ি এই সরকারের পতন ঘটবে’। কীভাবে? তা অবশ্য খোলসা করেনন তিনি। শমীকে কটাক্ষ, ’যাঁরা বলছেন সরকার বেশিদিন চলবে না, তাঁদের দল কতদিন স্থায়ী থাকে, সেটাই দেখার দরকার।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটেও টানেলে আর থমকাবে না মেট্রো! নয়া ভাবনা কর্তৃপক্ষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে অনেক সময় মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয়। মাঝেমধ্যেই সে ভোগান্তি পোহাতেই হয় সাধারণ যাত্রীদের। তবে এবার যাত্রী সুবিধায় নয়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। বিদ্যুৎ বিভ্রাটেও টানেলে আর থমকে থাকবে না মেট্রো। বরং ক্রমশ গন্তব্যের পথে এগোতে থাকবে মেট্রো। সব ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের শেষের দিকে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে চালু হবে এই পরিষেবা বলে জানতে পারা গিয়েছে।

মেট্রো রেল সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ব্লু লাইনে সেন্ট্রাল সাবস্টেশনে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম চালু করা হবে। ইনভার্টার এবং অ্যাডভান্সড কেমিস্ট্রি সেল ব্যাটারিকে কাজে লাগিয়ে এই সিস্টেম চালু করা হবে। মেট্রো স্টেশনগুলিতে ২ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ৭টি বিইএসএস ইনস্টল করার পরিকল্পনা রয়েছে। তার ফলে টানেলে থাকাকালীন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলেও কমপক্ষে ৩০ কিলোমিটার বেগে রেক নিয়ে পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছতে পারবে মেট্রো। আর বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে সমস্যায় ভুগতে হবে না যাত্রীদের। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বহু বিদেশি বহুজাতিক সংস্থা কলকাতা মেট্রোর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে ইচ্ছুক। মেট্রো কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী, চলতি বছরের শেষের দিকে এই বিশেষ পদ্ধতি মেট্রোকে যুক্ত করা হবে। যদি নির্ধারিত ডেডলাইন অনুযায়ী কাজ শেষ হয় তবে কলকাতা মেট্রোতেই প্রথম এই পরিষেবা যুক্ত হতে চলেছে। উল্লেখ্য, কম খরচে অতি দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে মেট্রোই প্রথম ভরসা আমজনতার। দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে মেট্রোর রুট। যাতে যাত্রীরা যে উপকৃত হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় রেমালের পর জলযন্ত্রণায় ভোগান্তির শিকার হয়েছিলেন যাত্রীরা। তবে যাত্রী ভোগান্তি দূর করতে সবসময়ই মেট্রো কর্তৃপক্ষ কাজ করে চলেছে বলেই দাবি। বিইএসএস পদ্ধতি চালু হলে মেট্রোয় যাতায়াত যে আরও সহজ হবে, সে বিষয়ে কোনও সংেদহ নেই।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে গুলি-বোমার লড়াইয়ে রণক্ষেত্র কসবা ইন্দুপার্ক, গ্রেফতার ৫

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ কসবার রাজডাঙা ইন্দুপার্ক এলাকায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের খবর পাওয়া গেল। জানা দেল সেখানে গুলি চলেছে ও বোমা পড়েছে। রাতের পর সকালেও থমথমে ছিল কসবা ইন্দুপার্ক। সেখানে বসানো হয়েছে পুলিস পিকেট। রাতের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার ৫। পুলিস জানিয়েছে, ২ থেকে ৩ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। তাজা বোমাও ছোড়া হয়। সংঘর্ষের জের আহত এক। নাম রুমা সমাদ্দার। আহতের অভিযোগের ভিত্তিতে রুজু হয়েছে মামলা। রাতের তাণ্ডবের চিহ্ন এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ইন্দু পার্ক এলাকায়। বাইকের ভাঙা কাঁচ। বুলেটের ক্ষতচিহ্ন। ইতি উতি পড়ে আছে ক্লাবের ব্যানার। আতঙ্কিত গোটা বস্তি এলাকা। ত্রস্ত বাসিন্দারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এলাকায় পুলিস পিকেট বসানো হলেও, তাতে ভয় কাটছে না। কাল রাতের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে প্রায় জনা ৩০ যুবক দৌড়ে এলাকায় ঢুকছেন। এরপর তারা এলাকায় তাণ্ডব চালান বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ জানান, এলাকার দুস্কৃতীদের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রায় প্রতিদিন বোমা গুলি ছোড়া হচ্ছে। এলাকাবাসী আতঙ্কিত। তিনি এই এলাকার ভারপাপ্ত নেতা তথা বিধায়ক দেবাশিস কুমারকে গোটা বিষয়টি একাধিকবার জানিয়েছেন। গোটা ঘটনায় ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর লিপিকা মান্নার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় কোনওরকম সুযোগ-সুবিধা দিতে চান না তিনি। তাঁর দাবি, এলাকার সবাইকে তৃণমূল করতে হবে । যদিও ওই এলাকার সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু এলাকার মানুষ লিপিকা মান্নাকে কাউন্সিলর হিসেবে চান না। সেই কারণে তাঁরা রাজনীতির ময়দান থেকে সরে এসেছে। তাঁরা সুশান্ত কুমার ঘোষ, যিনি ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর এবং ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর ছিলেন, তাঁকেই তাঁরা পুনরায় কাউন্সিলর হিসেবে চান । গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই এই হামলা বলে অভিযোগ।

অভিযোগ উঠছে, লিপিকা মান্নার সঙ্গে আগের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বতেই রবিবার রাতে চরমে ওঠে উত্তেজনা। স্থানীয়দের অভিযোগ, কাউন্সিলর লোকজন বাইরে থেকে এসে রবিবার রাতে হামলা চালায় এলাকায় । বোমাবাজি ও শূন্যে গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকটি গুলির খোল মিলেছে। পুলিস উদ্ধার করেছে সেগুলি। এর আগে শনিবার রাতেও ইন্দুপার্ক এলাকায় বহিরাগতরা হামলা চালায়। অভিযোগ, পুলিসের সামনেই গতকাল মহিলাদের মারধর পর্যন্ত করা হয়। বোমাবাজিও করা হয়। এক মহিলাকে মেরে মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়। পরে এই ঘটনায় কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে হুমকির অভিযোগ, অধ্যক্ষের ঘরের সামনে বিক্ষোভ ডাক্তারি পড়ুয়াদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ ফের কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বিক্ষোভ ডাক্তারি পড়ুয়াদের। অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাসের ঘরের সামনে সোমবার বিক্ষোভ দেখান এমসিডিএস সংগঠনের ডাক্তারি পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চেয়ারে বসা তৃণমূল আশ্রিত নেতারা হুমকি দিচ্ছেন। পরিবারকে হাতিয়ার করে দেওয়া হচ্ছে হুমকি। তার সঙ্গে ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকিও শোনা যাচ্ছে। অভিযোগের তির মূলত গাইনোকোলজি অধ্যাপক তপন নস্কর এবং সুহেনা সরকারের বিরুদ্ধে। তাঁদের এই বিক্ষোভের আর একটি দাবি হল ছাত্রাবাস। তাঁদের কথায়, কলেজের যে সব ছাত্রাবাস আছে, সেগুলোর অবস্থা খুব খারাপ। ‘ এবং

‘ নামে মেয়েদের হস্টেলের এক একটি ঘরের প্রায় ৬-৭ জন মিলে থাকছে। জলের অবস্থাও ভালো নয়। প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ঢুকছে এখন। তাই আমরা বলেছিলাম, অন্য আর একটি ভবনের কিছু তলায় মেয়েদের জন্য বরাদ্দ করা হোক। বিক্ষোভকারী এক ডাক্তারি পড়ুয়া অভিযোগ করেন, এই সমস্ত বিষয়ের মাঝেই কিছু তৃণমূল আশ্রিত অধ্যাপক জুনিয়র মেয়েদের ভয় দেখাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা বলছে। এমনকি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলে পরীক্ষায় পাশ ফেল নিয়ে ভাবতে হবে না এমন কথাও বলা হচ্ছে। এর জেরেই সোমবার দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের দাবি, যতক্ষণ না অভিযুক্তদের ডেকে এনে কথা বলা হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁরা এই বিক্ষোভ তুলবেন না। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে এই বিক্ষোভ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে শান্তনু ঠাকুরের শপথে বনগাঁয় বাজি আবির!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রথমবার জিতে দু’বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ২০২১ সালে গিয়ে মন্ত্রী হয়েছিলেন। এ বার ভোটে জিতেই মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেলেন শান্তনু ঠাকুর। রবিবার সন্ধ্যায় রাইসিনা হিলসে যে ৭২ জন শপথ নিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তিনিও। দিল্লিতে শান্তনু শপথ নেওয়ার পরেই বনগাঁয় দলের কর্মী-সমর্থকেরা রাস্তায় নেমে পড়েন। বাজি ফাটতে থাকে। শুরু হয় লাড্ডু বিলি। আবিরও উড়ল রবি-সন্ধ্যায় বনগাঁয়। যদিও তৃণমূলের বক্তব্য, এর আগে তিন বছর মন্ত্রী থেকেও কিছুই করেননি শান্তনু। তাই এত আনন্দের কিছু নেই। ২০১৯ সালে প্রথম রাজনীতির মযদানে পা রেখেই বনগাঁর সাংসদ হয়েছিলেন শান্তনু। নাগরিকত্বের ইস্যুতে দু’হাত উপুড় করে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন মতুয়ারা। কিন্তু আইন পাস হলেও সিএএ কার্যকর আর হচ্ছিল না। তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়তে থাকে মতুয়াদের।শান্তনু নিজেও বেসুরো হয়েছিলেন। বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একাধিকবার দরবার করেছিলেন তিনি। বিজেপির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকেন মতুয়ারাও। মতুয়া ভোট ব্যাঙ্কে ফাটল আন্দাজ করেই ২০২১ সালে শান্তনু ঠাকুরকে কেন্দ্রের মন্ত্রী করেন মোদী-শাহ। জাহাজ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান শান্তনু।এ বার ভোটের মুখে নাগরিকত্বের আইন কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বনগাঁ কেন্দ্রের ভোট শেষ হতেই দেখা যায় বেশ কয়েকজন মতুয়া নাগরিকত্বের শংসাপত্র পেয়েছেন। বনগাঁতে সিএএ-র পক্ষেই ভোট দিয়েছেন মতুয়ারা। ৭৩ হাজার ভোটে জয়ী হন শান্তনু ঠাকুর। মতুয়া ভোটের দিকে তাকিয়ে এ বারও যে শান্তনু ঠাকুরকে কেন্দ্রে মন্ত্রী করা হবে, এমন একটা ইঙ্গিত ছিলই। এ দিন শপথ গ্রহণের পর বনগাঁর ট্যাংরা এলাকায় বিজেপি কর্মীরা

আনন্দে মেতে ওঠেন। নিজেদের মধ্যে গেরুয়া আবির মেখে বিজয় উৎসবে সামিল হন তাঁরা। ঠাকুরনগর, গাইঘাটাতেও একই ছবি দেখা যায়। এ দিন সন্ধ্যায় বনগাঁর বাটার মোড়ে রাস্তার ধারে জায়ান্ট স্ক্রিন লাগানো হয়। তাতেই শান্তনু ঠাকুরের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান দেখেন বিজেপি কর্মীরা। শপথ নেওয়ার পর উৎসবে মেতে ওঠেন সকলে। বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া পথচলতি মানুষজনকে ও টোটো-অটো চালকদের লাড্ডু বিলি করেন। মতুয়ারা ডঙ্কা, কাসি বাজিয়ে আনন্দ মেতে ওঠেন। বাগদার হেলেঞ্চাতেও আতস বাজি ফাটিয়ে, মিষ্টি মুখ করিয়ে উৎসবে মেতেছিলেন বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি প্রভাবিত মতুয়া গোঁসাই বিপ্লব গোঁসাই বলেন, ‘ঠাকুর দ্বিতীয় বার কেন্দ্রের মন্ত্রী হওয়ায় আমরা খুব আনন্দ পেয়েছি। ঠাকুর মশাই আমাদের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য অনেক কিছু করেছেন। আগামী দিনে তাঁর হাত ধরে আরও অনেকেই নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পাবেন।’ মতুয়া পাগল সুস্মিত বিশ্বাস বলেন, ‘মতুয়াদের উন্নয়নে অসমাপ্ত কাজ এবার শান্তনু ঠাকুর নিশ্চিত ভাবেই শেষ করবেন।’ তৃণমূল প্রভাবিত মতুয়া কৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, ‘শান্তনু ঠাকুর গত পাঁচ বছর সাংসদ ছিলেন। কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন প্রায় তিন বছর। কিন্তু এই সময়কালে মতুয়াদের সদস্য পদের জন্য কার্ড করানো ছাড়া কিছুই করেননি। ফলে কেন্দ্রের মন্ত্রী হয়েও উপকার হয়নি মতুয়াদের।’ জগদীশ গোঁসাই নামে আর একজন বলেন, ‘এর আগেও তিনি কেন্দ্রের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। এবারও হয়েছেন। কিন্তু প্রতিমন্ত্রীর কোনও স্বাধীন দায়িত্ব নেই। তাই শান্তনু ঠাকুর কেন্দ্রের মন্ত্রী হলেও মতুয়াদের লাভ কিছু হবে না।’

বলাগড়ে গ্রাম জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ষাঁড়

দুরন্ত বার্তা, বলাগড়, ১০ জুন ঃ রাস্তায় বের হলেই আতঙ্ক। বার বার পিছন ফিরে দেখতে হচ্ছে। সে ধেয়ে আসছে না তো? এই ভয়েই এখন থরহরিকম্প অবস্থা হুগলির বলাগড়ের চরকৃষ্ণবাটি পঞ্চায়েতের বেনালিচর ও পদ্মডাঙা গ্রামে। গ্রাম জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ষাঁড়। সেই ভয়েই কার্যত ঘরবন্দি অবস্থা গ্রামের মহিলাদের। পুরুষরা যাও বা বের হচ্ছেন, হাতে রাখতে হচ্ছে লাঠি। সেখানেও আবার আরেক বিপদ। লাঠি উঁচিয়ে ধাওয়া করলেও আরও মেজাজ বাড়ছে ষাড়ের। এমনকী কোনও গৃহস্থের বাড়িতে গবাদি পশু দেখলে, তাদের দিকেও তেড়ে যাচ্ছে সে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, আগে এই এলাকায় দুটি লাল ষাঁড়ের দাপটে ফসলের বেশ ক্ষতি হয়েছে। তার উপর আবার সম্প্রতি গ্রামে এসেছে একটি কালো ষাঁড়। আর এই কালো ষাঁড়টিকে নিয়েই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে এলাকাবাসীদের। তার মেজাজ যেন সবসময় রাগী। স্থানীয় সূত্রে খবর, ষাঁড়ের শিংয়ের গুঁতোয় একজনের হাত কেটেছে। ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে আরও পাঁচ জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে গ্রামবাসীরা মিলিতভাবে স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে গণস্বাক্ষর করা দরখাস্ত জমা দিয়েছেন। তাঁদের আর্জি, ষাঁড়টিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। এই বিষয়ে বলাগড় ব্লক প্রাণী সম্পদ বিভাগের আধিকারিক বরুণ মৌলির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি জানান, ‘সব আমরা শুনেছি। হয়ত কেউ তাকে আগে আক্রমণ করেছে। তার শিং ধরে ভেঙে দিয়েছে। তাই সে মানুষকে ভয় পেয়ে নিজের আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ করছে। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে ধরে, আগে তার চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করতে হবে।’

এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু ঘিরে বিতর্ক খানাকুলে

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল, ১০ জুন ঃ ভোট মিটলেও অশান্ত আরামবাগের বিভিন্ন এলাকা। খানাকুল, গোঘাট-সহ একাধিক জায়গায় অশান্তির খবর আসছে। এরইমধ্যে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু ঘিরে দানা বাধল বিতর্ক। খানাকুলের রামচন্দ্রপুরের ঘটনা। নিহতের নাম মনোরঞ্জন দিগর (৪৫)। তৃণমূলের দাবি, বিজেপির লোকজনের মারে আহত হয়েছিলেন তিনি। তাতেই এই মৃত্যু। পাল্টা বিজেপির দাবি, হৃদরোগে আক্রান্ত হন মনোরঞ্জন। তৃণমূল এতে রাজনীতির রং লাগাচ্ছে। রবিবার রাতে রামচন্দ্রপুরে মারা যান মনোরঞ্জন দিগর। স্থানীয় তৃণমূল কর্মী নূরনবী মণ্ডল বলেন, লোকসভা ভোটের আগের রাতে রামচন্দ্রপুরে বিজেপির ৪০-৫০ জন হামলা করে। আমাদের ১০-১২ জন আহত হন তাতে। এরমধ্যে মনোরঞ্জনের আঘাত বেশি ছিল। ওকে খানাকুল থেকে আরামবাগ হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। ৫-৬ দিন আরামবাগ হাসপাতালে চিকিৎসার পর বাড়ি ফেরেন। তবে পরে নানা শারীরিক সমস্যা হচ্ছিল। রবিবার রাতে মাথার সেলাইয়ের জায়গায় ব্যথা হতে শুরু করে। মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে। মারা যান উনি। ইতিমধ্যেই খানাকুল থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তবে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের দাবি, গত ১৯ মে রাতে হামলা চালানো হয়েছল। বাইকে একদল যুবক বেরিয়ে তাঁদের পঞ্চায়েতের উপপ্রধানকে কোপায়। তৃণমূলেরও কয়েকজন জখম হন। সুশান্তের কথায়, মনোরঞ্জন দিগর রবিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এদিকে আমাদের কাছে খবর আছে যেদিন উনি হাসপাতালে ভর্তি হন, পরদিনই তাঁকে সার্টিফিকেট দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। উনি সুস্থ ছিলেন, কালও কাজ করে বাড়ি ফিরেছেন। ইঞ্জিন ভ্যানে পাথর, বালি নিয়ে গিয়েছেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হন বলে শুনেছি। তৃণমূল এটা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে।

শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রকাশ্যেই গোষ্ঠীকন্দল তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ জুন ঃ তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে ফের উত্তপ্ত হাওড়ার দাসনগর। শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রকাশ্যেই গোষ্ঠীকন্দল তৃণমূলের। হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের জয় নিয়ে এক বিজয় উসবে তৃণমূলের ব্লক সভাপতির ছেলে ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে মদ্যপ অবস্থায় মহিলাদের উত্যক্ত করার অভিযোগ উঠেছে। পাল্টা মার দেন মহিলারা। মহিলাদের মারে মাথা ফাটে শিবপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতির ছেলের। মহিলাদের অভিযোগ, রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় উসবে মদ্যপ অবস্থায় এলাকার মহিলাদের উত্ত্যক্ত করতে থাকে তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ছেলে সহ একাধিক তৃণমূল কর্মী। এরই প্রতিবাদ করায় তাদের উপর হামলা চলে। এরই পাল্টা হামলা চালায় মহিলারাও। এই ঘটনায় তৃণমূলের আরেক গোষ্ঠীর লোকজনেরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। শিবপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি মহেন্দ্র শর্মার ছেলে আহত হন। পাল্টা মারে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন মহিলাও। এদের মধ্যে একজন ভর্তি হাওড়া জেলা হাসপাতালে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দাসনগর থানার পুলিশ। এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা এক মহিলা বলেন, ওরা মদ্যপান করে এসে মেয়েদের উত্যক্ত করে। এমনকি তারা অশ্লীল আচরণও করে। এই আচরণের জন্য প্রতিবাদ করে মেয়েরা। ছেলেগুলো মেয়েদের কথা তো শোনেইনি উপরন্তু তারা গালিগালাজ পর্যন্ত করে। মেয়েদের প্রতি খারাপ আচরণের জন্য স্থানীয় কয়েকজন পুরুষ প্রতিবাদ করেন। সেই কারণে তাদের মারধর করা হয়। প্রায় ৩০ জনের মতো ছেলেরা এসেছিল। এমনকি মেয়েরা প্রতিবাদ করলে তাদেরও মারা হয়। সেই কারণে এলাকার মহিলারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ব্লক সভাপতির ছেলেকে ধরে মারেন। এদিকে, ব্লক সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা বলেন, গতকাল ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বিজয় মিছিল ছিল। সেই বিজয় মিছিল হওয়ার পরে বেহাড়াপাড়ায় এটা ফিস্টের আয়োজন হয়েছিল। ফিস্ট হয়ে যাবার পর সকলে বাড়ি চলে যায়। পুরো সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। শেষে কয়েকটি ছেলে বেহাড়াপাড়ার উপর দিয়ে যাবার সময় কয়েকজন তাদের কাছে ছুটে আসে। তাদের অভিযোগ ওই ছেলেরা নাকি বিজেপির ফ্ল্যাগ খুলছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় সেখানে প্রথমে বচসা তারপর মারামারি শুরু হয়ে যায়। এই পরিস্থিতি দিয়ে সেখানে চলে আসে প্রায় ৫০ জন। সেখানে এসে তারা মারে। এই ঘটনা সঞ্জয় নামে একজন তৃণমূল কর্মী হাসপাতালে ভর্তি আছে। এই পরিস্থিত পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। যারা এই কাজ করেছে তারা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী।

মেট্রো চত্বরে প্লাস্টিকের জিনিস ব্যবহার বন্ধ করা হবে

কলকাতা,১০ জুন ঃ একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক সামগ্রীর কারণে দূষণ বিশ্বে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে, ভারত এবং বিশ্বের অনেক দেশ এই ধরনের প্লাস্টিকের জিনিসের ব্যবহার বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ে একক-ব্যবহারের প্লাস্টিকের কারণে সৃষ্ট দূষণ কমানোর জন্য ব্যবস্থা নিতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মেট্রো ব্যবহারকারীদের মেট্রো প্রাঙ্গনে এই ধরনের আইটেম ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহার কমাতে এবং প্রত্যাখ্যান করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে এবং মেট্রো স্টেশনগুলির ভিতরে প্লাস্টিকের পদচিহ্ন কমাতে সস্তা পুনঃব্যবহারযোগ্য ব্যাগ ব্যবহার করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। - বর্তমানে স্টেশনগুলিতে বন্ধুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তি। কলকাতা মেট্রোর সমস্ত স্টেকহোল্ডারকে এটিকে আবর্জনামুক্ত করতে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। মেট্রোকে প্লাস্টিকমুক্ত করা সহজ হবে না এবং দায়িত্ব শুধু মেট্রো রেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যাত্রীদেরও দায়িত্ব। কিছু একক-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পণ্য হল প্লাস্টিকের কাঠি, প্লাস্টিকের লাঠি, বেলুন, প্লাস্টিকের পতাকা, ক্যান্ডি স্টিক, আইসক্রিম স্টিকস, সাজসজ্জার জন্য পলিস্টেরিন (থার্মোকল), প্লেট, কাপ, গ্লাস, কাঁটাচামচ, চামচের মতো কাটলারি। , ছুরি, খড়, ট্রে, মিষ্টির বাক্সের চারপাশে মোড়ানো বা প্যাকিং ফিল্ম, আমন্ত্রণপত্র, এবং সিগারেটের প্যাকেট, প্লাস্টিক বা পিভিসি ব্যানার, নাড়াচাড়া ইত্যাদি। মেট্রো ব্যবহারকারীরা মেট্রো প্রাঙ্গনে এই আইটেমগুলি ব্যবহার না করার জন্য যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে যে তাদের একটি অংশ নির্বিচারে মেট্রো চত্বরে এই জিনিসগুলি ব্যবহার করে এবং ফেলে দিয়ে আমাদের গর্ব কলকাতা মেট্রোকে নোংরা করছে। তারা এই ধরনের ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হতে নিরুসাহিত করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৯১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

নয়া সরকার গঠিততেই জঙ্গি হানা

ভারতের নয়া সরকার গঠিত হওয়ার সময়েই কাশ্মীরে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ওপরে জঙ্গি হামলা হল। তার নিয়ে বিরোধী দলের নেতারা একটি কথাও প্রকাশ করেনি এবং নিন্দাও করেনি। কাশ্মীরে বারবার তীর্থযাত্রীদের ওপরে হামলা হচ্ছে তা নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু মণিপুরে হিংসা নিয়ে বিরোধী দলের নেতারা সোচ্চার ছিলেন। তারা মণিপুরকে কেন্দ্র করে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা করে। জম্মুর রিয়াসিতে তীর্থযাত্রীদের বাসকে লক্ষ্য করে প্রবল গুলি বর্ষন করে জঙ্গিরা। ফল বাসটি খাদে পড়ে যায় এবং আট জন তীর্থযাত্রী নিহত হয়েছে। বিরোধী দলের নেতার মোদি সরকার হঠাৎও বলে চিৎকার করেছে। কাশ্মীর থেকে জঙ্গি হঠাৎও অভিযান করতে দেখা যায়নি বিরোধী দলের নেতাদের। এমনকী ফারুক আব্দুল্লা থেকে শুরু করে ওমর আব্দুল্লা এবং মুফতি মহম্মদ কাশ্মীরে জঙ্গি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। ভারতের প্রধামন্ত্রী মোদিকে পাকিস্তান অভিনন্দন জানায়নি। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি শাহবাজ পাক প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি অভিনন্দন জানান। আমেরিকার সিআইএ জানতে পেরেছে যে পাকিস্তানের কৌশল হচ্ছে হালকা ধরনের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অস্ত্র ইরান থেকে ক্রয় করা পণ্য যা দিয়ে ভারত সীমান্তে

সম্পাদকীয়

অতি সহজেপ্রবেশ করে উত্তপ্ত করতে পারে সেখানকার পরিবেশ। যদি পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদ মনে করছেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সঙ্গে যুদ্ধ না করে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে ব্যবসা বাণিজ্য এবং আর্থিক বৃদ্ধি করা দিকে মনোনিবেশ করা যেতে পারে। পাকিস্তানের অধিকাংশ মন্ত্রীরা সেই পথ ধরে এগোলেও পাক প্রশাসন বিশেষ করে সেনারা ভারতের সঙ্গে কোনও রকম দীর্ঘ স্থায়ী ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তোলার পক্ষপাতি নয়। তারা ভারতের সঙ্গে বৈরতা বজায় রেখে চলার পক্ষে। ভারতের সঙ্গে বৈরতা বজায় থাকলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান লাভ করা যায়। ভারত ভীতিকে কার্যকর করে ইতিমধ্যে পাকিস্তান গোপনে বহু অর্থ বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছে। ভারত কোনও সময়ে পাকিস্তানকে হুমকি দেখায়নি। আগ বাড়িয়ে পাকিস্তান ভারতকে হুমকি দেখিয়েছিল। তকন ভারত রুখে দাঁড়ায়। এদিকে পাকিস্তান বারবার তাদের অভ্যন্তরে যে হাঙ্গমা শুরু হয়েছিল তার দায় ভারতের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। এমনকী ইমরানকে ভারতের দালাল বলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তবে যে ইমরান ভারত বিরোধিতা করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন পরে দেখতে পাওয়া গেল সেই ইমরান খান ভারতের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন। তার ফলেই পাক সেনারা ইমরান বিরোধী হতে শুরু করে। এমনকী পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই, জঙ্গি নেতারা এবং পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ ইমরান বিরোধীতে পরিণত হয়েছিলেন। এদিকে ইরান পাকস্তান বাণিজ্য চুক্তর ত্বতরালে কী ধরনের চুক্তি হয়েছে তা প্রকাশ্যে বলা হয়নি। তবে মনে করা হচ্ছে গোপনে আস্ত্র চুক্তিকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইরান এমন সব মশলা পাঠাতে শুরু করবে তা দিয়ে প্যাাকিস্তান ক্ষেপনাস্ত্র তৈরি করবে এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করব। ইরানের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও গোপন অস্ত্র আমদানি রপ্তানির কথা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা দফতর? ইরান হঠাৎ করে পাকিস্তানের সঙ্গে কেন বাণিজ্যিক চুক্তি করলো কেনই বা ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি পাকিস্তান সফর করলেন তা তদন্ত করে দেখছে ভারত সরকারে বিদেশ দফতর।

ইরানের আবার উদারপন্থীরা ভেসে উঠবে কি

ইরানে শীর্ষ নেতা হিসাবে আয়াতুল্লা খামেনেইএর হাতে ক্ষমতার রাশ চলে যাওয়ার পরে, সেই দেশের সবচেয়ে উদারপন্থী নেতা হিসাবে হাসান রউহানি ২০১৩ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতেছিলেন এবং তিনি ইরানের জনগণকে যেআশা দেখিয়ে পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে মধ্যস্থতার চেষ্টা শুরু করেছিলেন এবং যার ফলশ্রুতিতে ২০১৫ সালে রউহানি এবং আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যে 'জয়েন্ট কমপ্রিহেনসিভ প্ল্যান অফ অ্যাকশন'এ স্বাক্ষর করেছিলেন, তা ২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেই বাতিল করে দেওয়ার পর থেকেই

সম্পাদকীয়

আবার ওয়াশিংটন এবং তেহরানের মধ্যে 'ঠান্ডা যুদ্ধ' লেগেই চলছে।

২০২১ সালে ইব্রাহিম রাইসি প্রেসিডেন্টে গদিতে বসার পর থেকে ইরান কার্যত কট্টরপন্থীদের নিয়ন্ত্রণেই চলে যায়। তাই ২০২২ সালে মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর হিজাববিরোধী আন্দোলন সারা ইরানকে কাঁপিয়ে দিলেও, গণতন্ত্রকামীরা মুক্তচিন্তার জন্য রাস্তায় নেমে আন্দোলন করলেও, তেহরানের কট্টরপন্থী শাসকরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ঢিলে হতে দেননি। বরং, গত এক বছরে প্যালেস্টাইন নিয়ে একেবারে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বিপ্রতীপ অবস্থানে থাকা ইরান সরাসরি ইজরায়েলের উপরে হামলা চালানোর ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছে। এমনকী, প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এবং তাঁর বিদেশমন্ত্রী হোসেন আমির আবদাল্লার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পরও তেহরানের রাজনীতিতে কোনও পরিবর্তন আসবে কি। আমেরিকায় যদি অতিদক্ষিণপন্থী রাজনীতির উত্থান ঘটে এবং ট্রাম্পের মতো কেউ আবার প্রেসিডেন্টের পদে বসেন, তাহলে তেহরানও কট্টরপন্থা দিয়েই তার মোকাবিলা করবে। আর যদি খোদ মার্কিন মুলুকে আবার বারাক ওবামার মতো উদার এবং 'শত্রুতা'র বেড়া ডিঙিয়ে বন্ধুত্বের সেতু তৈরি করতে আগ্রহী কেউ আসেন, তাহলে ইরানের আপাত-রক্ষণশীল সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় আবার উদারপন্থীরা ভেসে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। দেশ ও দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব জীবনের আর্থিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে হবে। ভক্তিবাদকে জাগরিত করতে হবে। নারীর উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে বিশ্বের উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার জগতের উন্নতি সাধন করতে হবে। রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভক্তি এবং মাতৃশক্তির দিয়ে দেশকে আপ্লুত করতে হবে। সমগ্র ভারতবাসীকে জাগিরত করতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। বিদ্যাং শক্তিদায়িনী। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে।

কলকাতার সিমলার নরেনের মুখে বিশ্ব শুনল শাশ্বত ভারতের চিরন্তন বৈদিক ধর্মের অমৃত বানী

সম্বুদ্ধ দত্ত

ইংরেজ স্বাশন তখন সারা ভারতে জাঁকিয়ে বসেছে। ব্রিটিশ তার শাসন মসৃন ভাবে চালাতে নেটিভ ভারতীয়দের বেশি করে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছে। একই সঙ্গে ইউরোপ থেকে দলে দলে খ্রিষ্টান মিশনারীরাও ভারতে এসে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার করে চলেছে। ইংরেজি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের অনেকেই খ্রিষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই খৃষ্টান ধর্মকে আপন করে নিচ্ছে। শিক্ষিত তরুন সমাজ শত বিভক্ত হিন্দু ধর্ম কে এক পশ্চাদপদ ধারনা ভাবছে। নিরাকার এবং এক ঈশ্বরবাদের যুক্তিকতা তারা নিজের বিশ্বাসের পথ বলে মেনে নিচ্ছে। এমন অবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম বাংলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বেশ যুক্তি গ্রাহ্য ও জনপ্রিয় হলেও সকলের কাছে কিন্তু আপন হয়ে উঠল না। কারন ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে স্বদেশীয়ানা থেকে ইংরেজি আদব কায়দা বেশি অনুকরনীয় ছিল। পরাধীন ভারতের স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ যুবকের দল তখন ভারত মাতার মুক্তির সাধনায় আত্ম বলিদান দিতেও দু'বার ভাবতে নারাজ। এই যুবকদের কাছে এমন(ব্রাহ্মধর্ম) ধর্ম মতে যে আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দিকভ্রান্ত বাংলা তথা ভারতীয় তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের তখন দিশাহারা অবস্থা। একদিকে দেশ মাতৃকার পরাধীনতার গ্লানি অন্যদিকে চিরাচরিত ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর দদুল্যমান অবস্থা। এমন এক সময় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। কলকাতার সিমলার নরেনের মুখে বিশ্ব শুনল শাশ্বত ভারতের চিরন্তন বৈদিক ধর্মের অমৃত বানী। এ বানী সকলের অন্তরের কথা। সমগ্র মানবজাতির মুক্তির কথা।কোন সমষ্টি বা নির্দিষ্ট শ্রেনীর কথা নয়। নরেনের কথায় সব জাত - পাত, উচু নিচু, ধনী দরিদ্র এমন কি ধর্মীয় সংকীর্নতার সব বেড়া ভেঙে খানখান হয়ে গেল। সনাতন ভারতের অমৃত বাণী ছড়িয়ে পড়ল গোটা পৃথিবী জুড়ে। বিবেকানন্দ মাথা উঁচু করে সমগ্র বিশ্বকে শুনালেন ভারতের মাটির ঔদ্যার্য ও সহনশীলতার কথা। খ্রিষ্ঠান থেকে ইহুদী, ইহুদী থেকে যরাথুষ্টের অনুগামীরা যখনই অন্য কোন ধর্ম দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে জন্মভূমি থেকে উৎখাত হয়েছে তখনই ভারতবর্ষ তাঁদেরকে বুকে টেনে আশ্রয় দিয়ে আপন করে নিয়েছে। বিবেকানন্দ বুঝিয়ে দিলেন ভারতের মূল সম্পদ তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি। এই শক্তির দ্বারাই সে সমগ্র মানব জাতির মুক্তির পথ দেখাবে। বিবেকানন্দের হাত ধরে অন্ধকার মুছে উদয় হল মানব জাতির মুক্তিসূর্য। বিবেকানন্দ বিশ্বপৃথীর সব জীব অমৃতের পুত্র। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে অমৃতের আধার। শুধু নিজেকে প্রকাশ কর। এগিয়ে চলা, আলোর দিকে উদ্ভাসিত হওয়া। এমন কথা আগে ইউরোপ কোন দিন শোনেনি। খৃষ্টের পাপ মোচনের বানীতে সংকুচিত মানব জাতিকে বিবেকানন্দ বুজিয়ে দিলেন মানুষের অন্তর আত্মার অসীম ক্ষমতার কথা। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান। জড়তা মৃত্যুর নামান্তর। বিকাশের নাম জীবন। আধ্যাতিক জড়তায় আচ্ছন্ন সারা ইউরোপে বিবেকানন্দের মুখে ভারতের সনাতন বৈদিক রূপের দিব্য শক্তি প্রকাশ পেল। তখন বিবেকানন্দকে নিয়ে উন্মাদনের শেষ নেই। গোটা বিশ্ব তাঁর কথা শুনতে চায়। কারন এই

সন্যাসী যে সবার থেকে আলাদা কথা বলে। সব ধর্মের পন্ডিতরা যখন তাঁদের নিজের ধর্মের মাহাত্যের কথা বলছে। তাঁদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের জাহির করেতে ব্যস্ত। ভারতের এই যুবক সন্যাসী তখন সারা পৃথীবীকে ধর্মীর তত্ব কথা না শুনিয়ে শুনালেন, জাতি ধর্ম বর্ন এমনকি দেশের গন্ডি অতিক্রম করে শুধু মানব কল্যানের কথা। মানব জাতির মুক্তির কথা। বিশ্ব ভাতৃত্বের কথা। ভারতের বৈদিকধর্মের মধ্যমে বিবেকানন্দ পৌঁছে দিলেন এক সর্বজনীন বার্তা। যার শেষ কথা শিব জ্ঞানে জীব সেবা। তিনি সারা বিশ্বকে জানালেন সেবাই হল জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের পরম কথাটি আরও বিশদভাবে বললেন, এ সেবা হোক অন্তরালে, নির্জনে ও নিভৃতে। সেবা এমনই হবে যেখানে কোন স্বার্থ থাকবে না। কোন দয়ার দম্ভ থাকবে না। প্রকাশ পাবে না দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে অহংকারে সুপ্ত অভিব্যক্তি। কোন মানুষ যদি মনে করে সেবার মাধ্যমে সে পূর্ণ অর্জন করছে তবে তা হবে পাপের সমান। সেবার এমন ব্যখ্যা খ্রিষ্টিয় ইউরোপীয় সমাজকে একেবারে নাড়িয়ে দিল। সেবার এমন নিগুঢ় অর্থ শুনে ইউরোপ উদ্ভাসিত হল ভারতের মানব ধর্মের আলোক রশ্মিতে। ইউরোপের ভোগবাদে ক্লান্ত, অবসন্ন ও দিশাহারা মানুষ একটু মানসিক শান্তির আশায় তখন সবাই স্বামীজির বানীর মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেল। স্বামীজির কথা শুনতে মানুষের আগ্রহের অন্তত রইলনা। এমনও দেখা গেছে কোন কোন সভায় স্বামীজির বক্তৃতা শেষ হলেই সভাগৃহ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী বক্তাদের কথা শুনতে কেউ অপেক্ষা করছেনা। এমন অবস্থা শ্রতাদের সভাগৃহে ধরে রাখার জন্য সভার আযজেকরা স্বামীজিকে বক্তৃতা জন্য একেবারে সবার শেষে রাখতেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে স্বামীজির বানী ইউরোপের মানুষদের মধ্য কি প্রভাব পড়েছিল। এক কথায় ইউরোপ উদ্ভাসিত হল যুবক বিবেকানন্দের অভযবাণীতে।

যে যুবককে এ দেশের কোন পন্ডিতরা কায়েতের ব্যাটা বলে সন্যাসী হিসাবে স্বীকার করেনি। সেই যুবক যখন বিশ্বজয় করে ভারতে ফিরে এল তখন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে যুব সমাজ যেন নিজেদের হারিয়ে যাওয়া সত্বাকে খুঁজে পেল। পূনরায় আবিস্কার করতে পাড়ল তাঁর আপন বৈদিক সনাতন ধর্মকে। বিবেকানন্দ সাকার নিরাকার, দ্বৈত অদ্বৈত, পৌত্তলিক- অপৌত্তলিক সব কে এক করে দিলেন। এই ধর্মীয় ভাবনাই তো শিক্ষিত যুব সমাজের কাছে কাঙ্খিত ছিল। বিবেকানন্দ সাকার নিরাকার দুই উপাসনার ধারাকে ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের যুক্তি দ্বারা সব সংশয় অবসান ঘটালেন। সাকার ও নিরাকার উভয়ই যুক্তি মান্যতা পেল। ভারতের অমূল্য রত্ন ভান্ডার বেদ, উপনিষদ কে জঙ্গল ও গুহা থেকে বিবেকানন্দ এক টানে বাইরে নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিলেন সাধারণের মধ্যে। স্বামীজি শত বিভক্ত হিন্দু মতবলম্বীদের এক সুতোয় বাঁধলেন। পরস্পর বিরধী মতকে মান্যতা দিলেন। ফলে স্বামীজির মাধ্যমে হিন্দু ধর্ম নতুন রূপে প্রকাশ পেল। এ জন্য রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্পর্কে একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন, আধুনিক কালে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে সব থেকে যে মহৎ বানী প্রচার করে ছিলেন তা হল, তিনি সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোমাদের সবার মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা পেতে চান' এই শব্দ গুলি সেদিন দেশের আপামর যুবকদের এক নতুন আলোর দিশায় সঞ্চারিত করেছিল। যুব সম্প্রদায়ের উপর স্বামীজির প্রভাব ও উন্মাদনা যে কি প্রকার ছিল তা বুঝতে গেলে ১৮৯৭ সালের একটি ঘটনার উল্লেখের প্রয়জন। ঐ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজির ট্রেনে মাদ্রাজ যাত্রাকালে দেখা গেল যাত্রা পথের প্রতিটি স্টেশনে জনতার বিপুল ভীর। মাদ্রাজের আগে একটি স্টেশন ট্রেন থামবে না জানতে পেরে স্বামিজীকে দেখতে চাওয়া উৎসুক জনতা স্টেশন মাষ্টারকে অনুরোধ করলেন অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য ট্রেনটিকে যেন সেখানে দাঁড় করান হয়। স্বামীজিকে তাঁরা একটি বারের জন্য নিজ চোখে দেখতে চায়। কিন্তু স্টেশন মাষ্টারের কাছ থেকে জানা গেল তার পক্ষ এ কাজ করা সম্ভব নয়। এমন সময় সুরজ রাও নামে সেনাবাহিনীর সদস্য এক যুবক জানালেন, সেনারা কোন দিন মরতে ভয় পায় না। সুরজ রাও উপস্থিত সব জনতাকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, চলুন আমরা সবাই রেল লাইনের উপর শুয়ে পড়ি। আমাদের বুকের উপর দিয়ে স্বামীজিকে নিয়ে ট্রেন চলে যাক। সুরজ রাওয়ের কথা শেষ হতে না হতেই উপস্থিত জনতা সব লাইনের উপর শুয়ে পড়ল। সমবেত জনতার দাবির কাছে রেল কতৃপক্ষকে অবশেষে সেদিন নত হতে বাধ্য করেছিল।

ভোজন রসিক রবীন্দ্রনাথের জামাই ষষ্ঠী

কৌশিক দাস

ভোজন রসিক রবীন্দ্রনাথ। নিয়মিত তাঁর খাবারের তালিকায় থাকতো স্বাস্থ্যকর সুস্বাদু খাবার। তার উপর জামাইষষ্ঠী বলে কথা। গিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়িতে সেই অনুষ্ঠানে। ১৯০৩ সালের এক গরমের দুপুর। অবিভক্ত বাংলাদেশ। শাশুড়ি দাক্ষায়ণী দেবী।

জামাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিন্দু আচার মেনে, তালপাতার পাখার হাওয়া, বটবৃক্ষের পাতা সহ নানান উপাচারে জামাই বরণ করলেন জামাইষষ্ঠীর অনুষ্ঠানে শাশুড়ি মাতা। এমন জামাইয়ের জন্য রাজকীয় ভোজনের আয়োজন হয়েছিল। সকাল , দুপুর, বিকেল এবং রাত এই চারবেলাই চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়-এর আয়োজন - তবে তার মধ্যেও দুপুর বেলার খাবারটাই তো আসল খাওয়া, সেই খাওয়া খেতে বসেছে জামাতা বাবাজীবন। তত্ত্বাবধানে স্বয়ং শ্বশ্রুমাতা। রবীন্দ্র জীবনীকারদের লেখা থেকে জানা যায় জামাইষষ্ঠীতে চার রকমের নদীর মাছ রান্না করে খাওয়ানো হয়েছিল বিশ্ববন্দিত জামাইকে। সেই সঙ্গে ছিল কুল , আম তেঁতুলের আচার। শ্বশুরবাড়ির আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শাশুড়ি জামাইয়ের মধ্যে উপহার বিনিময়ের প্রথা ছিল তখনও। এর অন্যথা হয়নি রবীন্দ্রনাথের জামাইষষ্ঠীতে। ভাতটা ভেঙে ডাল ঢালবার আগে শাশুড়ি মৃদু আপত্তি করে উঠলেন আগে তেতো দিয়ে খাও। তেতো? কোথায় তেতো? জামাই বাবাজীবন অবাক। প্রথম বাটিটা শাশুড়ি আঙুল দেখিয়ে দিকনির্দেশ করলেন। ওহো, আমি বুঝতে পারিনি। একটু মেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন উচ্ছে আছে বুঝতে পারছি, তেতো ভাবটাও আছে কিন্তু বেশ অন্যরকম হয়েছে তো। আর একটা তেতোও আছে। ঘি করলা। ঘি করলা? ওই যাকে তোমরা কলকাতার লোক কাকঁরোল বলো। তিক্ত পর্ব শেষ হলে জামাই খেলেন নারকেল দিয়ে সোনামুগের ডাল আর ভাত, সঙ্গে কয়েকপদ ভাজা।

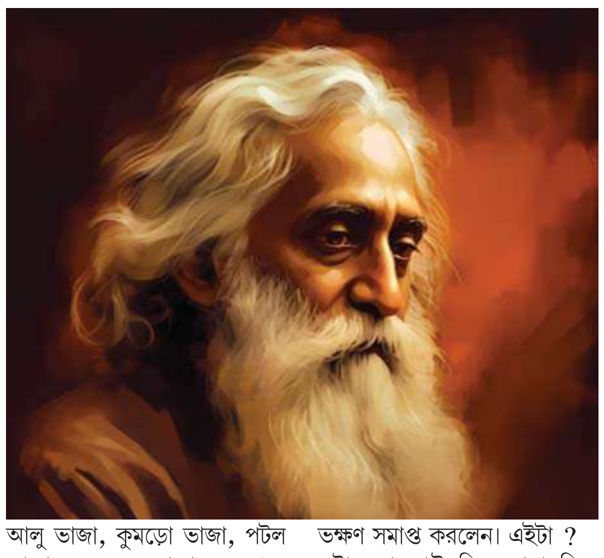

আলু ভাজা, কুমড়ো ভাজা, পটল ভাজা, বেগুন ভাজা। এরপরে তরকারির পালা। এটা তো মোচা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, মোচাই তো? তুমি খাবে না? কেন খাব না, আমি তো এখন নিরামিষ খেতেই ভালোবাসি। বড় তৃপ্তির সঙ্গে জামাতা মোচা ভক্ষণ সমাপ্ত করলেন। এইটা ? ওটা তো লাউ দিয়ে ছানা দিয়ে একটা নতুন রকমের তরকারি। তাই নাকি? সাগ্রহে জামাতা বাবাজীবন সামান্য ভাত দিয়ে মেখে খেয়ে মুগ্ধ হয়ে বললেন বাহ্, এটাও ভারী সুন্দর হয়েছে, বড় তৃপ্তি পেলাম। দীর্ঘ দেহের অধিকারী জামাতা বাবাজীবন কিন্ত পরিমাণে খুবই স্বল্পাহারী। ভাতের পরিমাণ দেখলে কোন ছোট পাখির আহার বললেই ভুল হবে,কিন্তু বেশ কয়েক রকম পদ রান্না না হলে তার মন ভরে না। আজ তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে অনেকদিন পরে ভারী তৃপ্তি করে খাবার খাচ্ছে! আচ্ছা, এটা? এটাতো চৈ দিয়ে কৈ মাছ। মাছ ? কিন্তু আমি তো, আমি তো এখন একদম আমিষ খাই না। খাবে না? শাশুড়ি মায়ের মুখ কালো হয়ে গেল। আমি কত কষ্ট করে বানালাম চৈ দিয়ে কৈ মাছ, আর তুমি খাবে না? ওই জিনিসটা তো তোমাদের শহরে পাওয়া যায় না। আচ্ছা, থাক তাহলে আমি সরিয়ে নিচ্ছি। জামাতা একটু চুপ করে রইলেন, মাথানিচু করে কী যেন ভাবলেন তারপর বললেন থাক। সরানোর দরকার নেই, আমি খেয়ে নিচ্ছি। খেতে খেতে অস্ফুটে বললেন হ্যাঁ ,এই রান্নাটা আমি আগে ওর কাছে খেয়েছি। ঠিক এমনটিই। কমলালেবুর পায়েস় ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্যতম পিয় খাবার। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে কান পাতলেই শোনা যায, জোড়াসাঁকোর বাড়ির তৎকালীন জনপ্রিয় সুস্বাদু খাবারের কথা। জামাইষষ্ঠীতে রবীন্দ্রনাথের খাবারের তালিকায় থাকতো স্বাস্থ্যকর কিছু খাবারও। সেবার জামাইষষ্ঠীতে কমলা লেবুর পায়েস খেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল জামাতার ভৃত্য উমাচরণ। সে বড়ই অবাক হয়ে গেলো। মনে মনে ভাবলো দ্যাখো দেখি বাবামশাই এর কান্ডখানা। মা ঠাকরুণ চলে যাওয়ার পরে আমরা এত সাধ্যিসাধনা করেও ওনাকে একফোঁটা আমিষ খাওয়াতে পারতাম না, আর আজকে যেই শাশুড়ি বলেছে অমনি মাছটা খেয়ে নিলেন!

ভারতের সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে চিন

ভারতের সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে চিন। কিন্তু চিন ভারতের চারদিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে যাতে ভারত বেশি নাড়াচাড়া না করতে পারে। এখনও বহু ভারতীয় পণ্যের বাজার বেশ শক্তিশালী। আবার ভারতের গাফিলতিতে চিন যেমন বেশ কিছু পণ্যের বাজার তৈরি করে ফেলেছে। যেমন চা শিল্প। ভারত এতকাল ধরে বিশ্বের একচেটিয়া চা শিল্পকে ধরে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু সেখানে চিন এসে উপস্থিত হওয়ার ফলে বাজার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। আজকে ভারতের চা বাগানগুলি শুকিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আর্ন্তজাতিক বাজারে ভারতের চা'য়ের চাহিদা আগের মতো আর নেই। তার ফলে চা শিল্পে ভারত ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করেছে। চিন ক্রমশ সেখানে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভারতের চা শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে ইউরোপ। এখনও ইউরোপ আমেরিকা ভারতের চা'কে পচ্ছন্দ করে। তার একটি মাত্র কারণ ভারতীয় চায়ের যে স্বাদ রয়েছে তা কিন্তু অন্য কোনও দেশে নেই। যেসব দেশ ভারতীয় চা ব্যবহার করেছে তারা অন্য কোনও দেশের চা'কে গ্রহণ করতে চায় না। তার ফলে ভারতের চায়ের বাজার আগেকার মতো তেজি নয়। কিন্তু চিন চা থেকে শুরু করে শিল্পে ব্যাপক উৎপাদন করতে শুরু করে দিয়েছে। তার গুণগত মান হয়তো নেই। কিন্তু সাময়িক ব্যবহার যোগ্য বলা যেতে পারে। তার ফলে সাময়িক সমস্যার সমাধান করে দেশকে এগিয়ে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে এই সব দেশগুলি। তার মধ্যে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানও রয়েছে। আফগানিস্তান তালিবান সরকারকে চিন সমর্থন গোড়া থেকেই করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আফগানে

যে তেল রয়েছে তাকে গ্রহণ করা। তাই এই প্রথম দেশ চিন আফগানদের সঙ্গে কোটি ডলারের চুক্তি করলো। রাজনীতিতে চিন সব দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। তার উজ্জ্বল উদাহরণ হলো শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে চিন তো আগেইপ্রবেশ করে রয়েছে। চিন সেটা একেবারে প্রকাশ করে না। সবাই আমেরিকার দিকে তাক করে তোপ দাগতে শুরু করে। আসলে চিন পাকিস্তানের রাজনীতি উত্থান পতনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে সেটা ক্রমশ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। সেই কারণেএই মুহূর্তে ভারতের মাটিতে আন্তর্জাতিক সমাবেসের খুবই প্রয়োজন। জি-২০ সম্মেলনে এই সব জটিল সমস্যা নিয়ে যেমন আলোচনা হবে এবং পাশাপাশি সমস্যার সমাধান করার দিকেও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পরিবেশ থেকে শুরু করে অর্থনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং আগামি দিনে জি-২০ ভুক্ত দেশগুলি কোনও বিষয়কে বেশি প্রাধান্য দিয়ে স্বার্থক করে তুলবে বিশ্ব পরিবেশ একটি ভয়ানক অস্ত্র হিসাবে দেখা দিতে থাকবে বলে অক্সফোর্ড ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে। তারা বলেছে আগামি দিনে পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিতে থাকবে। সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তার ফলে বিশ্বের অধিকাংশ স্থলভাগ জলের তলায় তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আগামী দিনে মানুষ গভীর সঙ্কটের মুখে পড়বে। করোনা সংক্রমণ দিয়ে তার শুরু হল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করতে শুরু করে দিয়েছে। করোনা সংক্রমণকে সবাই বলতে শুরু করে দিয়েছে মানব সৃষ্টি। মানুষই করোনা ভাইরাস সৃষ্টি করে বাতাসকে বিষাক্ত করেছে। অজানা ভাইরাস এর থেকে আগামি দিনে উৎপত্তি হতে পারে না তার কোনও গ্যারাণ্টি নেই। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে দিয়েছে একই পরিবেশকে পবিচ্ছন্ন রাখার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকে কার্যকর করতে হবে। তবেই সাফল্য আসবে। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র নেতারা সে ব্যাপারে চিন্তা কছে না। তারা যুদ্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করার পাশাপাশি আর্থিক যুদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক যুদ্ধ। রাজনৈতিক যুদ্ধ এমন একটি স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তাতে মানব সভ্যতা একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। তারপ্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে ইউক্রেন। এদিকে উত্তর কোরিয়ার কিম যেভাবে ব্লাস্টিক ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে একেবারে সারা বিশ্ব থরহরি কম্প। সেই কারণে চিনকে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট বলেছিলেন যে উত্তর কোরিয়াকে সংযত হতে। তাতে চিন কোনও সাড়া দেয়নি। তার ফলে আমেরিকা আবার দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সামরিক মহড়া করতে শুরু করেছে। সঙ্গে রয়েছে পরমানু অস্ত্র মহড়াও। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হতে শুরু করেছে বিশ্ব মঞ্চ। এর হাত থেকে রেহাই পেতেই জি-২০ সম্মেলন ভারতে। শান্তির দেশে। চিনের এ বাড়বাড়ান্ত কম করতে ভারত চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে এর মাধে রয়েছে আর্ন্তজাতিক রাজনীতি।

প্যালেস্টাইনপন্থীর গর্জনে কাঁপল হোয়াইট হাউস

আট মাস ধরে গাজায় যুদ্ধ চলছে। বেশ কয়েকবার ইজরায়েলের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। সেই অবস্থানের তীব্র প্রতিবাদ করে হোয়াইট হাউসের সামনে 'বিক্ষোভ' দেখালেন অন্তত ৩০ হাজার প্রতিবাদী। শনিবার মার্কিন প্রশাসনের প্রধান ভবনের সামনে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের মতে, রাফায় ইজরায়েলি সেনা অভিযান চালাবে জেনেও বাধা দেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাছাড়াও 'গণহত্যাকারী' ইজরায়েলের বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়াও হয়নি। সেই জন্য আমেরিকার বিরুদ্ধেই শুরু হয়েছে প্রতিবাদ। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, গাজার অবরোধ প্রত্যাহার, প্যালেস্তিনীয় বন্দিদের মুক্তি, প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতাসহ একাধিক দাবি নিয়ে হোয়াইট হাউসের সামনে ভিড় জমান বিরাট জনতা। গাজার আমজনতার যন্ত্রণার প্রতীক হিসাবে লাল পোশাক পরেছিলেন সকলে।

বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল দু মাইল লম্বা লাল রঙের ব্যানার। গাজায় হামাসইজরায়েল যুদ্ধে হত ৪০ হাজার মানুষের নাম লেখা ছিল সেখানে। স্মোক বম্ব জ্বালিয়ে হোয়াইট হাউসের দিকে ছুড়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। প্রেসিডেন্টের বাসভবনের বাইরে থাকা অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের মূর্তিও বিকৃত করা হয়। সপ্তম মার্কিন প্রেসিডেন্টের মূর্তিতে লেখা হয় 'ফ্রি গাজা', 'বয়কট ইজরায়েলি প্রোডাক্টস'এর মতো স্লোগান। প্যালেস্টাইনের পতাকাও ছিল অধিকাংশ প্রতিবাদীর হাতে হাতে। তবে বিশাল বিক্ষোভ শুরু হলেও হোয়াইট হাউসের কড়া নিরাপত্তা ভেদ করে ভিতরে যেতে পারেননি প্রতিবাদীরা। যেহেতু আগে থেকেই বড়সড় জমায়েত হবে বলে খবর ছিল, তাই আঁটসাট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানে। নিরাপত্তার বাড়তি একটি বলয় রাখা হয় হোয়াইট হাউসের বাইরেও। ব্যাপক প্রতিবাদের বিষয়ে অবশ্য মার্কিন প্রশাসনের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

উল্লেখ্য, ইজরায়েল ও ইজরায়েলি সেনাকে কালো তালিকাভুক্ত করতে চলেছে রাষ্ট্রসংঘ। যুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থতার অভিযোগের কারণেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতারেস ১৮ জুনের আগে 'শিশু ও সেনা সংঘর্ষ' সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করবেন না। কিন্তু তার আগেই এই বিষয়টি জানতে পেরে রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলের প্রতিনিধি গিলাদ এর্দেন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এর্দেন জানাচ্ছেন, এই লজ্জাজনক সিদ্ধান্তে আমি সম্পূর্ণ হতবাক ও বিরক্ত। এমনকী, তিনি ব্যক্তিগত আক্রমণও করেছেন গুতারেসকে। বলছেন, একমাত্র একটাই লোক আজ কালো তালিকায়। সেটা হলেন গুতারেস নিজে। অন্যদিকে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছিলেন, 'আইডিএফ বিশ্বের সবচেয়ে নৈতিক সেনাবাহিনী। এবং রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের কোনও 'চ্যাপ্টা পৃথিবী' ধাঁচের সিদ্ধান্তে সেটা পরিবর্তিত হবে না।' পাশাপাশি তাঁর তোপ, হামাসের 'অবাস্তব' দাবির উপর ভিত্তি করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

রায়গঞ্জে আবার সক্রিয় কিডনি পাচারচক্র! চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১০ জুন ঃ রায়গঞ্জে ফের সক্রিয় কিডনি পাচারচক্র! আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে অর্থের লোভ দেখিয়ে এক গৃহবধূর কিডনি পাচারের অভিযোগে চাঞ্চল্য। কলকাতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে এসে কিডনি কেটে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রায়গঞ্জ ব্লকের বিন্দোলের সেই কিডনি বেচা গ্রাম জালিপাড়াতে আবারও দালাল চক্র সক্রিয় বলে অভিযোগ। বিন্দোলে ফের সক্রিয় কিডনি পাচারের চক্র! এবার ঋণের দায়ে জর্জরিত এক মহিলাকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে কিডনি বিক্রি করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে চাঞ্চল্য। অভিযোগ রায়গঞ্জের বিন্দোল গ্রামপঞ্চায়েতের জালিপাড়ার এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে। প্রতিশ্রুতি মত কিডনি বিক্রি করলেও টাকা মেলেনি, বরং টাকা চাইতে গেলে জুটেছে শুধুই বেধড়ক মার, আর প্রাণনাশের হুমকি বলে অভিযোগ। একপ্রকার বাধ্য হয়েই নিজের প্রাণ বাঁচাতে এদিক ওদিক ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রতারিত পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী ওই মহিলা। অভিযোগ অস্বীকার অভিযুক্তের পরিবারের। তদন্ত করে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপের আশ্বাস স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের। উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ ব্লকের চৈনগর এলাকার বাসিন্দা মাইজলি বর্মনের অভিযোগ, দুই মেয়ের বিয়ের পর চারিদিকে ধার দেনায় জর্জরিত হয়ে যান পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক কার্তিক বর্মন ও তার স্ত্রী মাইজলি বর্মন। এই সুযোগে কিডনি পাচারকারীরা তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের ঋণধার পরিশোধ করার উপায় হিসেবে মাইজলি কিডনি দিলে তার বদলে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে জানায়। সেইমত মাইজলি বর্মন তার কিডনি দেওয়ার জন্য আগ্রহী হন। চার মাস আগে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে মাইজলি বর্মনের বাঁদিকে কিডনিটি দেন। তারপরে অভিযুক্ত রবি জালি তাকে প্রথমে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার পর দেড় লক্ষ টাকা চলতি মাসের ১ তারিখে দেবেন বলে জানিয়ে দেন মাইজলি বর্মনকে। রবি জালি কথা মতো মাইজলি চলতি মাসের ৪ তারিখে তার বাড়িতে গিয়ে টাকা চাওয়া মাত্রই মাইজলি বর্মনকে বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি মাইজলি বর্মনের ইঁট দিয়েছে মাথা ফাঁটিয়ে দেয় রবি জালি বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় মাইজুলি বর্মন রায়গঞ্জ গর্ভমেন্ট ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। জুন মাসের ৬ তারিখে মাইজুলি বর্মন সুস্থ হয়ে ভাটোল ফাঁড়িতে মারধর করার বিষয়টি নিয়ে রবি জালি ও তার মা প্রমিলা জালির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তবে এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়িতে কিডনি বিক্রির লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। এদিকে রায়গঞ্জ ব্লকের বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েত ও আশেপাশের এলাকার বাসিন্দাদের বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে কিডনি নেওয়া চক্র আবারও সক্রিয় হয়েছে বলে অভিযোগ। একটা সময় রায়গঞ্জ ব্লকের বিন্দোল গ্রামপঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা কিডনি পাচার চক্রের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত এই চক্র ব্যাপক আকার ধারণ করে। তা নিয়ে গোটা রাজ্য তথা দেশে শোরগোল পড়ে যায়। এই কিডনি পাচার চক্রের মূল দুই পান্ডা রেজ্জাক ও কুদ্দুসকে গ্রেফতার করে পুলিস। তারপর ধীরে ধীরে এই পাচার চক্রের সক্রিয়তা কমতে থাকে। তবে ফের এই কিডনি বিক্রির অভিযোগ সামনে আসায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দীর্ঘদিন কিডনি পাচার চক্র বন্ধের দাবিতে আন্দোলন করে আসা সমাজকর্মী অশোক কুমার রায় বলেন, এই চক্র গত কয়েক বছর ধরে বন্ধ ছিল। যদি আবার এই চক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে, তবে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে। দরকার পড়লে আমরা পুনরায় আন্দোলনে নামব। অন্যদিকে রবি জালির বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে দাবি করেছেন রবি জালির ভাই তথা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছবি জালি। তার পাল্টা দাবি, ওই মহিলা তার দাদার কাছে টাকা পেতেন, যা নিয়ে কিছুদিন আগে ঝামেলাও হয়। তবে কিডনি বিক্রির সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগ বলে তার দাবি। তাঁর দাদা ও পরিবারকে বদনাম করার চেষ্টা করছে ওই মহিলা বলে তাঁর দাবি। এলাকায় কিডনি পাচার চক্রের পান্ডাদের সক্রিয় হওয়ায় খবর পেয়েই হতবাক বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিন্নাতুল খাতুন। তিনি বলেন, আমি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। প্রশাসনকেও এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলব। এই মহিলা যদি ঘরছাড়া হয়ে থাকে, তবে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে আমি পদক্ষেপ নেব। তবে প্রশ্ন উঠছে, রায়গঞ্জ কি আবারও কিডনি পাচারের হটস্পট হয়ে উঠল? আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া গ্রামের সাধারণ মানুষকি আবারও একে একে এই ফাঁদে পা বাড়াচ্ছেন? রায়গঞ্জ আলাদা পুলিশ জেলা হওয়ার পরেও কেন অভিযোগ পেয়েও নির্বিকার পুলিস? আর্থিক অনটনে নিজের কিডনি বিক্রির পরেও প্রতারিত গৃহবধূ কেন ঘরছাড়া থাকবেন? কবে ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের ? প্রশ্ন অনেক কিন্তু যার উত্তর এখনও অধরা।

নদীর জলে সদ্যজাত শিশুর দেহ, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জুন ঃ সোমবার জোড়াপানী নদীতে সদ্যজাত কন্যা সন্তানের দেহ ভাসতে দেখে চাঞ্চল্য ছরায় এনজেপি থানা সংলগ্ন শান্তিপাড়া এলাকায়। এদিন সকালে প্রথমে স্থানীয়দের নজরে আসে ওই শিশুটির দেহ। তার পরেই উৎসুক মানুষ ভীড় জমাতে থাকে। এরপরই খবর দেওয়া হয় এনজেপি থানায়। পরবর্তিতে পুলিশ এসে দেখটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠিয়ে দেয়। জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া শিশুটি একটি কন্যা সন্তান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বীরভূমের এক গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হতে চলেছে বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১০ জুন ঃ এবার সিউড়ির এক পঞ্চায়েত হাতছাড়া বিজেপির। উপপ্রধান ও এক সদস্য গেরুয়া শিবির ছেড়ে যোগ দিলেন তৃণমূলে। ফলে সিউড়ির ১ নম্বর ব্লকের কড়িধ্যা পঞ্চায়েত দখলে পেল শাসকদল। পঞ্চায়েতের উপপ্রধান- সহ দুই সদস্য তৃণমূলে যোগ দেন । সোমবার সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন । কড়িধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঞ্জীব বাগদি ও পঞ্চায়েত সদস্য বরুণ অঙ্কুর তৃণমূলে যোগ দিয়ে বলেন, বিজেপিতে থেকে কাজ করতে পারছিলাম না । মানুষের জন্য উন্নয়ন করতে তৃণমূলে যোগ দিলাম । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যজুড়ে উন্নয়ন করছেন, তাতেই শামিল হতে চাই । মানুষের জন্য কিছু করতে চাই । গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় তিহাড়ে বন্দি বীরভূমের এক সময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল । তাঁকে ছাড়াই যখন ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়, তাতে দেখা গিয়েছিল বীরভূম জেলায় বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছিল বিজেপি । তার মধ্যে অন্যতম ছিল সিউড়ি ১ নম্বর ব্লকের কড়িধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত । পঞ্চায়েতের নির্বাচনে এই পঞ্চায়েতে আটটি আসন পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস । ৯টি আসন পেয়ে পঞ্চায়েত দখল নেয় বিজেপি । এই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির উপপ্রধান সঞ্জীব বাগদি ও সদস্য বরুণ অঙ্কুর তৃণমূলে যোগ দেন । অর্থাৎ, এই মুহূর্তে ওই পঞ্চায়েতে তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা ১০ জন । তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, দ্রুত সিউড়ি এক নম্বর ব্লকের বিডিও-র কাছে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে । অর্থাৎ, কাধ্যিা গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হতে চলেছে বিজেপির ।

পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জুন ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা এড়াতে ও শান্তি বজায় রাখতে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ শহর জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি শহরের থানা মোড়, ডিবিসি রোড, কদমতলা, বেগুনটারী, দিশারী মোড় সংলগ্ন এলাকা সহ পুরসভার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের সাথে যৌথভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি। ভোট পরবর্তীতে যে কোন অশান্তি এড়াতে শান্তির লক্ষ্যে এই রুটমার্চ বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

নোটিশ

যে আমার মক্কেল নন্দন মিশ্রের ছেলে সুরেশ মিশ্রের ছেলে ই-১৭, জয়শ্রী পার্ক ২০০৩ সালের জন্য দলিল নং ৮৬৫ হারিয়েছে এবং ০৬-০৬ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ৪৪৩-এর মাধ্যমে বেহালা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছে। ২০২৪। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই সমর্থক ডকুমেন্টারি সাক্ষ্য সহ অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং ৯০০৭৮২৪৯৫৭

বর্ষার আগেই গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ১০ জুন ঃ বর্ষার আগেই গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ শুরু। সোমবার সকাল নাগাদ ভাঙ্গন দপ্তরের মহকুমা আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সামসেরগঞ্জের লোহরপুর মাদ্রাসা ঘাটে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হয়।

সিকদারপুর, চাচন্ড, লোহরপুর এলাকার প্রায় ১ হাজার মিটার কাজের সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্য তহমিনা বিবি, প্রতিনিধি মাষ্টার মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মোহাম্মদ তাসিরউদ্দিন, পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মইমুর শেখ, সদস্য রফিকুল আলম, চাচন্ড পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিনিধি গোলাপ হোসেন, প্রতাপগঞ্জ পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধি মোহাম্মদ রফিক সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। উল্লেখ্য, গত বছর সামসেরগঞ্জের উত্তর চাচন্ড সহ বিভিন্ন গ্রামে গঙ্গাভাঙ্গন হয়। ভাঙনের জেরে তলিয়ে যায় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর, কৃষিজমি। ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ অবিলম্বে শুরু করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি জানিয়েছিলেন। ঠিক তারপরেই শুরু হলো কাজ। এদিকে কাজ শুরু হলেও কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জন প্রতিনিধিরা। বালির বস্তায় পর্যাপ্ত বালি থাকছে না বলেও অভিযোগ করেন তারা। ভাঙ্গন প্রতিরোধ দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও কম বালি নিয়ে আসা বস্তা সহ নৌকা ফেরত পাঠানোর পরেই আবারও স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

গভীর রাতে মুদির দোকানে হাতির তাণ্ডব, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জুন ঃ সোমবার গভীর রাতে খট্টিমারি জঙ্গল থেকে একটি বুনো হাতি বেরিয়ে তপন সরকারের মুদি দোকানের দেওয়াল ভেঙে দিয়ে চাল, ডাল সহ অন্যান্য খাবার সাবাড় করে রীতিমতো তাণ্ডব চালায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় বুনো হাতিটি আবার জঙ্গলে চলে যায়। তারপরেও কিছু সময় কাটতে না কাটতে আবারো মুদি দোকানে। আবারো একটি অন্য হাতি হানা দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে খট্টিমারি জঙ্গল থেকে একটি বুনো হাতি বেরিয়ে চানাটিপা এলাকায় আসে। সেখানে তপন হোসেনের মুদি দোকানের দেওয়াল ভেঙে দিয়ে চাল, ডাল সহ অন্যান্য খাবার সাবাড় করে বলে দাবি। দোকানেও রীতিমতো তাণ্ডব চালায় বুনো হাতিটি। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় বুনো হাতিটি আবার জঙ্গলে চলে যায়। পরবর্তীতে এক অন্য হাতি আবারও মোদীর দোকানেই খাবার সাভার করতে আসে স্থানীয় বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে সেটিকে আবারো জঙ্গলমুখী করান। এদিকে বারবার হাতির হানায় আতঙ্কিত দোকান ব্যবসায়ী থেকে এলাকাবাসী। ক্ষতিগ্রস্থ দোকানের মালিক তপন সরকার বলেন, রাত ৪ টা নাগাদ একটি হাতি এসে দোকানে ভাঙচুর করেছে। জিনিসপত্র সবই শেষ করে দিয়েছে। চাল, ডাল, তেল, নুন সবই নষ্ট করেছে। আমার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আমাকে এর জন্য সাহায্য করা হলে ভালো হয়। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, বনদপ্তরের নির্দেশিকা মেনে ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। তবে প্রতিদিন একইভাবে একাধিক জায়গায় হাতির হামলায় রীতিমতো আতঙ্কিত চানাটিপা এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, হাতির হামলা এখানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়ই জঙ্গল থেকে হাতি গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। ঘরে ছোট ছেলেমেয়েরা রয়েছে। আজ দোকানে ঢুকেছে, এরপর বাড়িতে হামলা করলে, তাঁরা কোথায় যাবেন বলেও প্রশ্ন তোলেন গ্রামবাসীরা। এভাবে হাতির হামলায় তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলেও জানান।

দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁঝরা তৃণমূল কর্মী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ১০ জুন ঃ মুর্শিদাবাদে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল তৃণমূল কর্মীর। রবিবার রাতে কয়েক জন দুষ্কৃতী তাঁকে লক্ষ্য করে পর পর কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তাতেই ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলেন যুবক। হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও বিজেপি সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিশের অনুমান, পুরনো শত্রুতার জেরেও হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে তৃণমূল কর্মীকে। শুরু হয়েছে তদন্ত। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সনাতন মণ্ডল (৩২) নামক ওই যুবকের। সনাতন মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত চোয়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি পেশায় দুধ ব্যবসায়ী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সনাতন মণ্ডল সহ আরও দুই যুবক একটি বাইকে করে গজনিপুর থেকে শ্রীপুরে যাচ্ছিলেন। পথে একটি ফাঁকা মাঠ লাগোয়া রাস্তায় তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী। গুলিতে কার্যত ঝাঁঝরা হয়ে যায় সনাতনের দেহ। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু, তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। রবিবার রাতে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হরিহরপাড়ার পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন তাঁরা। এই ঘটনায় রাজনৈতিক টানাপোড়েন তুঙ্গে। তৃণমূল অভিযোগ তুলেছে বিজেপির দিকে। ঘটনায় ব্লক তৃণমূল নেতা রকি শেখ বলেন, ‘এরা তৃণমূলের ভালো কর্মী। যেই এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে বিজেপির প্রভাব রয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। কিন্তু, আমাদের অভিযোগ বিজেপির দিকে।’ ঘটনায় বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শাখারাভ সরকার বলেন, ‘এই ঘটনায় বিজেপি কোনভাবেই জড়িত নয়। তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের জের। পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করলে সত্য সামনে আসবে।’ এদিকে ইতিমধ্যেই সনাতনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি অন্য কোনও কারণ, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই প্রসঙ্গে হরিহরপাড়া থানার আইসি অরূপ রায় বলেন, ‘ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’ থমথমে গোটা এলাকা।

রানিগঞ্জে ডাকাতি ও গুলি চালানোর ঘটনায় গিরিডির সারিয়া থেকে গ্রেফতার সুরজ

দুরন্ত বার্তা, রানিগঞ্জ, ১০ জুন ঃ রানিগঞ্জে জুয়েলারি দোকানে ডাকাতি ও গুলি চালানোর ঘটনা ঘটানো দলের সদস্য সুরজকে গিরিডির সারিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের ধরার জন্য পুলিশ প্রতিটি কোণে চেকপয়েন্ট চেকিং আরোপ করেছিল। তবুও ডাকাতরা বাংলার সীমানা পেরিয়ে ঝাড়খণ্ডে প্রবেশ করে এবং গিরিডির দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে, যার তথ্য বেঙ্গল পুলিশ গিরিডির এসপি দীপক কুমার শর্মাকে দেয়। পরে যে তথ্য দেওয়া হয়েছিল, গিরিডির এসপি দীপক কুমার শর্মা প্রথমে ডুমরি এসডিপিও সুমিত কুমারকে কুলগো টোল প্লাজা ঘেরাও করার নির্দেশ দেন। ডুমরি ইন্সপেক্টর, থানার অফিসার সহ এসডিপিও টোলে পৌঁছালে টোলের সমস্ত গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশ অপরাধীদের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এসময় একটি সবুজ রঙের গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে ১৮ নম্বর টোল গেট ভেঙে বাগোদর দিকে পালিয়ে যায়। এদিকে এসপি দীপকও সেখানে পৌঁছে যান। এসপি অবিলম্বে সারিয়া বাগোদর এসডিপিও ধনঞ্জয় কুমার রামকে রাস্তা অবরোধ করার নির্দেশ দেন। নির্দেশে, পূর্ব-সতর্ক এসডিপিও এবং বাগোদর থানার ইনচার্জ গিরিডি - হাজারীবাগ সীমান্ত আটকায় উভয় রুটে ট্রাক পার্ক করে রাস্তা অবরোধ করে। উভয় সড়ক অবরোধ করায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এদিকে অপরাধীরাও তাদের গাড়িতে করে আটাকায় পৌঁছেছে, এখন মনে হচ্ছিল অপরাধীরা ধরা পড়বে। একই অপরাধী আটকার চারপাশে গাড়ি ঘুরিয়ে ডুমরির দিকে ফিরে আসতে থাকে। অন্যদিকে

গাড়িটিকে ডুমরির দিকে আসতে দেখে ডুমরি থানার ইনচার্জ প্রিয়ননও তার সরকারি গাড়ি ঘুরিয়ে দুষ্কৃতীদের ধাওয়া শুরু করেন। যেখানে ডুমরি এসডিপিও সুমিত ট্রাকটিকে দাঁড় করিয়ে কুলগো টোলের কাছে জিটি রোডের উভয় লেন অবরোধ করেন। আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ রবিবার বিকেলে, অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি মোটরসাইকেল আরোহী সাত ডাকাত আসানসোলের রানিগঞ্জ তরবাংলায় অবস্থিত সেনকো গোল্ড নামে একটি জুয়েলারির দোকানে হানা দেয় এবং জুয়েলারি দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপত্তারক্ষীকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যায় । ভেতরে অস্ত্র বের করে জুয়েলারি দোকানের কর্মচারীদের দিকে ইশারা করে লুটপাট শুরু করে, যার সিসিটিভি ফুটেজও পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। একই সময়ে তারবাংলা এলাকায় ব্যক্তিগত কাজে আসা শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেঘনাথ মণ্ডলও ঘটনাস্থলে পৌঁছে গহনার দোকানে আওয়াজ পাওয়া যায়। সে তার কাজ ছেড়ে প্রথমে রানিগঞ্জ থানায় ঘটনাটি জানায় এবং তার সার্ভিস রিভলবার বের করে জুয়েলারির দোকানের দিকে যেতে থাকে, তখন একটি ডাকাত জুয়েলারি দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। ডাকাতকে লক্ষ্য করে গয়নার দোকানের দিকে এগিয়ে গেলে সে নিচে পড়ে যায় এবং পরে ডাকাতটিও পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। জুয়েলারি দোকানে ও উভয়পক্ষ থেকে পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে ডাকাত দলের একজন সদস্যকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে তিনি অস্ত্রসহ নিচে পড়ে যায়। তাদের বাইকটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়, যখন তাদের আহত সঙ্গীর অবস্থার অবনতি ঘটে, তখন তিনি তার বাইকটি আসানসোলের মহিসেলায় পার্ক করেন এবং গাড়ির মালিকের সাথে তর্কাতর্কি করেন ডাকাতরা গাড়ির মালিকের পায়ে গুলি করে এবং গাড়ির মালিককে বাঁচাতে এগিয়ে আসা অপর এক ব্যক্তিকেও গুলি করে আহত করে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় ডাকাতরা। গিরিডি এসপির নেতৃত্বে গিরিডিহ পুলিশ অপরাধীদের গাড়ির পিছু নেয়, পিছন থেকে পুলিশকে ঘেরাও দেখে অপরাধীরা গাড়ি নিয়ে সারিয়া থানা এলাকায় প্রবেশ করে, কিন্তু এখানেও সারিয়া ইন্সপেক্টর-এসএইচও। এসপি দীপকের নির্দেশে গাড়ি ঘিরে রাখা হয় অপরাধীদের। এমতাবস্থায় অপরাধীরা গাড়ি থেকে নেমে পালাতে থাকে, দুই অপরাধী পালিয়ে গেলেও একজন ধরা পড়ে। গ্রেফতারকৃত অপরাধীর পরিচয় সুরজ কুমার সিং, বিহারের গোপালগঞ্জের বাসিন্দা। এখানে বলা হয়, সুরজের সঙ্গে গাড়িতে চড়ে দুই অপরাধী বাড়ীর দিকে পালিয়েছে এবং হাজারীবাগ পুলিশ তাদের ধাওয়া করছে।

‘বিজেপির দু’ তিনজন ঘুঘু এসি রুমে বসে থাকে’, ধুইয়ে দিলেন অনুপম হাজরা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১০ জুন ঃ দলের একাংশের বিরুদ্ধে আবারও চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ বিজেপি নেতা অনুপম হাজরার। দিলীপ ঘোষের হার থেকে রাজ্যজুড়ে বিজেপির খারাপ ফল নিয়ে বঙ্গ সংগঠনের শীর্ষ নেতাদেরই দুষলেন তিনি। নরমে গরমে বুঝিয়ে দিলেন, দলের সিদ্ধান্তেই এমন ফল। পুরনো একটি মামলায় হাজিরা দিতে সোমবার বোলপুর আদালতে এসেছিলেন অনুপম হাজরা। সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমি তো বলেছিলাম দু’ অঙ্কের ঘর পৌঁছবে কি না। কোনওমতে টেনেটুনে দু’ অঙ্ক ছুঁল। হারের মূল কারণই পুরনো লোককে নামানো হয়নি। তাঁদের বসে থাকা। বোলপুর, বীরভূম, আসানসোল, পূর্ব বর্ধমান, যাদবপুর, বাঁকুড়ায় বিজেপির প্রার্থী হেরেছে, কারণ বিজেপির পুরনো কর্মীরা বসে থেকেছেন। কেউ যোগাযোগই করেনি তাঁদের সঙ্গে। দিলীপ ঘোষের হার প্রসঙ্গে ‘ঠোঁটকাটা’ অনুপমের বক্তব্য, যে মানুষ যেখান থেকে জিতে আসেন তাঁকে বদলাতে নেই। দিলীপদাকে কেন অন্য জায়গায় দেওয়া হল বুঝলাম না। দিলীপদাকে তো ধরে বেঁধে হারানো হয়েছে মনে হচ্ছে। অনুপমের কথায়, দিল্লি থেকে নেতারা এসে র‍্যালি করছেন আর রাজ্যের নেতারা ছবি পোস্ট করে বলছেন, কত লোক এসেছে। মিছিলে লোক আসা মানেই যে ভোটে জিতবে তা তো নয়। বুথস্তরে সংগঠন শক্তিশালী না হলে ভোটে জেতা সহজ নয় বলেই মনে করেন তিনি। রাজ্য নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে এর আগেও সরব হয়েছেন বোলপুরের প্রাক্তন সাংসদ। এদিনও বলেন, যে দু’ তিনজন বঙ্গ বিজেপি চালান, তাঁরাই এর জন্য দায়ী। বছরের পর বছর বঙ্গ বিজেপি হারবে আর প্রতিবারই বলবে পরেরবার ভাল করব, এই থিওরি তো থামাতে হবে। এটা নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়া। সল্টলেকে বঙ্গ বিজেপির অফিসে যে ঘুঘুর বাসা সেটাকে ভাঙতে হবে। দু’ তিনজন ঘুঘু এসি রুমে বসে থাকে সারা বছর। সেই ঘুঘুর বাসা ভেঙে বুথে লোক তৈরি করতে হবে। এটাই একমাত্র সমাধান। তাতে যদি বঙ্গ বিজেপির একটি সংস্কার হয়।

চুরি যাওয়া গহনা সহ গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জুন ঃ বাড়ি ফাঁকা পেয়ে হাত সাফ করে পালালো চোরের দল। তবে শেষ রক্ষা আর হলো না। পুলিশের জালে ধরা পরলো চোরের দলের একজন। বাকিদের খোঁজ শুরু করেছে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ফুলবাড়ি ২ নম্বর অঞ্চলের জোড়পাখরি এলাকার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। জানা গেছে বাড়ির মালিক ২ জুন পরিবার নিয়ে বাইরে ঘুরতে যান। ৮ তারিখ বাড়ি ফিরে দেখেন পুরো বাড়ি লন্ডভন্ড। চুরি গেছে বেশ কিছু সোনার অলংকার। তার পরেই গত ৯ জুন এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে ১২ ঘন্টার মধ্যে কিছু সোনার অলংকার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃতের নাম এম ডি সাকিল। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে ঘটনা তদন্তের স্বার্থে পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানায় এনজেপি থানার পুলিশ।

মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা

মেট্রো চত্বরে সিঙ্গল-ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ

- মেট্রো চত্বরে সিঙ্গল-ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার না করার জন্য মেট্রো ব্যবহারকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে।
- স্টেশনগুলিতে প্লাস্টিক বর্জ্যের উৎপত্তি হ্রাস করতে এবং তার পরিবেশ-বান্ধব নিষ্পত্তির জন্য মেট্রো রেলওয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।
- মেট্রোকে প্লাস্টিক মুক্ত করা যাত্রীদেরই দায়িত্ব।
- সিঙ্গল-ইউজ প্লাস্টিকের কিছু পণ্য হল প্লাস্টিকের কাঠি সহ ইয়ার বাড, প্লাস্টিকের লাঠি, বেলুন, প্লাস্টিকের পতাকা, ক্যান্ডি স্টিক, আইসক্রিম স্টিকস, মিষ্টির বাক্সো মোড়ানোর প্যাকিং ফিল্ম বা পলিস্টিরিন (থার্মোকল)-এর মোড়ক, আমন্ত্রণপত্র এবং সিগারেটের প্যাকেট, প্লাস্টিক বা পিভিসি ব্যানার, স্টারার ইত্যাদি।

প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

খড়গপুর ডিভিশনের বেনাপুর (বিপিই) স্টেশনে, স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগ

নম্বর ঃ কম/জি৩০/এসটিবিএ/করেস/পিটি-I   তারিখ ঃ ০৭.০৬.২০২৪

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী খড়গপুর ডিভিশনের বেনাপুর (বিপিই) স্টেশনে, স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করছেন।

স্টেশন	ক্যাটেগরি	লোকেশন কোড	চুক্তির মেয়াদ
বেনাপুর (বিপিই)	এনএসজি-৬	বিপিই-১	০৩ (তিন) বছর

জমার তারিখ ঃ ০২.০৭.২০২৪ তারিখে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা। **খোলার তারিখ** ঃ ০২.০৭.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩.৩০টা। **স্থান** ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের অফিস/খড়গপুর। যোগ্যতার শর্তাবলী, অবস্থান, আবেদনের বয়ান ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ser.indianrailways.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার সম্পর্কিত কোনও অনুসন্ধানের জন্য যে কোনও কাজের দিন, কাজের সময়ে খড়গপুরে স্থিত সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার-এর অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে। **বি.দ্র.** ঃ অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে টেন্ডার বাক্সে আবেদনপত্র জমার/খোলার তারিখে রাজ্য কর্তৃপক্ষের কোনও আদেশবলে স্বাভাবিক জনজীবন/কার্যাবলী বিঘ্নিত হলে, সেদিন টেন্ডার বন্ধ রাখা হবে। পরবর্তী কাজের দিনে টেন্ডার বাক্সে আবেদনপত্র জমার/খোলার কাজ করা হবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল)
খড়গপুর
(PR-231)

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Office of The Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING E-TENDER

1. Re e-Tender Reference No- P-I/14/544/BEUP/EO/2023-24, Dated-10/06/2024. Tender ID: 2024_ZPHD_691137_1 to 8 has been floated fund BEUP (2023-24), Look for detail you may visit www.wbtenders.qov.in and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.
WBMADUM/21/e-Tender/2024-25, Dated: 10.06.2024,
WBMADUM/22/e-Tender/2024-25, Dated: 10.06.2024,
(Installation of 7(Seven) nos. high mast lighting tower with octagonal pole (9.0 mtr. High) round ring bracket suitable for 6 nos. LED fittings, 6 nos. 120W LED flood light & Construction of Boundary Wall of Khajuri Moulavipara Kabarsthan, Scheme no 183, Scheme Code 1.4 year 2023 2024 under Uluberia Municipality) Details are available in the www.wbtender.gov.in.

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

Office of the
DUILA GRAM PANCHAYET
P.O.-Duila, P.S.-Sankrail, Dist - Howrah
Tender
Nit No:-01/DGP/15 th 2024-2025 dated 11/06/2024
Prodhan Duila Gram Panchayet invites Online tender related to development work at Duila Gram Panchayat area. Last date & time limit of application to participate in tender 19/06/2024 up to 10:00 a.m Last date & time limit for receipt of tender up to 19/06/2024 10:00 a.m. For details visit office notice board and also www.wbtender.gov.in

SD/- SRABANI BAG
Pradhan Duila Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. C.E. (Parks & Sqares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/DCE_PS/LAWN_BLADE/24-25(1st Call)
Name of work : **Procurement of Blades for Lawn Mower Machine and Trimmer head Trimmer lines for brush cutter machine for cutting of grasses in different parks & play grounds under P&S Department;** Estimated Cost : **Quotation invited (Amount to be quoted inclusive of all taxes);** Earnest Money : **₹ 4,200.00 (Actual amount to be calculated as 2% of the quoted amount)** ; Period of Completion : **15 Days;** Last date and time of submission of Bid : **19.06.2024 - 1 pm;**

(2) NIT No. : KMC/DCE_PS/X/97/MNT/1/23-24 (1st Call)
Name of work : **Daily maintenance of different Parks (Horticulture related works) in Ward No. 97, Br.-X;** Estimated Cost : **₹ 3,05,386.57;** Earnest Money : **₹ 6,200.00**; Period of Completion : **365 Days;** Last date and time of submission of Bid : **21.06.2024 - 1 pm;** The bid forms and other details are available on and from **11.06.2024 (10 am) (For Sl. No. 1 & 2)** form the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Parks & Sqares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE_PS/X/93/7/23-24 (1st Call)
Name of work : **Repairing and painting and cleaning of CIT Park near Supermarket and Jodhpur Park Nurssary in Ward No. 93, Br.-X;** Estimated Cost : **₹ 2,96,988.41;** Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **25 Days;** Last date and time of submission of Bid : **21.06.2024 - 1 pm;** The bid forms and other details are available on and from **11.06.2024 (10 am)** form the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Water Supply) / KMC** invites e-tender for the following work (Submission of Bid through **online**) :
NIT No. : KMC/WS/PROJECT/03/2024-25
Name of work : **Construction of boundary wall of the land for proposed construction of water treatment plant adjoining Orphangunge Market area;** Estimated Amount : **₹ 4,63,092.00;** Earnest Money : **₹ 9,262.00**; Time of Completion : **30 Days;** Last date and time of online submission of Tender : **27.06.2024 at 5.00 pm;** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in. Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only**. KMC reserves the right to accept/reject any /all tenders without showing any reason.

The **Executive Engineer(Water Supply) Project, KMC** invites e-tender for the following work (Submission of Bid through **online**) :
NIT No. : KMC/WS/PMU/ILL/24-25/01
Name of work : **1:1 dedicated Internet Leased Line connection having speed 4 Mbps of installed at Tallah PMU Office;** Estimated Amount : **Quotation;** Earnest Money : **₹ 5,330.00**; Time of Completion : **1095 Days;** Tender / Bid form available date: **11.06.2024;** Last date and time of online submission of Tender : **20.06.2024 at 1 pm; The** tender will be opened on : **22.06.2024 at 1 pm;** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in. Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only**. KMC reserves the right to accept/reject any /all tenders without showing any reason.

The **Executive Engineer - W.S. (South), KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/S/MAINS/2023-2024/53/1St. Call
Name of work : **Leak repairing work on existing water pipe line 600 MM Dia PSC Jacketing work at 148/56 N.S.C. Bose Road under Br.-X;** Estimated Cost : **₹ 1,56,956.87;** Earnest Money : **₹ 3,500.00**; Time of Completion : **10 Days;**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/MAINS/S/2023-2024/55/1St. Call
Name of work : **Leak repairing work on existing water pipe line 600 MM Dia PSC MS Jacketing work on N.S.C. Bose Road near Ranikuthi More under Br.-X;** Estimated Cost : **₹ 2,68,858.69;** Earnest Money : **₹ 5,500.00**; Time of Completion : **10 Days;**

(3) NIT No. : KMC/WS/EE/S/MAINS/2023-2024/41/2nd Call
Name of work : **Leak repairing work on existing water pipe line 600 MM Dia PSC MS Jacketing work on Raipur Road near 5 No. Gate Juba Sangha Playground under Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 1,63,041.03** Earnest Money : **₹ 3,500.00**; Time of Completion : **10 Days;** Last date of submission of Bid : **27.06.2024 - 2 pm; (For Sl. No. 1 to 3);** Tender will be opened on: **01.07.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 3);** The bid forms and other details are available on and from **19.06.2024 - 12.00 noon (For Sl. No. 1 to 3)** form the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).** 31/24-25

বিজ্ঞান - পরিবেশ

মহাজাগতিক বিস্ফোরণের রহস্য বিশ্লেষণ করতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন বিজ্ঞানীরা

গোয়েন্দা উপন্যাসের জনপ্রিয় চরিত্র শার্লক হোমস বা প্রদোষ চন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মাধ্যমে অজানা নানা রহস্যময় ঘটনার সমাধান করতেন। আজ থেকে শত শত বছর আগে ইতালির প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও গ্যালিলি টেলিস্কোপ দিয়ে দূর নক্ষত্রের গতিবিধি জানার চেষ্টা করতেন। এরপরে সময় যত গড়িয়েছে, ততই মহাবিশ্বের রহস্য জানার নতুন নতুন মাধ্যম তৈরি হয়েছে। এবার মহাজাগতিক বিস্ফোরণের রহস্য বিশ্লেষণ করতে বিশেষ ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল ব্যবহার করছেন বিজ্ঞানীরা। যুক্তরাজ্যের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা বর্তমানে এআই মডেলের মাধ্যমে সুপারনোভার বিস্ফোরণের সিমুলেশন তৈরি করছেন। সুপারনোভাকে বাংলায় অতি নবতারা বলা হয়। সুপারনোভা বা অতি নবতারা হলো শক্তিশালী ও আলোকিত নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ। এই সুপারনোভা কেন বা কীভাবে হয়, তা জানাবে এআই মডেলটি। গবেষণার প্রধান বিজ্ঞানী মার্ক ম্যাজি জানান, সাধারণত সুপারনোভা নিয়ে গবেষণার সময় সেগুলোর বর্ণালি বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর তীব্রতা থেকে সুপারনোভার উপাদান জানার চেষ্টা করা হয়। সুপারনোভার প্রতিটি উপাদান বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো তৈরি করে বর্ণালি তৈরি করে। আমরা মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে এআই অ্যালগরিদমকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। ফলে বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরণে ধরন সম্পর্কে শিখছে এআই। এর মাধ্যমে সুপারনোভার সিমুলেশন তৈরি করা হবে। এখনো এআই দিয়ে সুপারনোভার বিস্ফোরণ বিশ্লেষণের অনেক কাজ বাকি আছে।প্রাথমিকভাবে এআই মডেলের মাধ্যমে সুপারনোভা বিশ্লেষণ করতে প্রায় ৯০ মিনিট সময় প্রয়োজন হয়। ভবিষ্যতে এআই ব্যবহার করে হাজার হাজার সুপারনোভা মডেলকে এক সেকেন্ডের কম সময়ে বিশ্লেষণ করা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে এআইয়ের মাধ্যমে মহাকাশ গবেষণায় আরও নির্ভুল তথ্য পাওয়া যাবে।

মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার প্রস্তুতি দক্ষিণ কোরিয়ার

লাল গ্রহ মঙ্গলে নিজেদের পতাকা অবতরণের পরিকল্পনা করেছে দক্ষিণ কোরিয়া। লক্ষ্য ২০৪৫ সাল। এর জন্য নিজেদের প্রথম মহাকাশ সংস্থা চালু করেছে দেশটি। মঙ্গলগ্রহে অবতরণ ও মহাকাশ অনুসন্ধানে প্রায় ৭ হাজার ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করার ঘোষণা করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল। কোরিয়া অ্যারোস্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা কাসা দক্ষিণ কোরিয়ার মহাকাশ অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দেবে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, মহাকাশ অর্থনীতি এখন বড় হচ্ছে। যেখানে শত শত ব্যবসা ও উদ্যোগ কাজ করছে। দক্ষিণ কোরিয়াকে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ মহাকাশ শক্তির তালিকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করবে কাসা। মহাকাশ শিল্পের জন্য চ্যালেঞ্জিং ও উদ্ভাবনী গবেষণাও করবে সংস্থাটি।

নতুন মহাকাশ যুগের সূচনায় কাজ করবে কাসা। দক্ষিণ কোরিয়া ২০৩২ সালে চাঁদে প্রথম চন্দ্রযান পাঠানোর জন্য কাজ করছে। গত বছরের মে মাসে নুরি রকেট উৎক্ষেপণ করে দেশটি। নিজস্ব মহাকাশ উৎক্ষেপণ যান ও কৃত্রিম উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) উন্নয়ন প্রযুক্তি আছে, এমন দেশের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া সপ্তম দেশ। নতুন প্রতিষ্ঠিত সংস্থা কাসা বিভিন্ন মহাকাশ যান তৈরি ও মহাকাশ উৎক্ষেপণে কাজ করবে। এই মহাকাশ সংস্থার প্রথম প্রশাসক ইউন ইয়ং-বিন বলেন, 'মহাকাশ নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার অগণিত মানুষের স্বপ্ন আছে। আমরা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করছি। মহাকাশশিল্পের জন্য ইকোসিস্টেম তৈরির জন্য আমরা কাজ করছি। আমরা বিভিন্ন যান ও স্যাটেলাইট পাঠিয়ে পাঠিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতিতে নতুন খাত তৈরির কাজ করব। জাতীয় বিমান চলাচল নীতি প্রতিষ্ঠা, মহাকাশের জন্য দক্ষ গবেষক দল তৈরি, নতুন গবেষণা ও উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়া, মহাকাশ শিল্পের বৃদ্ধিতে স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহিত করা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রচেষ্টা জোরদার করতে কাজ করব আমরা।' ২০২৭ সালের মধ্যে কমপক্ষে তিনটি মহাকাশ যান উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করেছে কাসা। নিজেদের সামরিক উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য বিশেষ পরিকল্পনাও রয়েছে তাদের। এশিয়া মহাদেশে জাপান ছাড়াও চীন ও ভারত এক দশক ধরে মহাকাশে নিজেদের অবস্থান জোরালো করছে।

দক্ষিণ কোরিয়া নিজেদের সামরিক সক্ষমতা প্রকাশে মহাকাশ কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন।

পানিসাগরের উপতাখালি এলাকায় এক রাতে দুই বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

পানিসাগর (ত্রিপুরা), ১০ জুন ঃ একই রাতে দুটি বাড়িতে চুরি। আতঙ্কে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর থানাধীন উপতাখালি এলাকার মানুষ। জানা গিয়েছে, রবিবার বৃষ্টিভেজা রাতের সুযোগ নিয়েছে চোরের দল। গভীর রাতে উপতাখালি বাজার সংলগ্ন বিমান পালের বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল। চুরি করে নিয়ে যায় প্রায় লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ নগদ টাকা। বাড়ির মালিক বিমান পাল এবং তাঁর মায়ের সাথে কথা বলে জানা গিয়েছে, ঘুমের মধ্যে ওদেরকে কিছু একটা স্প্রে করে অচৈতন্য করে হাত সাফাই করে চোরের দল। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙলে দেখতে পান ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জিনিসপত্র। আলমারির লকার ভাঙা। বিমান পালের মা জানান, চুরিকাণ্ডের কথা জানানো হয় পানিসাগর থানায়। তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। সন্দেহের তির গাড়িচালক বিমান পালের সহচালক দীপঙ্কর নাথের ছেলে দ্বীপজয় নাথের দিকে।

হিরণের গ্রেফতারিতে রক্ষাকবচ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১০ জুন ঃ ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে তদন্ত চালাতে পারবে পুলিশ। তবে এখনই হিরণকে গ্রেফতার করা যাবে না। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে এমনটাই জানালেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহ। এর আগে এই মামলায় তিনিই তদন্তে স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন। ভোট মিটে যাওয়ার পর আবার তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পুলিশকে দিলেন বিচারপতি। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, আদালতের অনুমতি ছাড়া হিরণকে গ্রেফতার করতে পারবে না পুলিশ। গত ১৮ মে ঘাটাল তৃণমূলের ব্লক প্রেসিডেন্ট দিলীপ মাজির অভিযোগের ভিত্তিতে ঘাটাল থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। সেখানে হিরণ-সহ তিন জনের নাম ছিল। অভিযোগ, ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী তথা অভিনেতা দেবের একটি ভুয়ো অডিয়ো তৈরি করে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ভাবে ভোটের আগে দেবের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। ওই অডিয়োয় স্পর্শকাতর বিষয় ছিল বলে পুলিশকে জানিয়েছিলেন অভিযোগকারী। অডিয়োয় দেবের কণ্ঠস্বর বিকৃত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর আরও অভিযোগ ছিল, দেবের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসবাদী', 'খুনি', 'রক্তমাখা হাত', 'আতঙ্কবাদী' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করে হিরণ আদালতে যান। এফআইআরে নাম থাকা ঘাটালের স্থানীয় বিজেপি নেতা তমোঘ্ন দে-ও মামলা করেন ওই এফআইআরের বিরুদ্ধে।

খোয়াইয়ের বেহালাবাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু বিভাগীয় কর্মীর

খোয়াই (ত্রিপুরা), ১০ জুনঃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক বিভাগীয় কর্মীর। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে খোয়াই জেলার বেহালাবাড়ি এলাকায়। নিহত বিদ্যুৎকর্মীর নাম মিঠুন দাস। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনায় অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গিয়েছে, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে খুঁটি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন মিঠুন দাস। সাথে সাথে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নিগমের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, বেহালাবাড়ি এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনে সমস্যা দেখা দেওয়ায় মিঠুন দাস ও অরুণ দেববর্মা সহ তিনজন লাইন সংস্কারের কাজে বের হন। লাইন কেটে তালা লাগিয়ে খুঁটিতে গিয়েছিলেন কাজ করতে। কাজ করার সময় কে বা কারা তালা ভেঙে লাইন আপ করে দেয়। সাথে সাথে লাইনে কর্মরত মিঠুন দাস খুঁটি থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে যান বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। সেখানে উপস্থিত অন্যান্য বিদ্যুৎকর্মীরা মিঠুন দাসকে হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিক জানিয়েছেন, খুব দ্রুত নিহত মিঠুন দাসকে সরকারিভাবে যে সব সুযোগসুবিধা রয়েছে তা পাইয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

যাত্রা পথে বিফলতা এড়াতে কৌশলগতভাবে হট অ্যাক্সেল বক্স ডিটেক্টর স্থাপন করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ১০ জুনঃ ট্রেনের নিরাপদ চলাচলের উপর মুখ্য গুরুত্ব দিয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রা পথে হট অ্যাক্সেল বিফলতার শনাক্তকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাই এর জন্য স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে অর্থাৎ যেখানে ট্রেনের রোলিং ইন এবং রোলিং আউট পরীক্ষা করা হয়, সেখানে কৌশলগতভাবে হট বক্স ডিটেক্টর (এইচবিডি) স্থাপন করা হয়েছে। সেন্সর ভিত্তিক এই এইচবিডি চলন্ত ট্রেনগুলিতে হট অ্যাক্সেলের ঘটনা চিহ্নিত করবে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেলওয়ে কর্মীদের সতর্ক করবে।

কোচ এবং ওয়াগনগুলির চাকার অবিরত চলাচলের জন্য কখনও কখনও বল বিয়ারিং বিকল হয়ে পড়ে, যার ফলে অ্যাক্সেলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এটিকে হট অ্যাক্সেল বলা হয়। হট অ্যাক্সেলের ঘটনা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ওভারলোডিং, বিয়ারিঙের ত্রুটিযুক্ত অবস্থা এবং অন্যান্য সমস্যা। সেন্সর ভিত্তিক এইচবিডি-র দ্বারা পণ্যবাহী ট্রেনে ২০২০-২১ সালে ০৭টি ঘটনা, ২০২১-২২ সালে ০৯টি ঘটনা, ২০২২-২৩ সালে ১৪টি ঘটনা এবং ২০২৩-২৪ সালে একটি ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছিল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ১৬টি হট বক্স ডিটেক্টর স্থাপন করা হয়েছে।

এই স্টেশনগুলির মধ্যে রয়েছে কামাখ্যা (০২টি), গুয়াহাটি (০৪টি), নিউ বঙাইগাঁও (০১টি), রাঙাপাড়া নর্থ (০১টি), নিউ জলপাইগুড়ি (০৪টি) এবং কাটিহার (০৪টি)। যেহেতু রেলওয়ের সুরক্ষার ক্ষেত্রে হট অ্যাক্সেল একটি মুখ্য উদ্বেগের বিষয়, তাই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুরক্ষার পাশাপাশি ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতার ক্ষতি প্রতিরোধ করতে রেলওয়ে কর্মীদের কাউন্সেলিং করা এবং সুরক্ষার মানের উপর আন্তঃবিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা।

Name Change
I, Basudev Das (Old Name) S/o Kanailal Das Residing at 250, Shahid Anandapally, VTC Bedibhawan, P.O. - Kataganj, Sub District- Haringhata, District- Nadia, Pin- 741250, W.B. shall henceforth be known as Basudeb Das (New Name) as declared before the Ld. 1st Class A.C.J.M.-II, Kalyani, Nadia vide affidavit Dated 03-06-2024. Basudev Das (Old Name) and Basudeb Das (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Kudus Mondal (Old Name) S/o Aminur Mondal Residing at Kamargaria, Humaniapota, Gangnapur, Nadia, W.B- 741233, India shall henceforth be known as Kuddus Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-06-2024. Kudus Mondal (Old Name) and Kuddus Mondal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Satyajit Maity (Old Name) S/o Late Dwijendra Nath Maity Residing at Dakshin Charaikheya, East Medinipur, W.B- 721452 , India shall henceforth be known as Satyajit Maiti (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-06-2024. Satyajit Maity (Old Name) and Satyajit Maiti (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, MD KAYUM son of late Abu Rasul residing at 22 Madar Talla Lane, PS-Golabari, Dist-Howrah-711101. Adhaar No-7087 9199 4123. Do hereby solemnly affirm and declared through affidavit before Notary Public Howrah on 03/06/2024 That Kayum Khan and Md Kayum is one and same identical person.

Name Change
I, RANAJIT BISWAS S/O- DEBENDRANATH BISWAS, RESIDENT OF VILL- NILKUTHI, P.O.- SANCHRA, P.S.- MEMARI, DIST- PURBA BARDHAMAN, W.B.-713401, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS 'RANJIT BISWAS' VIDE AN AFFIDAVIT BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT PURBA BARDHAMAN ON 10/06/2024

Name Change
I Farroque Ahmed son of Amin Ahmed Residing at 157B Lenin-Sarani Road Kolkata-700013 shall henceforth be known asFarooque Ahmed as declared before the Notary Public at Sealdahcourt, Kolkata vide affidavit no 8087/10 Dated 10/06/2024, thatFarroque Ahmed and Farooque Ahmed both are same and oneidentical person.

Name Change
I, ANJAN CHOWDHURY (old name) S/O Lt. Sunil Kumar Chowdhury resident of 62/A, Italgacha Road, P.O. Kamalpur, DumDum, Kolkata 700028 WEST BENGAL, India, I have changed my name to (shall henceforth be known as) ANJAN KUMAR CHOWDHURY(New Name), vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Barrackpore on 07/06/2024. ANJAN CHOWDHURY(old name) and ANJAN KUMAR CHOWDHURY(New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, MITHUN DAS (পুরাতন নাম) পিতা LATE SADHAN RANJAN DAS , ঠিকানা - 51/47, DUMDUM ROAD,SOUTH DUM DUM, NORTH 24 PARGANAS-700074,WEST BENGAL ,কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 22.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SWAPAN KUMAR DAS (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। SWAPAN KUMAR DAS (নতুন নাম) এবং MITHUN DAS (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, RAPHIKUL ISLAM SK (পুরাতন নাম) পিতা LATE SAIKH FIRAJUDDIN AHAMMED , ঠিকানা -BIBIGANJ,15 WORD, PS-KOTWALI, WEST MEDINIPUR - 721101, WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 07.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SAIKH RAPHIKUL ISLAM (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। SAIKH RAPHIKUL ISLAM (নতুন নাম) এবং RAPHIKUL ISLAM SK (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, MONAMI GHOSH (পুরাতন নাম) স্বামী SHANTANU GHOSH , ঠিকানা - FLAT- H 16,MAA SARADA COMPLEX,109 AGHORE SARANI,RAJPUR, KOLKATA -700149,WEST BENGAL, আলিপুর, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MONAMI MUKHERJEE GHOSH (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। MONAMI MUKHERJEE GHOSH (নতুন নাম) এবং MONAMI GHOSH (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Zohar Taz (পুরাতন নাম) স্বামী Nasir Ali , ঠিকানা-5/1, Rameshwar Shah Road, Entally, P.S.- Beniapukur, Kolkata- 700014, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 10.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Johar Taj (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Johar Taj (নতুন নাম) এবং Zohar Taz (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

শপথ নিলেন প্রেম সিং

গ্যাংটক, ১০ জুন ঃ দ্বিতীয়বারের জন্য সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন প্রেম সিং তামাং (গোলে)। সোমবার পালজোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান। বিধানসভা নির্বাচনে গোলের দল সিকিম ক্রান্তিকারি মোর্চা (এসকেএম) ৩২টি আসনের মধ্যে ৩১টিতে জিতেছে।

Name Change
I, Debnarayan Das (Old Name) S/o Basudeb Das Residing at 250, Shahid Anandapally, VTC Bedibhawan, P.O. - Kataganj, Sub District- Haringhata, District- Nadia, Pin- 741250, W.B. shall henceforth be known as Debnarayan Das (New Name) as declared before the Ld. 1st Class A.C.J.M.-II, Kalyani, Nadia vide affidavit Dated 03-06-2024. Debnarayan Das (Old Name) and Debnarayan Das (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I KARTIK DAS, S/O DUDHKUMAR DAS, R/O ICHAPASAR, LAKSHMANPUR, PS-CHANDITALA, HOOGHLY, 712404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KARTICK DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT KARTIK DAS AND KARTICK DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TIA DAS, W/O KARTICK DAS, D/O SANJIB KANRAR, R/O ICHAPASAR, LAKSHMANPUR, PS-CHANDITALA, HOOGHLY, 712404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TIYA DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT TIA DAS AND TIYA DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SK NURAKTAR, S/O SK BELAT, R/O JOYPUR, PURBA PARA, NISCHINTAPUR, HOWRAH - 711401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK AKTAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT SK NURAKTAR AND SK AKTAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SURYA DAGA, S/O MAHESH KUMAR DAGA, R/O 2, MAYUR BHANJ ROAD, PO-MOMINPORE, KOLKATA-700023,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURYA PRAKASH DAGA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024,THAT SURYA DAGA AND SURYA PRAKASH DAGA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PAPIA ROY PAUL, D/O RAM CHANDRA ROY, R/O GORPARA UTTAR, PS-CHAKDAH, NADIA, PIN-741222,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAPIA ROY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024,THAT PAPIA ROY PAUL AND PAPIA ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MANARANJAN CHOWDHURY, S/O RAMESH CHAUDHURY, R/O VILL+PO PALLA, SHRIMANTAPUR, PS GOPAL NAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAM PRASAD CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT MANARANJAN CHOWDHURY AND RAM PRASAD CHAUDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RIPSHIKA ACHARYA & RIPSHIKA ACHARYYA, W/O TANMOY BISWAS, R/O 84, NATUNPALLY, KABISATYEN DUTTA ROAD, NIMTA, BARRACKPORE, PIN-700049, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIPSHIKHA ACHARYA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024,THAT RIPSHIKA ACHARYA & RIPSHIKA ACHARYYA AND RIPSHIKHA ACHARYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, SANJOY MAJUMDER, S/O NITYANANDA MAJUMDAR, R/O B-9/55, BOAT PARK, KALYANI, PO & PS KALYANI, NADIA-741235, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY MAJUMDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KALYANI ON 09/05/2024, THAT SANJOY MAJUMDER AND SANJAY MAJUMDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Afsa Anjum (old name) W/O Mohammad Neyaz, residing at 72/H/6, Dr. Sudhir Bose Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Afsha Anjum (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/06/2024. Afsha Anjum (new name) and Afsa Anjum (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Noorul Islam (old name) S/O Asad Ali, residing at 72/H/1, Dr. Sudhir Bose Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nurul Islam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/06/2024. Nurul Islam (new name) and Noorul Islam (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Nazmusshaer (old name) W/O Ashraf Ali, residing at 2/B/H/8, Ekbalpore Lane, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nazmuss Ali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/06/2024. Nazmuss Ali (new name) and Nazmusshaer (old name) both are same identical person.

Name Change
I ABHISHEK TALUKDER, S/O PRADIP TALUKDAR, R/O B 29/201, PEERLESS NAGAR, PO PANIHATI, PS KHARDAH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700114, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHISHEK TALUKDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARRACKPORE ON 28/02/2024, THAT ABHISHEK TALUKDER AND ABHISHEK TALUKDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MITALI TALUKDER, W/O PRADIP TALUKDAR, R/O B/29, FLAT NO 201, B T ROAD, PEERLESS NAGAR, PO PANIHATI, PS KHARDAH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700114, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MITALI TALUKDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT MITALI TALUKDER AND MITALI TALUKDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Md Quddus (old name) S/O Gholam Rasul, residing at 8B, Topsia Second Lane, Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Golam Kuddus (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/06/2024. Golam Kuddus (new name) and Md Quddus (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sipra Saha (old name) W/O Uttam Saha, residing at 13, ANANDAPUR, R.R.PLOT,PO-EKTP, PS-ANANDAPUR, Kolkata, 700107, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shipra Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/06/2024. Shipra Saha (new name) and Sipra Saha (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Chandana Baliar (old name) W/O Aloke Kumar Boliar, residing at 79, Purba Das Para Road, Khirishtala More, Sonarpur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 700150, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Chandana Boliar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/06/2024. Chandana Boliar (new name) and Chandana Baliar (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Aloke Baliar (old name) S/O Gadadhar Boliar, residing at 79, Purba Das Para Road, Khirishtala More, Sonarpur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 700150, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aloke Kumar Boliar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/06/2024. Aloke Kumar Boliar (new name) and Aloke Baliar (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Arnab Baliar (old name) S/O Aloke Kumar Boliar, residing at 79, Purba Das Para Road, Khirishtala More, Sonarpur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 700150, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Arnab Boliar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/06/2024. Arnab Boliar (new name) and Arnab Baliar (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Basir Khansama (old name) S/O Tajan Khansama, residing at Moynapota, P.O.- Kalachara, P.S.- Dhaniakhali, Dist.- Hooghly, Pin- 712405, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Basir Ali Khansama (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/06/2024. Basir Ali Khansama (new name) and Basir Khansama (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Swapan Kumar (old name) S/O Ashutosh Mandal, residing at Plot No- 1011 Police Para Ashram Road, Rajpur Sonarpur, P.S.- Narendrapur, Pin- 700152, Baruipur, Dist- South 24 Pgs, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Swapan Kumar Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/06/2024. Swapan Kumar Mandal (new name) and Swapan Kumar (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Ziaul Haque Seikh (old name) S/O Seikh Nuruzzaman, residing at 6/H/3, Moulana Md Ali Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ziaul Haque Sk (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/06/2024. Ziaul Haque Sk (new name) and Ziaul Haque Seikh (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Ayon Chakraborty (old name) S/O Tapan Chakraborty, residing at 43/1 West Kamalapur, Arabinda Sarani, Kolkata- 700028, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ayan Chakraborty (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/06/2024. Ayan Chakraborty (new name) and Ayon Chakraborty (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Manwar Hossain (old name) S/O Gora, residing at 2/4B, Bhukailash Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammed Azam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/06/2024. Mohammed Azam (new name) and Manwar Hossain (old name) both are same identical person.

Name Change
I PRADIP KUMAR TALUKDER, S/O LATE RAMENDRA TALUKDAR, R/O B/29/201, PEERLESS NAGAR, SODEPUR, PO PANIHATI, PS KHARDAH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700114, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADIP TALUKDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT PRADIP KUMAR TALUKDER AND PRADIP TALUKDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANGHAMITRA DHAR, W/O TRINMOY DHAR, R/O P-12, MOTIJHEEL AVENUE, SWABHUMI RESIDENCY, DUMDUM, BARRACKPORE, PIN-700074, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANGHAMITRA ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT SANGHAMITRA DHAR AND SANGHAMITRA ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KANAK LUNIA, S/O MOHAN LAL LUNIA, R/O 2, MAYUR BHANJ ROAD, MAYUR APARTMENT, 3RD FLOOR, KHIDDIRPORE, KOLKATA, PIN-700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KANAKMAL LUNIA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024,THAT KANAK LUNIA AND KANAKMAL LUNIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MAMTAZBEN, D/O INTAJ SEKH, R/O VILL MOMINPUR, PO BOHARKULI, PS KALNA , PURBA BARDHAMAN, PIN-712146, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAMTAJ BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT MAMTAZBEN AND MAMTAJ BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BINOY SARKAR, S/O DULAL SARKAR, R/O BAKSAGARI, BALAGARH, HOOGHLY -712501, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BENOY BHUSAN SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT BINOY SARKAR AND BENOY BHUSAN SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BILASH KUMAR JANA, S/O SANNYASI JANA, R/O KUSHPATA, WARD NO 17, BELPUKUR, PO & PS GHATAL, PACHIM MEDINIPUR, PIN-721212, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BILASH JANA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT BILASH KUMAR JANA AND BILASH JANA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANNYASI CHARAN JANA, S/O LATE NILMANI JANA, R/O KUSHPATA, WARD NO 17, BELPUKUR, PO &PS GHATAL, PACHIM MEDINIPUR, PIN-721212, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANNYASI JANA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT SANNYASI CHARAN JANA AND SANNYASI JANA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Safikul Mondal & Safik Mondal (old name) S/O Iuchop Mandal, residing at Vill- Serpur, P.O.- Jadurhati, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743293, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Safik Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/06/2024. Safik Mandal (new name) and Safikul Mondal & Safik Mondal (old name) all are same identical person.

Name Change
I RIMA ROY, W/O AMIT ROY, D/O MADHUSUDAN MANDAL, R/O 11, R G NAGAR ROAD, HINDMOTOR CHANDANNAGAR, PS UTTARPARA, PIN-712233, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIMA MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT RIMA ROY AND RIMA MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOLLA HOSSAIN, S/O SAHADAT ALI, R/O VILL RAMCHANDRAPUR, HASANPUR, PS SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700150, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HOSSAIN ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT MOLLA HOSSAIN AND HOSSAIN ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KRISHNA KEVIN RAO, S/O MASHANEE RAO, R/O 2ND FLOOR, FL3, 264, OSTAD AMIR KHAN SARANI, HARIDEVPUR, KOLKATA -700082, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHNA KAVIN RAO, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT KRISHNA KEVIN RAO AND KRISHNA KAVIN RAO ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANJOY ROY, S/O BIJAY ROY, R/O KALUA MADHYA, PALPARA, JOKA, KOLKATA -700104, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/06/2024, THAT SANJOY ROY AND SANJAY ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

জয়ী তৃণমূল প্রার্থীকে নিয়ে জামালপুর ব্লক তৃণমূলের বিজয় মিছিল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১০ জুন ঃ অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান পূর্ব লোকসভার অন্তর্গত জামালপুর বিধানসভায় তৃণমূল ৩৬,৩৬৮ ভোটে জয়লাভ করে। তৃণমূলের এই বিশাল জয়ে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত

জামালপুরের তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা। জামালপুর বিধানসভা তথা জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সকল নেতা কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে এক বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয় সোমবার। বিজয় মিছিলে যোগ দিয়ে সকলের সঙ্গে পা মেলান নব নির্বাচিত সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার। তাকে কাছে পেয়েই তৃণমূলের মহিলা কর্মী সমর্থকেরা আবির মাখিয়ে, মালা পড়িয়ে বরণ করে নেন। তার সাফল্যে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বরণ করে নেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান ও বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি এবং যুব সভাপতি ভূতনাথ মালিক সহ অন্যান্যরা। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে হালারা বিপত্তারিনী তলা থেকে জামালপুর পর্যন্ত আয়োজিত হয় বিজয় মিছিলটি। মিছিলে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, যুব সভাপতি ভূতনাথ মালিক সহ সকল শাখা সংগঠনের সভাপতি, প্রাক্তন সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি, প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্যান্যরা সকলেই পা মেলান। এই রেকর্ড ভোটে জেতার ফলে বিজয় মিছিলে। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, এই জয় মা-মাটি- মানুষের জয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়। জামালপুরের সকল মানুষ দু হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন বলে এই রেকর্ড ভোটে জিততে পেরেছেন ডাঃ শর্মিলা সরকার। নবনির্বাচিত সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার জামালপুরের সকল মানুষকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথে হেঁটেই উন্নয়নের কাজ করে যাবেন বলে জানান এদিন। রোদগরমের আবহাওয়া সত্ত্বেও এদিনের মিছিলে সাধারণ মানুষের ভীড় ছিল লক্ষ্যণীয়।

রাজ্যের জল স্বপ্ন প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি জল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১০ জুন ঃ গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের কাজে দেশের মধ্যে বরাবর শীর্ষস্থানে আছে বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলস্বপ্ন' প্রকল্পে গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর। রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতর থেকে করা হচ্ছে জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে। এর ফলে বড়শাল পঞ্চায়েতের উনিশটি গ্রাম উপকৃত হবে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের জল স্বপ্ন প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহে বরাদ্দকৃত অর্থ দশ কোটি চব্বিশ লক্ষ টাকার কাজ। কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। কাজ শেষ হলে আরও কিছু অর্থ খরচ বাবদ বৃদ্ধি হতে পারে, বলে সূত্রের খবর। জানা গেছে, বীরভূম জেলা জু ড়ে এই জল স্বপ্নের কাজ হলেও, কাজ শুরু হয়েছে রামপুরহাট মহকুমার বড়শাল পঞ্চায়েতে। উদয়পুরে দ্বারকা নদীর ধারে দুশো মিটার অন্তর এখনও পর্যন্ত ছ'টি বোরিং সম্পূর্ণ। নদী থেকে বেশ কিছুটা দূরে বিশাল আকারের জলাধার তৈরী হচ্ছে। সেখান থেকে বিভিন্ন গ্রামে ঘরে ঘরে সেই জল সরবরাহ করা হবে পাইপ লাইনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে বাড়ি বাড়ি সার্ভে হয়েছে। বড়শাল পঞ্চায়েতের প্রধান শম্পা মাল জানান, মা- মাটি মানুষের স্বপ্নের প্রকল্প পানীয় জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। এমনিতে পাম্পের মাধ্যমে রাস্তায় রাস্তায় জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার কমছে। তাই বড়শাল থেকে বেশ কিছুটা দূরে উদয়পুরে দ্বারকা নদীর ধারে বোরিং করে রিজার্ভারে সেই জল সঞ্চয় করে বিভিন্ন গ্রামে পাইপলাইনের মাধ্যমে সেই জল নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর বাড়ি বাড়ি জল সংযোগ হবে। লালগোলার মিলন ঘোষের এজেন্সির কোম্পানিকে এই কাজ করছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল সেখ বলেন, বীরভূম জেলার মধ্যে প্রথমে রামপুরহাট বিধান সভার অন্তর্গত বড়শাল পঞ্চায়েতে এই কাজ শুরু হয়েছে। তাই ওখানে কাজ অনেকটা এগিয়েছে। দশদিন বাদে কাজ সরেজমিনে দেখতে যাব। গোটা জেলায় প্রায় কুড়ি শতাংশ কাজ এগিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প এই জল স্বপ্ন আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ তার সুফল পাবে। স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পানীয় জল, রোজগার, রাস্তাঘাট প্রতিক্ষেত্রে উন্নয়ন চলছে।

নেই পানীয় জল, বিক্ষোভ মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১০ জুন ঃ তীব্র দাবদহে পানীয় জল থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত নন্দীগ্রামের এক নম্বর বাবুখান বাড়ের বাসিন্দারা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভা নন্দীগ্রাম বিধানসভা। সেই বিধানসভায় তে পানীয় জল থেকে বঞ্চিত ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর বাবুখান বাড়ির বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ তিন থেকে চার মাস সারমাসেবলটি খারাপ হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন পঞ্চায়েতে অফিসে বারবার মাস-পিটিশন দেওয়া সত্ত্বেও কোনভাবে তার সদ-উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। বাসিন্দাদের অভিযোগ বর্তমান সময়ে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক হওয়ার জন্য এই বুথে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত থেকে সারিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। পঞ্চায়েত সমিতি বা বিডিও অফিসে অভিযোগ জানানো হয়েছে তবে বিডিও অফিস থেকে কোনভাবে ছাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না তাই জল বাধ্য হয় এলাকার মহিলারা কলসি-বালতি- মগ নিয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের অভিযোগ অবিলম্বে সারমাসেবল যদি সারানো না হয় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য আমিরুল ইসলামের দাবি এই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত থেকে সারিয়ে দেওয়া হচ্ছে না শুধু একটি নয় এই বুথে তিনটি সারমাসেবল খারাপ হয়ে আছে পঞ্চায়েতকে জানানোর পরেও সারানোর কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। তবে ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিমা মন্ডলের দাবি ওই গ্রামের গ্রাম সদস্য এখনো পঞ্চায়েতে এসে কোনভাবে এলাকার অভাব অভিযোগ পঞ্চায়েতে জানায়নি। গত পরশু হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রধানকে বিষয়টি জানায় বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রধান প্রতিমা মন্ডল আরো জানান ওই গ্রামের কোন সমস্যার কথা আজও লিখিত আকারে পঞ্চায়েত অফিসে দেয়নি । ওই এলাকার মানুষ জন তথা গ্রাম মেম্বার যে অভিযোগ করছে তার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

জোগান নেই, জামাইষষ্ঠীর বাজারে আমের দাম আকাশছোঁয়া এমনটাই মনে করছেন বিক্রেতারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জুন ঃ সময়মতো বৃষ্টি হয়নি, অতিরিক্ত গরম। ঝড়ে আমের দারুন ক্ষতি হয়েছে মালদা, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এবছর জলপাইগুড়ির বাজারে সেভাবে আমের জোগান নেই। জামাইষষ্ঠীর বাজারে আমের দাম আকাশছোঁয়া এমনটাই মনে করছেন বিক্রেতারা। এই মধ্যে ষষ্ঠীর দুদিন আগে জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি তে আমের বাজারে ক্রেতাদের লক্ষ্য করা গেল। জলপাইগুড়িতে হিম সাগর আম আসলেও এর চাহিদা তেমনভাবে নেই। দাম আকাশছোঁয়া। বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ১০০ থেকে ১২০ টাকা। তবে অন্যান্য আম বাজারে আসলেও দাম অনেক টাই বেশি রয়েছে। সাধারণ আম বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৮০ টাকা। তাও আবার সেরকম গত বছরের মত সাদও কম এবং দামও বেশি গত বছরের তুলনায়। ফলে এবার আমের বাজার জামাইষষ্ঠীতে আগুন থাকবে। তা এমনই বলছেন বিক্রেতারা। তবে কিছু কিছু আম বিক্রেতারা বলছেন অন্যান্য আমকে হিমসাগর আম বলে বিক্রি করছেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বিক্রেতারা। সব মিলিয়ে এবার আর কম দামে আম বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। এটা বলতেই হবে। এরই পাশাপাশি, জামাই ষষ্ঠীর আগে ময়নাগুড়ির বাজারে আমের চাহিদা তুঙ্গে। হাতেগোনা আর মাত্র দুদিন। তারপরেই বাঙালির ঘরে ঘরে পালিত হবে জামাই ষষ্ঠী। আর সেই উপলক্ষ্যে জামাইকে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে কোনো কিছুই খামতি রাখতে চাইছেন না শ্বশুড়িরা। ইতিমধ্যেই বাজার করতে শুরু করে দিয়েছেন শ্বশুড়িরা। বিভিন্ন ধরনের মাছ, মাংস সহ রকমারি মিষ্টি, দই এর ব্যবস্থা তো থাকছেই। জামাইষষ্ঠীতে আমের সম্ভার থাকবে না তা কি করে হয়। তাই ময়নাগুড়ি ফল বাজারে ইতিমধ্যেই ক্রেতাদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। তবে বাজারে আসলেও ফলের দাম দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন অনেকেই। স্বাভাবিকের তুলনায় এবার ফলের চাহিদা অনেকটা কম। আর সেই কারণেই বাজার দর একটু অস্বাভাবিক বলেই জানিয়েছেন ফল বিক্রেতারা। ফলে এবার জামাইষষ্ঠীর বাজার তেমন ভাবে জমবে না বলেই দাবি ব্যবসায়ীদের। জামাই ষষ্ঠীর জন্য ইতিমধ্যেই আমের রকমারি ধরন বাজারে এনেছেন ব্যবসায়ীরা। হিমসাগর, ল্যাংড়া, আম্রপালি, চোষা আম সহ কয়েক ধরনের আম রয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন ফল যেমন লিচু, আপেল, কমলা, পেয়ারা, তরমুজ রয়েছে দোকানে। স্বাভাবিকের তুলনায় ফলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তিত ক্রেতারা। শনিবার ফল কিনতে আসা এক ক্রেতা কৃষ্ণ দাস বলেন, এবার ফলের দাম একটু বেশি মনে হচ্ছে। জামাই ষষ্ঠীর আগে কিছু কিছু বাজার করে রাখছি । আরেক ক্রেতা পপি রায় বলেন, জামাই ষষ্ঠীর জন্য ফল কিনতে বাজারে এসেছি। বেশ কয়েক ধরনের ফল কিনলাম। স্বাভাবিকের তুলনায় দাম একটু বেশি মনে হলো। ফলের দাম বৃদ্ধি বাজার তেমন ভাবে জমবে না বলেই মনে করছেন ফল ব্যবসায়ীরা। এই বিষয়ে এক ফল বিক্রেতা ভুবন রায় বলেন, মনে হচ্ছে এবার বাজার তেমন জমবে না। ফলের দাম একটু বেশি আছে। তাছাড়া ফলের জোগান এবার তুলনামূলক ভাবে কম। আরেক ব্যবসায়ী বলেন, বাজারে অনেক ধরনের ফল আছে। আমের মধ্যে হিমসাগর, ল্যাংড়া, চোষা আম রয়েছে। মানুষজন আসছেন ফল কিনছেন।

সুন্দরবনের কুমিরমারী দ্বীপে অসহায় মানুষদের পাশে এগিয়ে এলো নদীয়ার একটি সংস্থা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর , ১০ জুন ঃ মানুষ মানুষের পাশে। ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবার সুন্দরবনে নদীয়ার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। প্রায় চার ঘন্টা জলপথ দিয়ে সুন্দরবনের কুমিরমারী দ্বীপে গিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন সংস্থার প্রতিনিধিরা। গ্রামের লাগোয়া সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদিবাসী মানুষ এবং সাধারণ মানুষ বসবাস করেন। এর আগে যশ ঘূর্ণিঝড়ে গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে দেখতে পান তাদের যে করুণ পরিস্থিতি । তখন থকেই তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেয় এইসব পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর। এরপর থেকেই গ্রাম বাসীদের আবেদনে তাঁরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে গোটা বছর তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করে এবং সেই মতোই এবারও তাঁরা যায় সুন্দরবনের সেই আদিবাসী গ্রামে। তাদের উদ্যোগে প্রতিবছর পালন করা হয়ে থাকে বিশ্ব আদিবাসী দিবস শিকড়ের টানে। উদ্দেশ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিল্প সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার ঘটানো। ইতিমধ্যেই কুমিরমারি দ্বীপে হাজারের ও বেশি গাছ লাগিয়েছে তাঁরা। প্লাস্টিক মুক্ত দ্বীপ এই স্লোগান উঠিয়ে মানুষকে সজাগ করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। এখানে বাস করেন প্রায় হাজারের বেশি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। সুন্দরবনের আদিবাসীদের নিজ রাজ্য ছেড়ে এই রাজ্যে নিয়ে আসার এক ঐতিহাসিক কাহিনী আছে যার সূত্রপাত হয়েছিল তৎকালীন ইংরেজ সরকারের হাত ধরে। জানা যায় সুন্দরবনের আদিবাসীদের আনা হয়েছিল ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন কাজে। ভাবতে অবাক লাগে যারাই ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে বাঘের পেটে গিয়ে গভীর জঙ্গলকে জনবসতির জমিতে পরিণত করে তাঁরাই আজ তাদের ভূমি থেকে বঞ্চিত। এই সমস্ত মানুষদের মূলত চাষাবাদ আর মাছ ধরাই তাদের এখন প্রধান জীবিকা হয়ে উঠেছে। সুন্দরবনের প্রতিবছর নানান ধরনের দুর্যোগ লেগে থাকে আর যার কারণে নোনা জল জমিতে ঢুকে এবং অন্যদিকে নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে পেটের দায়ে দ্বীপ ছেড়ে ভিন দেশে গিয়ে পড়ে আছেন কাজের তাগিদে। দ্বীপের শিশুরা কেউ মা-বাবার সঙ্গে অন্য দেশে পাড়ি দিয়েছে কেউ আবার আত্মীয়ের কাছে পড়ে রয়েছে যার ফলে তাদের পড়াশোনা সংকটে। আর সেই কারণেই কলতান এর একটি শাখা এই দ্বীপে স্থাপিত করা হয়। যেখানে আদিবাসী শিশুদের শিল্প শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখা যায়। শিশুরা বাদ্যযন্ত্র যেমন - ধামসা-মাদল সঙ্গে ঝুমুর গানের শিক্ষা নেয় এই বিদ্যালয় থেকেই। যদিও বর্তমানে সেখানে আদিবাসী শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিশুদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। দিশারী সংস্থার প্রচেষ্টায় এখানকার আদিবাসী শিল্পীদের আজ ভারত সরকারের সেন্ট্রাল বিওডো অফ কমিউনিকেশনের অন্তর্গত সং এন্ড ড্রামা ডিভিশনে শিল্পী হিসেবে তাদেরকে নথিভুক্ত করানোর প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, যা সুন্দরবন এ এই প্রথমবার। এই প্রসঙ্গে সংগঠনের এক কর্ণধার জানান এই কুমিরমারি দ্বীপের সঙ্গে এক মজবুত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার ফলে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে কঠিন কাজ সম্পূর্ণ করা হচ্ছে বারংবার। আয়লা এবং যশের মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে জয় করে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া রেমাল দুর্যোগকেও জয় করেছি আমরা। ছাদবিহীন ক্ষতি গ্রস্ত ঘর বাড়িগুলোতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন শুকনো খাবার, মশারি, মহিলাদের শাড়ি, শিশুদের জন্য ঔষধপত্র ও পড়াশোনা সামগ্রী পাশাপাশি বেশ কিছু ত্রিপল ও তুলে দিয়েছি আমরা। এবং ভবিষ্যতেও আমরা তাদের পাশে থাকবো।

দক্ষিণ সিকিমে প্রবল বৃষ্টি, ধসে কমপক্ষে মৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, গ্যাংটক , ১০ জুন ঃ মাসের শুরু থেকে টানা বৃষ্টি। আর বৃষ্টির জেরেই বিপর্যস্ত দক্ষিণ সিকিম। ধসে আটকে বহু পর্যটক, মৃত একাধিকজন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধার কাজ। প্রশাসনিক কর্মীদের পাশাপাশি উদ্ধারকার্যে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রা। দুর্গতদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। একে বৃষ্টি তার উপর দোসর ধস। টানা কিছুদিনের বৃষ্টিতে ব্যাহত দক্ষিণ সিকিমের জনজীবন। গ্রামবাসীরা জানান, কিছুদিন ধরে রাতভর বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির জেরে কার্যত গৃহবন্দি তারা। সোমবার ভোররাতে আচমকাই বিকট এক শব্দে ঘুম ভেঙে যায় গ্রামের সকলের। বাইরে আসতেই চোখে পরে পাহাড়ের উপর থেকে বড় বড় পাথর নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে। পাথরের আঘাতে ভেঙে পড়ে বেশ কয়েকটি বাড়ি। ভগ্নস্তূপের নীচে আটকে পরে অনেকেই। প্রশাসনের কাছে খবর পৌঁছাতেই উদ্ধার কার্যে এগিয়ে আসে তারা। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মীদের সাথে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন গ্রামের সাধারণ মানুষও। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধার কাজ। ধসের কারণে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৮টি বাড়ি। আহতদের সকলকেই নিয়ে যাওয়া হয় নামচি হাসপাতালে। এখনও পর্যন্ত ধসের কারণে আটকে বহু পর্যটক। ঘটনায় মৃত এক মহিলা সহ ৩।

গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে প্রণব

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ জুন ঃ সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা। অভাবের সংসারে নিজেকে চালাতে হচ্ছে টোটো। কিন্তু এলাকার উঠতি বয়সিদের বিপথগামী হতে দেখে নিজে ঠিক থাকতে পারেননি। তাই টোটো চালানোর ফাঁকেই যুবক- যুবতীদের দিচ্ছেন ক্যারাটে প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলতলি ভান্ডানির শাকালুরহাটের বাসিন্দা প্রণব বর্মন। একজন টোটো চালকের এমন উদ্যোগে এলাকায় ফিরছে সুস্থ পরিবেশ। দুঃস্থ পরিবারের বহু শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দেন তিনি। বর্তমানে ফালাকাটা ব্লকের তিনটি জায়গায় এই ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন প্রণব।

উত্তর-পূর্ব রেলে জল সংগ্রহের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে

গোরখপুর, ১০ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব রেলে জল সংগ্রহের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। জল সংরক্ষণের জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন উত্তর-পূর্ব রেলের ৩৬টি স্থানে ৫০টি বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা স্থাপন করেছে এবং অন্যান্য ১৮টি জায়গায় সেগুলি স্থাপনের কাজ চলছে। সদর দফতর গোরখপুরে রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাব, রেলওয়ে সুরক্ষা বিশেষ বাহিনী, রাজি ক্যাম্প, প্রধান প্রকৌশলী অফিস, প্রধান চিফ পার্সোনেল অফিসার অফিস, উপ-প্রধান প্রকৌশলী গোরখপুর এলাকা অফিস, রেল ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন হোস্টেল, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, মাল্টি ট্রেনিং সেন্টার মেথড ট্রেনিং সেন্টার হোস্টেল, ললিত নারায়ণ রেলওয়ে হাসপাতাল, নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে বয়েজ এবং নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে গার্লস ইন্টার কলেজ, গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ লাইন, সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, ট্রানজিট হাউস, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজারের অফিস, প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, বরুণা রেলওয়ে অফিসারের রেস্ট হাউস, রাপ্তি রেলওয়ে কর্মকর্তাদের রেস্ট হাউস এবং প্রধান আর্থিক উপদেষ্টার অফিসে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। বারাণসী বিভাগের বিভাগীয় রেলওয়ে হাসপাতাল, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, গাজিপুর সিটি রেলওয়ে স্টেশন, সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলীর অফিসসিওয়ান, বেনারস রেল স্টেশন, ভাটনি রেলওয়ে স্টেশন, ছাপরা রেল স্টেশন, কাসগঞ্জ এবং বেরেলি সিটি রেল স্টেশন, কাজগঞ্জ ডিভিশন, কাজগঞ্জ ডিভিশন। লালকুয়ান কোচিং ডিপো এবং ডিভিশনাল রেলও ম্যানেজারের অফিস, অবধ রানিং রুমলখনউ, লখনউ-এ রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম ইনস্টল করা হয়েছে।

অর্থের অভাব, জয়েন্ট এন্ট্রান্সে বাজিমাত জায়েদ আনসারীর

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ১০ জুন ঃ ভাঙ্গা ঘরে যেন চাঁদের আলো। অর্থের অভাবে বাইরে পড়াশুনা করতে যেতে না পারলেও দারিদ্র্যতার সংসারে বাড়িতে বসে অনলাইনে কোচিং নিয়ে পড়াশুনা করেই জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা তথা WBJEE পরীক্ষায় বাজিমাত মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নতুন লোহরপুর গ্রামের ছাত্র জায়েদ আনসারীর। সম্প্রতি প্রকাশিত WBJEE পরীক্ষার ফলাফলে ৬৬০ র‍্যাঙ্ক করেছেন ওই ছাত্র। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসে একটি ঘরের মধ্যেই বসবাস করে বাড়ির সকলের সঙ্গে থেকে পড়াশুনা করেই চমকপ্রদ সাফল্য এসেছে জায়েদের। সামশেরগঞ্জের নতুন লোহরপুর গ্রামের আজাদ হোসেন ও মুনিরা বিবির এক মেয়ে ও দুই ছেলের মধ্যে বড় জায়েদ আনসারী। বাবা পেশায় একটি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী। মা বিড়ি শ্রমিক। সামান্য টাকায় সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হয় বাবা আজাদ হোসেনকে। বাড়িতে একটি মাত্র ঘর। তাও আবার টালির। ছোট্ট বারান্দার মধ্যেই রান্নাবান্না। বর্ষার দিনে চরম কষ্টে দিন গুজরান করতে হয় তাদের। রাতে বৃষ্টির জলে ভিজে যায় ঘর। তিন ছেলে মেয়েকে নিয়ে এভাবেই কষ্ট করে জীবন যাপন করতে হয়। এরই মাঝে সামশেরগঞ্জের চাচন্ড বি জে হাইস্কুল থেকেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে জায়েদ আনসারী। তারপরেই শুরু জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রস্তুতি। বেশ কিছুদিন বাড়ি থেকে প্রস্তুতি নিলেও সমস্যা হওয়ায় জঙ্গিপুরের মামার বাড়ি ছুটে যায় জায়েদ। সেখান থেকে কিছুদিন পড়াশুনা করেই পরীক্ষায় বসে সে। তাতেই কার্যত বাজিমাত করে জায়েদ আনসারী। ফলাফলে ৯৩.৯১৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে ৬৬০ র‍্যাঙ্ক করেছে জায়েদ। এদিকে এত সুন্দর রেজাল্ট হওয়ার পরেও পড়াশুনা নিয়ে অনিশ্চিত অবস্থা তৈরি হয়েছে জায়েদ আনসারীর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি সেক্টরে ভর্তি হতে চাইলেও আর্থিক অনটনে কোন দিকে এগোবে তা ভেবে পাচ্ছেন না পরিবারের সদস্যরা। ছেলের রেজাল্ট নিয়ে সাময়িক উচ্ছসিত হলেও কিভাবে তাদের এই মেধাবী ছাত্রের পড়াশোনা চালিয়ে যাবেন বাবা-মা তার চিন্তাই ঘুম বন্ধ হয়েছে তাদের।

বাঁকুড়া সদর বিধানসভায় পিছিয়ে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১০ জুন ঃ বাঁকুড়া লোকসভা আসনটি বিজেপির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেও বাঁকুড়া সদর বিধানসভাতে পিছিয়ে রইলো তৃণমূল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় বাঁকুড়া সদর বিধানসভার অন্তর্গত বাঁকুড়া পুরসভার দখল তৃণমূলের হাতে থাকলেও ২৪ ওয়ার্ডের এই পুরসভায় মাত্র তিনটি ওয়ার্ড ছাড়া সবকটিতেই পিছিয়ে তৃণমূল। পুর নির্বাচনে ২১ টি ওয়ার্ডে তৃণমূলের প্রার্থীরা জয়ী হয়, বাকি তিনটি ওয়ার্ডে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ প্রার্থীরা নির্দল হিসাবে জয়ী হয়। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে সংখ্যালঘু অধ্যূষিত ১৯ নং,১২ নং ওয়ার্ডে বিজেপি যথাক্রমে ১২২২ ভোটে ও ৩৩৫ ভোটে পিছিয়ে। এছাড়া ২ নং ওয়ার্ডে মাত্র ৪৪ ভোটে পিছিয়ে ছিল বিজেপি। এছাড়াও তুল্যমূল্য লড়াই হয়েছে ৬ নং ওয়ার্ডে। বাঁকুড়া পুরসভা ছাড়াও বাঁকুড়ার ৯টি অঞ্চল রয়েছে সদর বিধানসভায়। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে ৯ টি অঞ্চলের মধ্যে ৬ টিতেই এগিয়ে বিজেপি।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএলএস-এএসএন-টিএমবি-এমআরবি-২৪, তারিখঃ ০৭.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিইই/টিআরএস, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রমাণিত অভিজ্ঞতা এবং নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনে আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** দুই বছরের জন্য ইলেকট্রিক লোকো শেড, আসানসোলে লোকো বডি ওয়াশিং, টিএমবি/এমআরবি ফিল্টার অপসারণ, পরিস্কার এবং ফিটিং, ওসিবি ফিল্টার অপসারণ, পরিস্কার এবং ফিটিং, ব্লোয়িং (মায়ো ফিল্টার) ফিল্টার পরিস্কার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২২,২৩,৫৭৫.৫৬ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ৩০০০ টাকা। **বন্ধ ও খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টেয় বন্ধ হবে এবং দুপুর ৩টেয় খোলা হবে। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ২৪ মাস। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।
ASN-77/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৭৯, তারিখঃ ০৭.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/০৯/২৪-২৫/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে কৃষ্ণনগর সিটি জং.-লালগোলা শাখায় এসএসডিএসি সহ ব্লক প্রুভিং অ্যাক্সল কাউন্টার (বিপিএসি) রিডানডেন্সির ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫,৪৭,৪৫,২৭৮.৪৮ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ৪,২৩,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৯ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ২৪.০৬.২০২৪। **টেন্ডার জমা শেষের তারিখঃ** ০৮.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ০৮.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in**। **কারিগরী যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতাকে অবশ্যই টেন্ডার আহ্বানের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্যাটেগরির যে কোনও একটি কাজ সফলভাবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পূর্ণ করতে হবেঃ (১) তিনটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৩০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (২) দুটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৪০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (৩) একটি সমরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৬০ শতাংশের সমতুল হতে হবে। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার অবশ্যই ভি/এন অথবা 'ভি' যেটি কম হবে, সেটির ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে, যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য, এন = আহ্বান করা বিডের জন্য কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুযায়ী পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে ''মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্টের'' গড় অনুযায়ী গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনা করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না থাকে তবে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনার জন্য বিচার্য হবে। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে সার্টিফিকেট/চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা সার্টিফায়েড নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের কপি সহ জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VIB (বর্তমান টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য টেন্ডারদাতা জমা করবেন। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবেঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী। **সমরূপ কাজঃ** ''প্যানেল ইন্টারলকিং অথবা রুট রিলে ইন্টারলকিং অথবা ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং অথবা আইবিএইচ অথবা অটোমেটিক সিগন্যালিং অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা এএফটিসি অথবা এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি''-এর যে কোনও একটি কাজ বর্তমান টেন্ডার কাজের জন্য সমরূপ কাজ হিসাবে বিচার্য হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার অফারের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী যোগ্যতামান পূরণ সাপেক্ষে তাদের দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করবেন। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা শংসাপত্রের সমর্থনে সার্টিফিকেট/নথিপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় টেন্ডারদাতা অথবা টেন্ডারিং ফার্মের অনুমোদিত প্রতিনিধির দ্বারা স্ব-প্রত্যায়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যায়িত-এর মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) থাকতে হবে।
SDAH-82/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নামঃ** ০৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং** মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ক্যাটালগ নংঃ পার্ক-হাওড়া-১৪

ক্রমিক নং, লট নং. / ক্যাটেগরি এবং স্টেশনের নামঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই-টিডব্লু-৮০-২২-২ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), সালার **(২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-টিবিএই-টিডব্লু-৫৮-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), ত্রিবেণী (II) **(৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিআরপিএ-টিডব্লু-৪২-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বারুইপাড়া **(৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এইচজিওয়াই-টিডব্লু-১৮৭-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), হুগলী (II) **(৫)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএলএই-টিডব্লু-২৫১-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), পালসিট (I) **(৬)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিটিএই-টিডব্লু-২৪৪-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), ধাত্রীগ্রাম **(৭)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএলএই-টিডব্লু-২৫২-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), পালসিট (II) **(৮)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-টিডব্লু-২৫৭-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার) (কেবলমাত্র রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য), বর্ধমান **(৯)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসআইইউ-টিডব্লু-৬৭-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), সিঙ্গুর **(১০)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিওজিটি-টিডব্লু-৬৬-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), গোঘাট **(১১)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিডিএই-টিডব্লু-১৩৫-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), চন্দনপুর (I) **(১২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিসিএফ -টিডব্লু-১০৪-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বনকাপাসি **(১৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি -এমএক্স-৬৫-২২-১ (পার্কিং-মিক্সড), আরামবাগ **(১৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি -আরডব্লু-৯৫-২২-১ (পার্কিং-থ্রী হুইলার), শক্তিগড়। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ২১.০৬.২০২৪ তারিখ সকাল ১১ টা।
HWH-101/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
01/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Survey, Demarcation, Soil Testing and DPR Preparation for restoration of Existing Green Belt at Haldia Petrochemicals Ltd. Over 103 Ha.	11.06.2024	19.06.2024

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

জয়নগরের তৃণমূল বিধায়ক ও তাঁর নিকট আত্মীয়দের বুথে গো হারা হারলো তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, উঠলো প্রশ্ন কারণ কি

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১০ জুন ঃ জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে তৃণমূল প্রার্থী। তৃতীয়বার সংসদে গেলেন প্রতিমা মন্ডল। তবে জয়ের কাঁটা জয়নগরের তৃণমূলের বিধায়কের। নিজের বুথ সহ অধিকাংশই বুথে ভরাডুবি তৃণমূলের জয়নগর বিধানসভায়। একসময়ে এস ইউ সি আই এর দুর্জয় ঘাঁটি এখন তৃণমূলের দুর্জয় ঘাঁটি জয়নগর তপশিলী লোকসভা কেন্দ্র। পরপর তিনবার এই লোকসভা আসন থেকেই জয় লাভ করেছেন প্রাক্তন রাজ্য সরকারের আমলা তথা দাপুটে তৃণমূলের নেতা ও প্রয়াত মন্ত্রী, সাংসদ গোবিন্দ চন্দ্র নস্করের কন্যা প্রতিমা মণ্ডল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এই লোকসভা আসনটি এবারেও ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ২১৯ টি ভোটে জয়লাভ করে রীতিমতো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে দলের অন্দরে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছেন প্রতিমা মণ্ডল। জয়নগর, কুলতলি, ক্যানিং পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, বাসন্তী গোসাবা ও মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত এই লোকসভার আসন। এই লোকসভা কেন্দ্রটি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চল নিয়ে গঠিত। তবে এই বিপুল জয়ের মধ্যে কাঁটা একটাই সেটা হল খোদ জয়নগর তপশিলি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের নিজের বুথ অর্থাৎ নিজের জন্মস্থান জয়নগর বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের মায়াহাওড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দাড়া গ্রাম। সেখান কার ১৬৬ নম্বর বুথের তিনি ভোটার। আর সেই বুথেই ৮০ ভোটে বিজেপির ডা. অশোক কান্ডারীর থেকে পিছিয়ে গেছে তৃণমূলের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল। শুধু ওই মায়াহাওড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৭ টি বুথের মধ্যেই ১৩ টি বুথেই পিছিয়ে তৃণমূল। শুধু বিধায়ক তাঁর জন্মস্থান নয় বর্তমান তিনি একই বিধানসভা এলাকার জয়নগর ১ নং ব্লকের দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। যে পাড়ায় তিনি থাকেন সেখানকার বুথ নম্বর হলো ১৬। আর সেই বুথেই ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। এখানেও বিজেপির থেকে ১৮৬ টি ভোটে পিছিয়ে তৃণমূল। বিধায়কের শ্যালক তুহিন বিশ্বাস আবার জয়নগর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। তাঁর স্ত্রী ঋতুপর্ণা বিশ্বাস ও জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। তাঁরা বিধায়কের বাড়ির পাশের ২২ নম্বর বুথের ভোটার। সেই বুথেই ১০৯ টি ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী পিছিয়ে গেছে বিজেপির থেকে। একইভাবে দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান জয়ন্তী হালদার তিনিও ওই একই বুথের ভোটার। বিধায়কের অপর এক শ্যালক তাপস বিশ্বাস দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ বারাসত শিবদাস আচার্য হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি পদেও রয়েছেন। একই পরিবারের তিনজন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকলেও কোন ভাবেই ভরাডুবি রুখতে পারেননি তাঁরা। দক্ষিণ বারাসত অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সজল দাসের ১৪ নম্বর বুথেও ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। গোটা দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪ টি বুথের মধ্যেই তৃণমূলের ভরাডুবি হয়েছে ১৫ টি বুথে। সংখ্যালঘু বুথ গুলিই একমাত্র জয় পেয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল এই পঞ্চায়েতে বিজেপির থেকে এগিয়ে ছিলো ১,২, ৩,৪, ৫, ৬,৮,৯,১০ নং বুথ গুলিতে, মোট ৯ টি বুথে তৃণমূল এগিয়ে ছিল। আর বিজেপি এগিয়ে ছিল ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং বুথে। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের একটিও বুথে জয়লাভ করতে পারেনি বিজেপির কোন প্রার্থী। এবারে এই পঞ্চায়েতে বিজেপির ডা. অশোক কান্ডারীর প্রাপ্ত ভোট ৭৯১০ টি ভোট এবং তৃণমূলের প্রতিমা মন্ডলের প্রাপ্ত ভোট ১০,০১৭ টি ভোট। তৃণমূল এই পঞ্চায়েত থেকে মাত্র ২ হাজার ১০৭ টি ভোটে লিড পায়। আবার জয়নগর ১ নম্বরপঞ্চায়েত সমিতির পাশাপাশি জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আবার তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের নিকট আত্মীয় প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল। প্রিয়াঙ্কা আবার জয়নগর ২ নং ব্লকের বেলে- দুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৮২ নম্বর বুথের ভোটার। আর তার বুথেই ২২৫ টি ভোটে বিজেপির থেকে পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল বিধায়কের নিজের বুথে দলের এই ভরাডুবি তে উঠে গেছে প্রশ্ন। যা একেবারে অস্বস্তির জায়গায় ফেলে দিয়েছে বিধায়ককে। বিপুল জয়লাভের পরেও বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয়েছে তৃণমূলের সাংসদ থেকে জেলা নেতৃত্বকে। যদিও এই বিষয়ে বিধায়কের কোন প্রতিক্রিয়া না মিললেও জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূলের বিজয়ী সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, 'আমার প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় প্রচারের দ্বায়িত্বে ছিলেন নিজ নিজ বিধানসভা এলাকার বিধায়করা। আমি বিধায়কদের তৈরী কর্মসূচি অনুযায়ী প্রচারও করেছি। মানুষ আমাকে আশীর্বাদ করেছেন বলেই ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ২১৯ টি ভোটে জয়ী হয়েছি। তবে জয়নগরের বিধায়কের নিজের বুথ কিংবা নিজের আত্মীয়দের বুথে আমরা কেন পরাজিত হয়েছি সেটা একমাত্র বিধায়কই তাঁর সদুত্তর দিতে পারবেন।' তবে তৃণমূল বিধায়কের বুথে ভরাডুবি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী দল বিজেপি। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার দলীয় মুখপাত্র সঞ্জয় নায়েক বলেন, 'জয়নগরের বিধায়কের বুথে ভোটের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটেছে। যে কারণে বিজেপি ওখানে তৃণমূলকে পিছিয়ে দিয়েছে। বাকি জায়গায় মানুষকে ভয় ও সন্ত্রাস করেই তৃণমূল জয়ী হয়েছে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। আর সামনে ২০২৬ সালে বিধানসভার নির্বাচন। আর এই ফলাফলে রীতিমতো অস্বস্তিতে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। জয়নগর ১ নং ব্লকের উত্তর দূর্গাপুর পঞ্চায়েত ও জয়নগর ২ নং ব্লকের গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েত থেকে সবচেয়ে বেশি লিড পেয়েছে তৃণমূল। আর জয়নগর বিধানসভার একমাত্র মায়াহাওড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে পরাজয় হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর। আর ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে তাই শুরু হয়ে গেছে চুলচেলা বিশ্লেষণে।

‘মহাদেশ বদলে যায়, ভারত-পাক ম্যাচের ফল বদলায় না’

নিউ ইয়র্ক, ১০ জুনঃ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের স্থান বদলে যায়। কিন্তু ফলের কোনও অন্যথা ঘটে না। ভূ-গোলার্ধের নানা প্রান্তে দুই দেশের মহারণ ঘিরে উন্মাদনা থাকে। সীমান্তেও থাকে আগ্রহ। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের রেকর্ড অত্যন্ত ভাল। ভারত এগিয়ে রয়েছে ৮-১ ব্যবধানে। টি-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ ম্যাচেও রোহিতরা উড়িয়ে দিয়েছেন বাবর আজমের দলকে। এই মহারণ দেখতে মাঠে ছিলেন সচিন তেন্ডুলকার ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সচিন সপরিবারে ছিলেন নিউইয়র্কের নাসাউ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। এমনকী সৌরভও রথ দেখা কলা বেচা, দুটি বিষয় পূরণ করতে আমেরিকা গিয়েছেন। সচিন ভারতের ম্যাচ দেখে একপ্রকার উচ্ছ্বসিত। রোহিতদের জয়ের পরে সচিন বোঝাতে চেয়েছেন, দেশ থেকে দেশ বদলায়, মহাদেশেরও বদল ঘটে, কিন্তু দুই দেশের মধ্যে ম্যাচের ফলের অন্যথা ঘটে না। সেই জেতে ভারতীয় দল। এমনকী সচিন আরও জানিয়েছেন, ‘‘ভারত বনাম পাকিস্তান। নতুন মহাদেশ, ফল একই। হতে পারে টি-২০ ক্রিকেটে ব্যাটারদের খেলা কিন্তু নিউ ইয়র্কে আজ সকলের চোখ টেনে নিল বোলাররা। কী রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ! আমেরিকার অসাধারণ পরিবেশ এবং মহান খেলার অসামান্য প্রদর্শন। দারুণ খেলেছো ভারত।’’

নিউইয়র্কে রোহিতদের জয়ের পরেই ফের ভারত-পাক ম্যাচ!

দুবাই, ১০ জুনঃ টি২০ বিশ্বকাপে সবেমাত্র জিতেছে ভারতীয় দল। রবিবার গ্রুপ পর্বের ম্যাচে নিউইয়র্কে রোহিতদের দুরন্ত জয়ের পরে নানা প্রশংসা ভেসে আসছে। বলা হচ্ছে, ভারতীয় ক্রিকেটারদের স্নায়ুর জোর অনেক বেশি। তারা যেভাবে হারা ম্যাচ বের করেছে, সেটিতে বোঝা যায় দলের ভারসাম্য ভাল জায়গায়। ভারত-পাক ম্যাচ মানেই আলাদা উন্মাদনা। ভূ-গোলার্ধের যেখানেই এই ম্যাচ হোক না কেন, টানটান উত্তেজনা থাকবেই। আমেরিকার নাসাউ স্টেডিয়ামে ম্যাচেও সেটি দেখা গিয়েছে। একটা লো স্কোরিং ম্যাচ কীরকম টেনশনের চোরাস্রোত বইয়ে দেয়, সেটি এই ম্যাচে দেখা গিয়েছে। এই মহারণের উত্তাপ কাটতে না কাটতেই আইসিসি পরের ভারত-পাক ম্যাচের স্থান

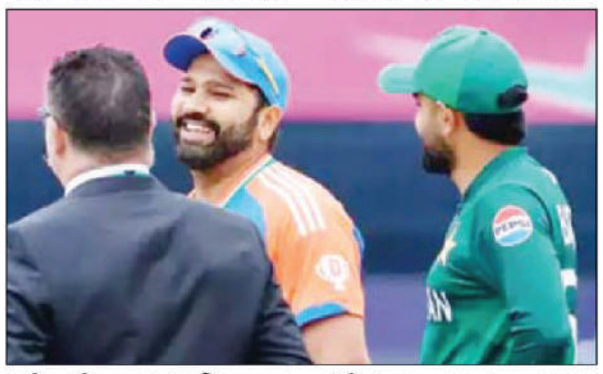

জানিয়ে দিয়েছে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর, যাকে বলা হয় মিনি বিশ্বকাপ। সেই টুর্নামেন্টের শেষ গ্রুপ ম্যাচে খেলবে ভারত ও পাকিস্তান। ওই ম্যাচটি হবে লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে। লাহোর ছাড়াও রাওয়ালপিণ্ডি ও করাচিতে হবে বাকি ম্যাচ। মোট ২০দিনের টুর্নামেন্টে আট দলকে নিয়ে মোট ১৫টি ম্যাচ হবে। দুটি গ্রুপে দলকে ভাগ করা হবে। লাহোরে হবে সাতটি ম্যাচ, রাওয়ালপিণ্ডিতে হবে পাঁচটি ম্যাচ ও বাকি তিনটি ম্যাচ করাচিত ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হবে বলে জানা গিয়েছে। এর আগেও এশিয়া কাপের ম্যাচ হয়েছিল পাক মাটিতে। সেবার যায়নি ভারতীয় দল। এবার আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচে ভারতকে যেতেই হবে, কারণ না হলে অনেক অর্থ লোকসান বাবদ দিতে হবে। ভারত সরকার অবশ্য এখনও সবুজ সংকেত দেয়নি এই সফরের জন্য। তবে এখনও প্রায় আটমাস বাকি, সেক্ষেত্রে অনুমতি মিলবে, সেটাই মনে করছে ক্রিকেটমহল।

মরসুমের প্রথম অনুশীলন মোহনবাগানের, কারা উপস্থিত প্র্যাক্টিসে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ মাঠে নেমে পড়ল মোহনবাগান। সোমবার থেকেই কলকাতা লিগের প্রস্তুতি শুরু করে দিল সবুজ-মেরুন শিবির। নয়া কোচ ডেগি কার্ডোজোর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন শুরু করল মোহনবাগানের রিজার্ভ দল। দীপেন্দু বিশ্বাস, রাজ বাসফোর, অমনদীপ সিং, সুহেল ভাটরা প্রথম দিনের অনুশীলনেই বল পায়ে মাঠে নেমে পড়লেন। শুরুতে ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের পর দীর্ঘক্ষণ ফুটবলারদের অনুশীলন করান ডেগি কার্ডোজো। প্রথম দিনের অনুশীলনে মাঠে দেখা গেল সুমিত

রাঠিকে। গত মরসুমে পারিবারিক কারণে বেশ কয়েক মাস মাঠের বাইরে ছিলেন সুমিত। নতুন কোচ ডেগি কার্ডোজোর পাশাপাশি নতুন গোলকিপার কোচ অভ্র মণ্ডলও হাজির ছিলেন প্রথম দিনের অনুশীলনে। অভিষেক সূর্যবংশী, নয়া গোলকিপার রাজা বর্মন অবশ্য প্রথম দিনের অনুশীলনে গরহাজির ছিলেন। কলকাতা লিগের জন্য ৩১ জন ফুটবলারের স্কোয়াড তৈরি করেছে মোহনবাগান। এবছর আগেভাগে লিগের বল গড়াবে। তাই দ্রুত অনুশীলন শুরু করে দিল মোহনবাগান। গত বছর ঘরোয়া লিগে সাফল্য পায়নি মোহনবাগান। তাই এবছর ঘরোয়া লিগ জিততে মরিয়া মোহনবাগান। কোচ, সাপোর্ট স্টাফ বদলে ফেলা হয়েছে। কলকাতা লিগের জন্য শক্তিশালী দলও গড়েছে সবুজ মেরুন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক।

বুমরার সামনে বুম হাতে সঞ্জনা, একেই বলে ‘কাপল গোলস’

নিউ ইয়র্ক, ১০ জুনঃ বুম বুম বুমরা এই স্লোগানেই রবিরাতে মেতেছিল নাসাউ স্টেডিয়ামে থাকা ভারতীয় সমর্থকরা। তিনি না থাকলে এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের পাকবধ হয়তো সম্ভব হত না। জসপ্রীত বুমরা যে বিশ্বমানের বোলার তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। নিউ ইয়র্কে টানা ২টো ম্যাচ জিতল ভারত। আর ভারতের জার্সিতে ২ ম্যাচেই সেরার পুরস্কার ঝুলিতে ভরে নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন

জসপ্রীত বুমরা। ৪ ওভারে মাত্র ১৪ রানে বুমরা তোলেন ৩ উইকেট। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা বুমরা বন্দনায় মেতে রয়েছেন। ভারত-পাকিস্তানের মতো হাইভোল্টেজ ম্যাচে সেরার পুরস্কার পাওয়ার পর জসপ্রীত বুমরা পান আরও একটি উপহার। কী তা? বিশ্বকাপের মেগা ম্যাচের শেষে ভারতীয় টিমের পাক-বধের নায়ক জসপ্রীত বুমরার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাঁর স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন। তাই নেটিজেনদের অনেকেই বলছেন, এটা দ্বিতীয় উপহার বুমরার। আসলে বুমরার স্ত্রী সঞ্জনা ক্রীড়া সঞ্চালক। আইসিসির ডিজিটাল টিমের সঙ্গে তিনি যুক্ত। বুমরাকে ভারত-পাক ম্যাচের শেষে সঞ্জনা প্রথমে তাঁকে জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানান। তারপর এই ভারত-পাক লড়াই এবং নিউ ইয়র্কে তিনি কেমন বোলিং উপভোগ করেছেন, সেই নিয়ে জানতে চান। সঞ্জনার প্রশ্নের উত্তরে বুমরা বলেন, ‘‘একটা দারুণ দিন। কিছুক্ষণ পর উইকেট বদলে গিয়েছিল। কারণ গতবার আমরা যে উইকেটে খেলেছিলাম, সেটা অনেক বেশি সাহায্য করেছিল। সকালে মেঘে ঢাকা ছিল, পরে আবার সূর্য উঠেছিল। এরপর উইকেট শুকিয়ে গিয়েছিল। তাই ব্যাটিং ভালো হয়েছে। আমরা খুব খুশি যে আমরা নিজেদের পক্ষে ম্যাচ আনতে পেরেছি। বার বার চেয়েছি ওদের পক্ষে যেন রান করা কঠিন হয়। আমরা কখনওই কোনও পর্যায়ে আতঙ্কিত হইনি। তাই আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটি ভালো লক্ষণ।’’ সোশ্যাল মিডিয়ায় বুমরা-সঞ্জনার সাক্ষাৎকারের কিছু ভিডিয়ো ক্লিপিংস ভাইরাল হয়েছে। যেখানে নেটিজেনরা কমেন্ট করেছেন, ‘একেই বলে কাপল গোলস।’

ড্রেসিংরুমে পন্থকে সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার দিলেন রবি শাস্ত্রী

নিউ ইয়র্ক, ১০ জুনঃ ইস বার ৭-১ (এ বার ৭-১)-এই লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ম্যাচে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া। টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে ফের একবার হারাল ভারত। টিম ইন্ডিয়ায় এই জয় নিয়ে চর্চা বহুদিন চলবে। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঋষভ পন্থ ছাড়া ভারতের কোনও ব্যাটার ভালো পারফর্ম করতে পারেননি। ঋষভ পন্থের ৪২ রান না হলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত হয়তো দলগত ১১৯ রান তুলতে পারত না। ভারতের ব্যাটিং শেষ হলেও পন্থের কাজ শেষ হয়নি। উইকেটের পিছনে তিনি পাক ম্যাচে বেশ উজ্জ্বল ছিলেন। সেই সুবাদে সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার জিতেছেন ঋষভ পন্থ। এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচেও সেরা ফিল্ডারের পুরস্কারের নমিনেশনে ছিলেন ঋষভ পন্থ। ওই ম্যাচে অবশ্য ঋষভকে টেক্কা দিয়ে সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার পান মহম্মদ সিরাজ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবশ্য ঋষভকে টেক্কা দিতে পারলেন না বাকি ক্রিকেটাররা। পাক

ম্যাচে ভারতের সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে পন্থের সঙ্গে ছিলেন সূর্যকুমার যাদব ও অর্শদীপ সিং। পন্থ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মোট তিনটি ক্যাচ নেন। বরাবরের মতো ভারতের ড্রেসিংরুমে প্রথমে ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ দলের সকলকে শুভেচ্ছা জানান। এরপর টিমের সকলের ফিল্ডিং এর চেষ্টা ও পারফরম্যান্স নিয়ে বলেন। তারপর পন্থকে সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার দেওয়ার জন্য প্রাক্তন ভারতীয় হেড কোচ রবি শাস্ত্রী ঢুকে পড়েন ভারতের ড্রেসিংরুমে। সঙ্গে সঙ্গে হাততালিতে ভরে যায় টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুম। এরপর রবি শাস্ত্রী সেরা ফিল্ডারের মেডেল পরিয়ে দেন পন্থ। তাঁকে আলিঙ্গনও করেন। এরপর শাস্ত্রী বলেন, ‘‘আমি বলতে চাই, যখন ওর দুর্ঘটনার কথা শুনেছিলাম আমার চোখে জল চলে এসেছিল। তারপর ওকে যখন হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম, তখন আরও খারাপ অবস্থা ছিল। সেখান থেকে ও যেভাবে ফিরে এসেছে এবং সর্বকালের সবচেয়ে বড় ম্যাচ ভারত-পাকিস্তানে ও যে দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে তা এক কথায় অসাধারণ। ব্যাটিং সকলেই জানে। কিন্তু তোমার উইকেটকিপিং এবং দারুণ মুভমেন্টের তোমার কঠোর পরিশ্রমের পরিচয় দেয়। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে এটাই অনুপ্রেরণা, যে তুমি মৃত্যুর মুখ থেকেও জয় ছিনিয়ে নিতে পারো।’’

এমবাপে-গ্রিজমানদের নিয়েও ‘পুঁচকে’ কানাডাকে হারাতে পারল না ফ্রান্স

বোর্ডক্স, ১০ জুনঃ ইউরোর আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে বড় ধাক্কা খেল ফেবারিট ফ্রান্স। দলের শীর্ষ তারকাদের নিয়েও কানাডার মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল শক্তির দলকে হারাতে পারেনি তারা। ম্যাচ শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে। ফ্রান্স না পারলেও জয় দিয়ে প্রস্তুতি শেষ করেছে ইতালি। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ইউরোর বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। চোট শঙ্কা থাকায় বোর্দোতে কিলিয়ান এমবাপেকে বেঞ্চে রেখেই একাদশ সাজান ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম। এ সময় অলিভিয়ের জিরুকে নাম্বার নাইন পজিশনে রেখে দুই পাশের উইংয়ে খেলান উসমান দেম্বেলে ও মার্কোস থুরামকে। আর প্লে-মেকারের ভূমিকায় রাখেন আতোয়াঁন গ্রিজমানকে। ইউরোর আগে দলকে নানা ফরমেশনে বাজিয়ে দেখতেই মূলত এ কৌশল দেশমের। যদিও শেষ পর্যন্ত এ কৌশলে ভালো খেলতে পারেনি ফ্রান্স। কানাডার বিপক্ষে বেশ সংগ্রাম করেছে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে কানাডার চেয়ে এগিয়ে থাকলেও বল দখলে কানাডা রীতিমতো ফ্রান্সের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে। ফ্রান্স এই ম্যাচে ৫১ শতাংশ বলের দখল রেখে ১৩ শটের ৪টি লক্ষ্যে রেখেছে, বিপরীতে কানাডা ৪৯ শতাংশ বলের দখল রেখে ৭টি শট নিলেও কোনোটিই লক্ষ্যে রাখতে পারেনি। গোলের জন্য সংগ্রাম করতে থাকা দলকে ইতিবাচক ফল এনে দিতে ৭৪ মিনিটে দেম্বেলের বদলি হিসেবে মাঠে নামেন এমবাপে। কিন্তু বাকি সময়ে এমবাপেও ম্যাচে কোনো পার্থক্য গড়তে পারেননি। গোল না পেলেও বল পায়ে কিছু কারিকুরি দেখিয়ে ঠিকই মুগ্ধতা ছড়ান এ ফরোয়ার্ড। ১৭ জুন ডুসেলডর্ফে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ইউরো অভিযান শুরু করবে ফ্রান্স। ‘ডি’ গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস ও পোল্যান্ড। একই রাতে ডেভিড ফ্রাত্তেসির একমাত্র গোলে বসনিয়াকে হারিয়েছে ইতালি। ম্যাচে দাপুটে ফুটবল উপহার দিলেও শেষ পর্যন্ত একটির বেশি গোল পায়নি লুসিয়ানো স্পালেত্তির দল। ইউরো সামনে রেখে স্পালেত্তিও এ ম্যাচে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ইউরোতে ইতালি নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৬ জুন আলবেনিয়ার বিপক্ষে। ‘মৃত্যুকূপ’ স্বীকৃতি পাওয়া গ্রুপ ‘বি’তে ইতালির অন্য দুই প্রতিপক্ষ হচ্ছে স্পেন ও ক্রোয়েশিয়া।

ফ্রেঞ্চ ওপেন ৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের লড়াই জিতে নতুন রাজা আলকারাজ

প্যারিস, ১০ জুনঃ চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট পেতেই র‍্যাকেটটা ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়লেন কার্লোস আলকারাজ। একবার দুহাতে মুখ ঢাকলেন তো আরেকবার মুষ্টিবদ্ধ হাতে গর্জন করতে থাকলেন। একটু পর উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল তাঁর টি শার্টের পেছনটায় আঠার মতো লেগে আছে লাল মাটি। আলকারাজ হয়তো এর স্পর্শই পেতে চাইছিলেন। তিনি যে এখন লাল দুর্গের নতুন রাজা, ফ্রেঞ্চ ওপেনের নতুন চ্যাম্পিয়ন। প্যারিসের রোলাঁ গারোয় আজ ফ্রেঞ্চ ওপেনের ১২৩তম আসরের পুরুষ এককের ফাইনাল হলো ৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের। স্নায়ুক্ষয়ী সেই লড়াইয়ে জার্মানির আলেক্সান্দার জভেরেভকে ৩-২ সেটে হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হলেন স্পেনের তরুণ সেনসেশন আলকারাজ। অথচ প্রথম সেট জয়ের পর টানা দুই সেট হেরে পিছিয়ে পড়েছিলেন আলকারাজ। এরপর ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য গল্প লিখলেন। শেষ দুই সেটে জভেরেভকে পাত্তাই দিলেন না ২১ বছর বয়সী এই তারকা। আলকারাজের পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-৩, ২-৬, ৫-৭, ৬-১ ও ৬-২। এটি আলকারাজের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা। ফ্রেঞ্চ ওপেনের আগে জিতেছেন উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন। চার গ্র্যান্ড স্লামের মধ্যে এখন শুধু অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতা বাকি তাঁর। আর ২৭ বছর বয়সী জভেরেভ এ নিয়ে নিজের দুই গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনালেই হেরে গেলেন। এর আগে ২০২০ ইউএস ওপেনের ফাইনালে তিনি ২-০ সেটে এগিয়ে গিয়েও ৩-২ সেটে হেরে যান অস্ট্রিয়ার ডমিনিক থিমের কাছে। স্নায়ুক্ষয়ী ফাইনাল জয়ের পর গ্যালারিতে থাকা বাবা-

মায়ের স্নেহের পরশ পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন আলকারাজ। শিরোপা উঁচিয়ে ধরার আগে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বললেন, ‘‘এই টুর্নামেন্ট নিয়ে আমার একটি বিশেষ অনুভূতির কথা জানাতে চাই। আমার মনে আছে, স্কুল ছুটি হতেই আমি দৌড়ে বাড়িতে ফিরতাম এবং টিভি চালু করেই ফ্রেঞ্চ ওপেনের ম্যাচ দেখতে বসে যেতাম। আর আজ আমি আপনাদের সবার সামনে এই ট্রফি উঁচিয়ে ধরতে যাচ্ছি।’’ স্পেনের অষ্টম টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতলেন আলকারাজ। তিনিও যে এই তালিকায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন, সেটাও জানিয়ে রাখলেন, ‘যেসব স্প্যানিশ খেলোয়াড় এই টুর্নামেন্ট জিতেছেন, সেই তালিকায় আমি নিজের নাম দেখতে চেয়েছিলাম। শুধু রাফাই (রাফায়েল নাদাল) নন, (হুয়ান কার্লোস) ফেরেরো, (কার্লোস) মোয়া, (আলবার্তো) কস্টাসহ আমাদের ক্রীড়াঙ্গনের আরও যেসব কিংবদন্তি আছেন, নিজেকে তাঁদের পাশে দেখতে চেয়েছিলাম।’

ভারতের কাছে হারতেই বিস্ফোরক অভিযোগ পাক ব্যাটারের বিরুদ্ধে

নিউ ইয়র্ক, ১০ জুনঃ যা হয়, এ বারও তাই শুরু হয়ে গেছে। ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে আরও একটা ম্যাচ হারল পাকিস্তান। তবে অন্যান্য ম্যাচগুলোর সঙ্গে এই ম্যাচটাকে মেলানো যাবে না। মাত্র ১২০ রানের টার্গেট যেখানে, রান তাড়া করতে নেমে কোনও টিম ৬ রানে হারতে পারে, পাকিস্তানকে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। বাবর আজমের টিম যেন মাঠে নেমেই ছিল হারার জন্য। ম্যাচের পর এমন অভিযোগই উঠে এসেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটারদের তরফে। রশিদ লতিফ তো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, পাকিস্তান টিমের এক ক্রিকেটার ইচ্ছে করে বল গিলেছেন। এই ‘ইচ্ছে করে’ শব্দটা বারবার ঘুরে ফিরে আসে পাকিস্তান ক্রিকেটে। টিম হারলেই কাঠগড়ায় তারকারা। ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ট্র্যাকরেকর্ড একেবারে ভালো নয় বাবরদের। সেই ইতিহাস এ বার পাল্টাল না। উল্টে যা পরিস্থিতি, ভারতের কাছে হারের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেতে হতে পারে বাবরদের। ফলে এখন আগ্নেয়গিরির উপর বসে রয়েছে পাকিস্তান টিম। এমন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে রশিদ লতিফের অভিযোগ। তিনি সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন ইমা ওয়াসিমকে। ২৩ বলে ১৫ রান করেছেন তিনি। স্ট্রাইক রেট ৬৫.২২। টি-টোয়েন্টিতে যা অপরাধ বলে ধরা যেতে পারে। ইমাদের বিরুদ্ধে একটি টিভি শো-তে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার লতিফের যুক্তি, ‘ইমাদের ইনিংস দেখুন, ও যেন রান করবে না বলে বল নষ্ট করছিল। যাতে রান তাড়া করতে গিয়ে আরও মুশকিল হয়।’ একা লতিফ নন, এ নিয়ে বিস্ফোরণ শুরু করে দিয়েছেন অধিকাংশ প্রাক্তন। যাঁদের তালিকায় রয়েছে শোয়েব আখতারও। পাকিস্তানের প্রাক্তন পেস বোলার বলে দিয়েছেন, ‘পাকিস্তান যে ভাবে খেলেছে, সারা দেশ ভেঙে পড়েছে। জেতার একটা তাগিদ তো দেখাবে। সুপার এইটে ওঠার যোগ্যতা কি এই টিমটার রয়েছে?

কোপা আমেরিকা মেসির ফেরার ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে জেতালেন দি মারিয়া

শিকাগো, ১০ জুনঃ কোপা আমেরিকার প্রস্তুতিতে ইকুয়েডরের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচটি ছিল লিওনেল মেসির ফেরার ম্যাচও। এল সালভাদর ও কোস্টারিকার বিপক্ষে সর্বশেষ দুটি প্রীতি ম্যাচে চোটের কারণে খেলা হয়নি মেসির। তবে আজ এই মহাতারকার মাঠে নামার নিশ্চয়তা আগেই দিয়েছিলেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেই ধারাবাহিকতাতেই দ্বিতীয়ার্ধের ৫৬ মিনিটে দর্শকদের উল্লাসের মধ্যে মাঠে নামেন মেসি। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে মেসি গোল না পেলেও জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টাইন মহাতারকা মাঠে নামার আগেই জয়সূচক গোলটি করেন অভিজ্ঞ উইঙ্গার আনহেল দি মারিয়া। ৪০ মিনিটে করা তাঁর গোলটিই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ১-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ইকুয়েডর সর্বশেষ জয় পেয়েছিল ৯ বছর আগে। ২০১৫ সালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সেই ম্যাচের পর এ নিয়ে ৭ ম্যাচ খেললেও কোনোটিতে জিততে পারেনি ইকুয়েডর, ড্রও করেছে শুধু একটি ম্যাচে। আজ শিকাগোর সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে ৪-৩-৩ ক্লাসিক ফরমেশনে ম্যাচ শুরু করে আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে ইকুয়েডর শুরু করে ৩-৩-২-২ ফরমেশনে। তবে বিভিন্ন সময় রক্ষণে শক্তি বাড়িয়ে ৩-৫-২ ফরমেশনেও খেলতে দেখা যায় দলটিকে। এদিন প্রথম মিনিট থেকেই আনহেল দি মারিয়া ও হুলিয়ান আলভারেজকে দেখা যায় হাইপ্রেস করে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে। অন্যদিকে শক্তিশালী লো ব্লক তৈরি করে আর্জেন্টিনার আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করে ইকুয়েডর। পাশাপাশি পাল্টা আক্রমণেও চোখ ছিল ইকুয়েডরের। ১০ মিনিটে একটি সুযোগও তৈরি করে তারা। যদিও সেই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত

আলোর মুখ দেখেনি। প্রীতি ম্যাচ হলেও ধীরে ধীরে এই ম্যাচে উত্তাপও বাড়তে থাকে। হুটহাট দুই দলের মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল, যদিও তা বড় কোনো সমস্যা তৈরি করেনি। ১৯ ও ২১ মিনিটে পরপর দুটি সুযোগ তৈরি করে আর্জেন্টিনা, তবে সেগুলো গোলে রূপান্তরিত হয়নি। ৩০ মিনিটে গোলের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। তবে এবারও হতাশ হতে হয় কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের। গোল না পেলেও একের পর এক আক্রমণে ইকুয়েডরের রক্ষণকে কোণঠাসা করে রাখে আর্জেন্টিনা। শেষ পর্যন্ত যার ফল তারা পায় ম্যাচের ৪০ মিনিটে। রদ্রিগো দি পলের কাছ থেকে বল পেয়ে ক্রিস্টিয়ান রোমেরো বাড়িয়ে দেন দি মারিয়াকে। দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে বল জালে পাঠিয়ে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন কোপা আমেরিকার পর অবসর নিতে যাওয়া দি মারিয়া। ৪৪ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটিও প্রায় পেয়ে গিয়েছিলেন এই আর্জেন্টাইন তারকা। তবে ফ্রি-কিকে তাঁর শট অল্পের জন্য জালের ঠিকানা খুঁজে নিতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই সাইডলাইনের কাছাকাছি জায়গায় গা গরম করতে দেখা যায় মেসিসহ একাধিক আর্জেন্টাইন ফুটবলারকে। আর যথারীতি এ সময়ও মাঠের খেলায় দাপট ছিল আর্জেন্টিনার। বারবার আক্রমণে গিয়ে ইকুয়েডরকে চাপে ফেলার চেষ্টা করছিল তারা। ৪৯ মিনিটে সুযোগ তৈরি করেছিল আর্জেন্টিনা। তবে এযাত্রায় পাওয়া হয়নি দ্বিতীয় গোলের দেখা। ৫৬ মিনিটে দর্শকদের হর্ষধ্বনির মধ্যেই দি মারিয়ার বদলি হিসেবে মাঠে নামেন মেসি। আর্জেন্টাইন অধিনায়ক মাঠে নেমেই চেষ্টা করেন নিজের ছাপ রাখতে। তাঁর পায়ে বল যেতেই ‘মেসি’, ‘মেসি’ ধ্বনিতে কেঁপে উঠছিল গোটা স্টেডিয়ামও। এর মধ্যে ইকুয়েডর অবশ্য চেষ্টা করে পাল্টা আক্রমণে গিয়ে ম্যাচে সমতা ফেরাতে যদিও তাদের সেসব আক্রমণ পেরোতে পারছিল না আর্জেন্টিনার শক্ত রক্ষণদেয়াল। ইকুয়েডর এ সময় কিছুটা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলায় দাপট কমে আসে আর্জেন্টিনার। তবে শেষ পর্যন্ত এক গোলের লিডটা ঠিকই ধরে রাখে তারা এবং জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে। কোপা আমেরিকার প্রস্তুতিতে আর্জেন্টিনা পরের ম্যাচ খেলবে ১৫ জুন গুয়েতেমালার বিপক্ষে। এরপর ২১ জুন কানাডার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে কোপা অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা। ২৬ জুন চিলির বিপক্ষে এবং ৩০ জুন পেরুর বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের বাকি ম্যাচ দুটি খেলবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com